পুনরুত্থান সংখ্যা - ২০২৬

যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের আহ্বান

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ❖ ৫ - ১১ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

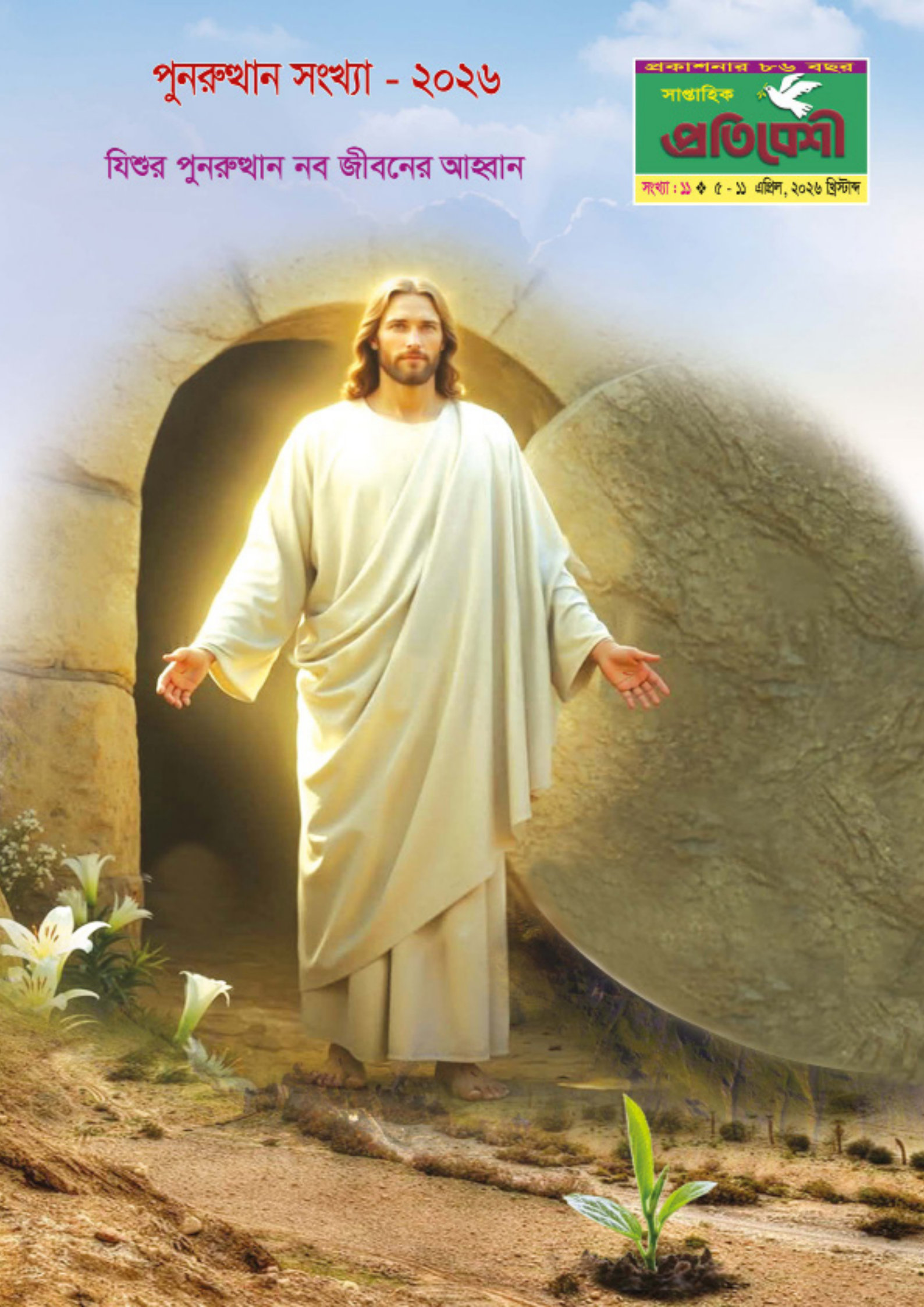

In Loving Memory of Mrs. Sabita D'Costa
A Life of Service, Strength, and Grace

It is with profound sorrow that we announce the peaceful passing of our beloved mother, **Mrs. Sabita D'Costa,** surrounded by the love of her daughters and their families in Toronto. She left us at approximately 8:10 am. on Monday, 16 March 2026 (Canada time).

Beloved wife of the late **Mr. Bitu D'Costa,** former Executive Director of Caritas Bangladesh; Ma lived a life defined by compassion, intellect, and unwavering dedication to the service of others.

Ma pursued her academic passions with remarkable determination, earning two master's degrees from the University of Dhaka (DU), one in Bengali and another in Sociology.

A gifted educator, Ma taught English and Social Science during the 1970s at Don Bosco English Medium School and later at Little Jewels School, where she was cherished by generations of students. **Her career then led her to the World Bank, where she served for two years before joining the Dhaka YWCA, the organisation that would become her life's work.**

For more than 30 years, Ma served as the head of Dhaka YWCA. Under her visionary leadership, the organisation secured transformative grants from Norway, Germany, and the United Kingdom. These funds supported the development of enduring institutions, including the Green Road YWCA School premises, the Mirpur YWCA slum school, the Savar YWCA old-age home, and numerous other initiatives that uplifted disadvantaged communities across Bangladesh.

Her dedication was unparalleled. Ma poured her heart and soul into every endeavour, not for recognition, but out of a profound and lifelong commitment to humanity. She did not merely work for society; she lived for it.

Her legacy lives on in the countless lives she touched, the communities she nurtured, and the example she set for all who knew her. She leaves behind not only a remarkable record of service but also a deep and enduring love that remains forever in the hearts of her family.

We humbly request your prayers for Ma's eternal rest. We invite friends, colleagues, and well wishers to join us in honouring a life beautifully lived and a woman deeply loved.

Loving Daughters:

*** Zina D'Costa (Canada) * Bina D'Costa (Australia) * Shampa D'Costa (Canada) * Nipa D'Costa (Australia)**

Loving Son-in- laws:

*** Francis (Canada) * David (Australia) * Sadee (Canada) * Amit (Australia)**

Loving Grand Children:

*** Ria, Raya, Samee, Jayashree, Aneesh, Piyali, Ishani**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য জেভিয়ার টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১১
৫ এপ্রিল - ১১ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২২ চৈত্র - ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

যিশুর পুনরুত্থান নতুন জীবনের আশা জাগ্রত করে

এ বছরের পুনরুত্থান উৎসব এমন এক সময়ে পালিত হচ্ছে যখন বিশ্বের বিভিন্নস্থানে যুদ্ধের বিভীষিকা চলছে। ইস্রায়েল-আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ বিশ্বকেই করে তুলেছে অস্থিতিশীল। প্রতিনিয়তই মৃত্যু হচ্ছে নিরীহ মানুষের। এমনিতর অবস্থায় যিশুর মৃত্যুঞ্জয়ের ঘটনা তথা যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে নতুন করে আশাবাদী হবার আহ্বান করে।

পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব খ্রিস্টানদের প্রধানতম পর্বের একটি। উদ্‌যাপনে অতীব আড়ম্বরতা না থাকলেও উপাসনায় রয়েছে গাম্ভীর্য ও ব্যাপকতা। পুনরুত্থান পর্বের আত্মিক প্রস্তুতি শুরু হয় ৪০ দিন আগে থেকেই কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে। চল্লিশদিনের এই সময়কালকে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল বলে আখ্যায়িত করে ত্যাগ সাধনা, দান ও দয়াকাজের মাধ্যমে খ্রিস্টানগণ নিজেদের আত্মশুদ্ধির যাত্রা শুরু করেন। তপস্যাকালীন সময়কালটাতে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর কষ্ট-যন্ত্রণা-মৃত্যুর করুণ কাহিনীর কথা চিন্তা ও ধ্যান করার সাথে সাথে নিজ এবং প্রতিবেশি ভাইবোনদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার চিত্র দেখেন। নিজ জীবনের পাপ, অন্যায় অপরাধ দেখে অনুতপ্ত হয় এবং নতুন মানুষ হওয়ার শপথ নেন। নতুন মানুষ হয়ে ওঠতে যিশু ভক্তকে অনুপ্রাণিত করেন। কেননা প্রভু যিশু খ্রিস্ট, যিনি সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ক্রুশোপরে জীবন উৎসর্গ করলেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন; তিনি সর্বদা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট জয় করতে সহায়তা করেন। কেননা কোন দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মৃত্যুও তাঁকে ধ্বংস করতে পারেনি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সকল মন্দতা, অন্যায়-অন্যায্যতা ও পাপময়তাকে জয় করলেন। ক্রুশের উপর যিশুর আত্ম বলিদান ও আত্মত্যাগের পুরষ্কারস্বরূপ ঈশ্বর তাঁকে করেছেন অনন্য গৌরব ও মহিমার অধিকারী। মৃত্যু বিজয়ী।

আজকের বিশ্ব এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং অনিশ্চয়তা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে গ্রাস করেছে। আমাদের পরিবার ও সমাজে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠেছে। চারদিকে তাকালে আমরা দেখি অসংখ্য বিষণ্ন মুখ। বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রাণশক্তি–যুবসমাজ আজ গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। কর্মসংস্থানের অভাব এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের চোখে অন্ধকার নামিয়ে এনেছে। এই পরিস্থিতির চাপে পড়ে অনেক যুবকই আজ দেশ ছাড়তে উগ্রীব। নিজের মাটি ও শেকড় ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর এই ব্যাকুলতা আসলে এক ধরনের পলায়নপরতা নয়, বরং বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেবল ভৌগোলিক পরিবর্তন কি মনের গহীনে জমে থাকা হতাশা দূর করতে পারে?

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্য এক বিশেষ বার্তা বহন করে আনে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকারের পরে আলো আসে। কালভেরী পাহাড়ের সেই অন্ধকার এবং কবরের নিস্তব্ধতা যিশুর জীবনের শেষ ছিল না। একইভাবে, বর্তমানের বেকারত্ব বা অভাবই কোনো যুবকের জীবনের শেষ অধ্যায় হতে পারে না। পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে, ধৈর্য এবং বিশ্বাসের সাথে লড়ে গেলে জয় নিশ্চিত।

যিশুর মৃত্যুর পর শিষ্যরা যখন ভয়ে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে ছিলেন, তখন পুনরুত্থিত যিশু তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' আজকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বের প্রতিও তাঁর একই আহ্বান–ভয় না পেয়ে সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করো।

পুনরুত্থান হলো পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে নতুন জীবনে প্রবেশের ডাক। আমাদের সমাজ ও যুবকদের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন এই 'নতুন জীবনের' মানসিকতা। বিদেশ বিভুঁইয়ে শান্তি খোঁজার আগে নিজের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

সঙ্গত কারণেই সমাজ ও পরিবারের বড়দের দায়িত্ব হলো যুবকদের মধ্যে এই আশার আলো জ্বালিয়ে রাখা। যিশু যেভাবে তাঁর শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদেরও সেভাবে হতাশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে। শুধু পরকালের মুক্তি নয়, এই জগতেই যে পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে পুনরুত্থানের পূর্বস্বাদ পাওয়া সম্ভব–সেই বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে হবে। কেননা যিশু বলেছেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও বাঁচিবে'।

পুনরুত্থানের মহিমা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, পাথর চাপা দিয়ে সত্যকে বা জীবনকে আটকে রাখা যায় না। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি যুবকের হৃদয়ে যেন পুনরুত্থানের আনন্দ ও সাহস সঞ্চারিত হয়। হতাশার অন্ধকার সরিয়ে আমরা যেন যিশুর দেখানো পথে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হতে পারি। দেশ গড়ার প্রত্যয়ে পুনরুজ্জীবিত হোক আমাদের প্রতিটি অন্তর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই পুণ্যময় পুনরুত্থান পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আল্লেলুইয়া। †

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগদালার মারীয়া যীশুর সমাধিগুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন পাথরখানা সরানো হয়েছে। (যোহন ২০:১)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

প্রবন্ধ
- আর্চবিশপের বাণী - *আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই* ◆৫
- পুনরুত্থান পর্ব: "মহোৎসবের মহোৎসব" - *ফাদার দিলীপ এস কস্তা* ◆৭
- যিশুর পুনরুত্থান : খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তি - *ফাদার নরেন জে. বৈদ্য* ◆১০
- যিশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসের একটি শক্ত খুঁটি - *সুবাস আব্রাহাম ডি' কস্তা* ◆১২
- "হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন" - *দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ* ◆১৩
- পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ও মানবতা - *ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ◆১৬
- পুনরুত্থান পার্বণ - *ফাদার আলবার্ট রোজারিও* ◆১৭
- গালীলের মহিলারা কখনও যিশুর পাশ ছেড়ে যাননি - *ডেভিড স্বপন রোজারিও* ◆১৮
- শূন্য কবর পূর্ণ হৃদয়- *ফাদার ইনবার্ট কোমল খান* ◆২১
- ইস্টার ও প্রমাণ: যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে... - *ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও* ◆২৪
- যিশুর পুনরুত্থান: নব জীবনের আহ্বান - *ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি* ◆২৬
- খ্রিস্টীয় পরিবার পুনরুত্থানের মূল্যবোধ চর্চা - *চয়ন হিউবার্ট রিবেরু ও এ্যাডভোকেট হেলেনা হালদার (লিমা)* ◆২৭
- কে সরিয়েছিল সেই পাথর (Who Moved the Stone)? - *পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও* ◆৩০
- বিশ্বাস ও নব জীবনের উৎসব: পুনরুত্থান - *সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি' কস্তা আরএনডিএম* ◆৩৩
- যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ - *দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ* ◆৩৪

খোলা জানালা
- বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের খ্রিস্টধর্ম - *ড. ইসিদোর গমেজ* ◆৩৫
- মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়: যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে ইস্টার ও মানবিকতা - *থিওফিল নকরেক* ◆৩৭
- প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজ-এই তিন স্তম্ভের মাধ্যমেই... - *আগষ্টিন ডি'ক্রুজ* ◆৩৮
- অগ্রগতি না সংকট: বদলে যাওয়া মান্দি সমাজের গল্প - *জ্যাষ্টিন গমেজ* ◆৩৯

মহিলাঙ্গণ
- পরিবার ও ধরিত্রী রক্ষায় নারীর ভূমিকা - *অর্পা কুজুর* ◆৪১
- জীবনের কিছু কথা ও অন্তিম শয্যায় অনন্ত বিশ্রাম - *চিত্রা রোজারিও* ◆৪৩

যুব তরঙ্গ
- মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু খ্রিস্টের সুসমাচার বিস্তারে: যুবরাই হোক প্রচারদূত - *দোলন যোসেফ গমেজ* ◆৪৪

স্বাস্থ্যকথা
- জরায়ু মুখ ক্যান্সার- আসুন সচেতন হই, প্রতিরোধ করি - *ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* ◆৪৭

গল্প
- অবুঝ মন - *মিল্টন রোজারিও* ◆৪৯
- ওসমান ও অনুপমার প্রেম - *ফাবিয়ান সুমন কোড়াইয়া* ◆৫৩
- ভোরের পুনরুত্থান - *নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও সিএসসি* ◆৫৫
- নতুন সূর্যোদয় - *ফাদার নোবেল পাথাং* ◆৫৬
- প্রায়শ্চিত্তকালের শিক্ষা - *প্রদীপ মার্সেল রোজারি* ◆৫৭
- সন্তান - *মালা রিবেরু* ◆৫৯
- বন্ধুটি ছিলো বড়ই দুষ্ট - *সাগর কোড়াইয়া* ◆৬০
- প্রকৃত আনন্দের খোঁজে - *ভেরোনিকা পিংকি গমেজ* ◆৬১

ছোটদের আসর
- লুসির জীবনে যিশুর পুনরুত্থান - *নব কস্তা* ◆৬২
- শান্ত হও! - *ফাদার জর্জ কমল সিএসসি* ◆৬৩
- বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ◆৬৪

পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা

মুক্তিদাতা ও জগৎ পরিত্রাতা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ জাতি, ধর্ম-বর্ণ সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে বর্ষিত হোক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম ও শান্তি, মুক্তির লক্ষ্যে উৎসব হোক মঙ্গলময়। আপনাদের সকলকে জানাই পুণ্যময় পাস্কার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।

ঘোষণা

পবিত্র পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ৩-৬ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বন্ধ থাকবে। ইস্টারের ছুটি বিধায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ইস্টারের পরবর্তী সংখ্যা বন্ধ থাকবে এবং ১৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২তম সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ পাবে । - সম্পাদক

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বাংলাদেশ টেলিভিশন

পুনরুত্থান রবিবার (০৫ এপ্রিল) : "আশার আলো যিশু"

সময় : রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদের পর (সময় পরিবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ফেইসবুক পেইজ ও স্থানীয় পাল-পুরোহিতদের মাধ্যমে)।

মূল রচনা : **সুনীল পেরেরা**

ব্যবস্থাপনায় : **বাণীদীপ্তি**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও ইউটিউব চ্যানেলে থাকছে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: www.facebook.com/weeklypratibeshi

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: ইউটিউব চ্যানেলে
www.youtube.com/@ WeeklyPratibeshi

নিয়মিত ধর্মীয় গান শুনতে ভিজিট করুন:
বাণীদীপ্তি: www.youtube.com/@BanideeptiMedia

পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই এর বাণী

আমরা দীর্ঘ চল্লিশ দিন উপবাসকাল অতিক্রম করে পুনরুত্থান পার্বণ পালন করছি। এই উপবাসকাল আমাদের জন্য শুধু না খেয়ে কষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত করার সময় নয়; এটি আরও গভীর এবং অর্থপূর্ণ। উপবাস হলো ঈশ্বরের সাথে গভীর সান্নিধ্য লাভ করা, তাঁর নিকটে বাস করা এবং আমাদের হৃদয়-মন ও জীবনের পরিবর্তন করাই আসল কথা। পাপ, অসত্য, অন্যায় ও মন্দতা পরিত্যাগ করে আমরা শুচি-শুভ্র, নির্মল ও পবিত্র হওয়ার সাধনায় প্রবেশ করি। সেজন্য উপবাসের সাথে আরও দু'টো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রার্থনা করা, প্রভুর বাণী পাঠ, ধ্যান ও আত্মস্থ করার সময়। এই বাণীর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হই এবং মানুষের সাথে সংযুক্ত হই। সাথে দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশিদের দুঃখ-কষ্টে সহমর্মী ও সহভাগী হই। পথ চলতে চলতে পরিশেষে আমরা পুণ্য সপ্তাহে প্রবেশ করি বিশেষ করে পবিত্র দিবসত্রয়ের মধ্য দিয়ে আমরা প্রভুর যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করি।

যিশুর শিক্ষা, প্রচার, জীবন ও কর্মের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তৎকালীন সময়ে গভীর, নতুন ও আকর্ষণীয় শিক্ষা দিয়ে অনেকের হৃদয়-মন আকর্ষণ করেছিলেন, যেমন: তিনি বলতেন, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম; ভাল দ্বারা মন্দকে জয় করা, প্রতিহিংসা নয়, ভালবাসাই শেষ কথা; যে দেয় সে-ই পায়; পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর ইত্যাদি। মানুষের অনেক কল্যাণ ও সর্বদা মঙ্গল করেছেন, কত অসুস্থদের তিনি সুস্থ করেছেন, কত আশ্চর্য কাজ তিনি করেছেন! এ রকম একজন মহান ব্যক্তির এ ধরনের লজ্জাজনক মৃত্যু তাঁর শিষ্যদের মনে অনেক সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিষ্যদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। শিষ্যদের পা ধোয়ানো, ভালবাসার আদেশ, শেষ ভোজ, যাজকবরণ স্থাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর দৃশ্য ছিল অত্যন্ত করুণ কিন্তু সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। পিতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেন। রোববার, ইস্টার সানডেতে অতি ভোরে উঠে মহিলারা যিশুর কবরে গিয়ে দেখতে পান যে, কবর শূন্য। প্রথম তারা মনে করেছিল যে, কেউ যিশুর দেহ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। যিশু অবশ্যই জীবিতকালে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করবেন। কবরে মহিলারা দূতদের ঘোষণাতে আশ্চর্য হয়ে গেল। তিনি জীবিত, তিনি পুনরুত্থান করেছেন। তারা কেন মৃতদের মধ্যে তাঁকে খুঁজছে।

পরে তিনি শিষ্যদের কাছে অনেকবার দেখা দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে তিনি পুনরুত্থান করেছেন। তিনি মৃত্যকে জয় করেছেন। মহিলা ও শিষ্যগণ হয়ে উঠেছেন যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী। যিশু তাদেরকে বলেছেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও: তোমরা যাও। তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর" *(মথি ২৮:১৮-১৯)*। যিশুর পুনরুত্থানে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শিষ্যগণ একত্রিত হয়েছেন এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে সবার কাছে প্রচার শুরু করেছেন। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্র হলো, যিশু পুনরুত্থান করেছেন, তিনি জীবিত আছেন এবং জগতের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। তাঁর পুনরুত্থানে অসত্য ও অন্যায়ের উপর সত্য জয়ী হয়েছে, মৃত্যুরও বিনাশ ঘটেছে। বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাঁর বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করে, সত্য, ন্যায়, ভালবাসা ও মানবসেবায়, বিশেষ করে যারা দীন-দারিদ্র, বিধবা, অনাথ ও অভাবী ও দুস্থ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তারাও একদিন জীবিত হয়ে উঠবে। মৃত্যুতে তাদের জীবন শেষ হবে না; তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। পুনরুত্থান আমাদের নতুন আশা, প্রেরণা, শক্তি ও সাহস দান করে। কোন অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা অন্যায্যতা কোন দিন জয়ী হবে না। ভাল, সত্য, সুন্দর, ন্যায্যতা সব সময়ে জয়ী হবে। একদিন মিথ্যা চিরতরে পরাভূত হবে কারণ যিশু পুনরুত্থান করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও পুনরুত্থান ঘটুক। আসুন আমরা, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোতে জীবন যাপন করি।

সবাইকে পুনরুত্থানের পর্বের শুভেচ্ছা জানাই। দেশ ও সরকারের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করি। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও শান্তি, মিলন, একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

+বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

+ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
প্রেসিডেন্ট, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

১ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাবা,
বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

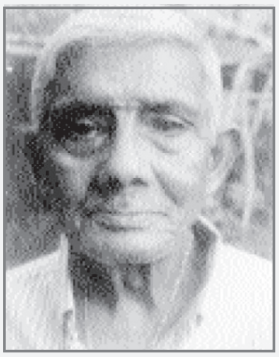

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম: ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
২৬বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছ্বলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/৭৫/২৬

পুনরুত্থান পর্ব : "মহোৎসবের মহোৎসব"

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

প্রারম্ভিকা: খ্রিস্টের উপাসনা বর্ষকালের মধ্যে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল অন্যতম। তপস্যাকাল হলো একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা যা ত্যাগ-সাধনার মাধ্যমে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। তপস্যাকাল শুরু হয় ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই বা ভস্ম কপালে ধারণ করার মাধ্যমে। মানুষের জীবন ধূলিসম কেননা ধূলি দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে তৈরি করেছেন আবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ধূলিতে মিশে যাবে। তপস্যাকালীন ধূয়ো হলো 'হে মানব তুমি ধূলি, আবার ধূলিতেই মিশে যাবে'। দান-উপবাস ও প্রার্থনার ত্রিমাত্রিক কর্ম হলো তপস্যাকালীন সাধনা, সাধনার গুণে ভক্তবিশ্বাসী পরিশুদ্ধ হয় এবং জীবনের পরিবর্তন সম্মত। তপস্যাকালের চল্লিশ দিনের আধ্যাত্মিক যাত্রা হলো মন পরিবর্তন, অন্তর-আত্মায় শুদ্ধ-সুন্দর হওয়া। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভক্তবিশ্বাসী পাপ-মন্দতার মৃত্যু যন্ত্রনার এবং খ্রিস্টের নব জীবনের প্রত্যাশায় পুনরুত্থিত হয়।

১. যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান: পাস্কা পর্বে মেষ বলি দেওয়া হতো এবং বলিদানকৃত রক্তের বিনিময়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। ইস্রায়েল জাতি এই নিস্তার উৎসব বংশ পরম্পরাগতভাবে উদ্‌যাপন করতো *(যাত্রা ১২: ২-১৫)*। পবিত্র নতুন নিয়মে যিশু একবার চিরকালের মতো বলিকৃত হয়েছেন এবং মানবজাতির মুক্তির জন্য *(হিব্রু ১০:১০-১৪)* খ্রিস্ট যিশু গোটা মানবজাতির প্রায়শ্চিত্ত বলি। তাই যিশুর পুনরুত্থান বা পাস্কা হলো মানব মুক্তির অনুষ্ঠান এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে পথ চলার অনুষ্ঠান। যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে পাপময় জীবন ত্যাগ করে নব জীবনের চেতনায় জেগে উঠতে আহ্বান জানায়। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি আশীর্বাদ জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করে এবং একতা-মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জীবন-যাপন করতে শক্তি দান করে।

২. পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর শিক্ষায় পাস্কা পর্ব: পবিত্র জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দ টীকায় অর্থপূর্ণভাবে পাস্কা ও পুনরুত্থান পর্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা বাইবেল, মণ্ডলীর শিক্ষা ও পাস্কা পর্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। "পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খামিরবিহীন রুটির পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়রা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবন

যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। যিশু সম্ভবত পাস্কা-ভোজেই নিজ নবসন্ধি স্থির করলেন। 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ *(যাত্রা ১২; ২ বংশ ৩৫:১৮; মথি ২৬:২৬; ১ করি ৫:৮)*"।

পবিত্র বাইবেল জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দ টীকায় খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বিবরণে বলা হয়েছে "খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধারণা ভেসে ওঠে যে, জগৎ শেষে মানুষ পুনরুত্থান করবে, হয় গৌরবলাভের উদ্দেশে, না হয় শাস্তিভোগের উদ্দেশে। জগৎ শেষের আগে ঘটেছে বিধায় যিশুর পুনরুত্থান এই সাধারণ পুনরুত্থান থেকে ভিন্ন ধরনের। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যিশুকে গৌরবময় প্রভুরূপে পুনরুত্থিত করে তুললেন, তাঁকে দিলেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার, তাঁকে করলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও নতুন এক মানবজাতির অগ্রনেতা। যারা দীক্ষাস্নান দ্বারা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে প্রবেশ করেছে, তারা ঐশজীবনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছে *(দা ২: ১২; মথি ২৮: ১৮; শিষ্য ২৩:৬; রো ১:৪; ১করি ১৫; ফিলি ২:৯-১১; হিব্রু ২:১০*"।

৩. পুনরুত্থান বিষয়ে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের শিক্ষা: যিশুর পুনরুত্থান কোন তত্ত্ব নয়, বরং ঐতিহাসিক বাস্তবতা যা মানব যিশুখ্রিস্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর নিস্তার দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর "গমন" দ্বারা যা খুলে দিয়েছে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে নতুন একটি পথ। এটি কোন স্বপ্ন নয়, পৌরাণিক কাহিনী নয়, কোন দর্শন নয়, স্বপ্নরাজ্যও নয় বা এটি কোন গল্প নয়, বরং অনন্য এমন একটি ঘটনা যা পুনরাবৃত্তি করা যায় না। নাজারেথের যিশু, মারীয়ার সন্তান, যাকে শুক্রবারের সূর্যাস্তে ক্রুশ থেকে নামিয়ে সমাধিস্থ করা হয়েছে, তিনি বিজয়ী হয়ে কবর থেকে উঠে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে শনিবারের পর্বের নতুন দিনের উষায়, পিতর ও যোহন তাঁর কবর শূন্য অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন। মারীয়া এবং অন্য নারীগণ পুনরুত্থিত যিশুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; এম্মাউসের সেই দু'জন শিষ্যও তাকে চিনে ফেলেছেন রুটি ভাঙ্গার সময়ে; পুনরুত্থিত যিশু তাঁর প্রেরিতদূতদের কাছে নিজেকে দেখা দিয়েছেন সন্ধ্যাবেলায় উপর তলার ঘরে এবং তারপর গালিলেয়ায় নিজেকে দেখা দিয়েছেন আরও অনেক শিষ্যদের কাছে।"

সবচেয়ে প্রাচীন নিস্তার উপদেশের মধ্যে রয়েছে সার্দির মেলিতনের উপদেশ, যা একই মনোভাব প্রকাশ করে: "তিনিই দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, নিপীড়ন থেকে অনন্ত রাজ্যের দিকে আমাদের নিয়ে এসেছেন। তিনিই আমাদের পরিত্রাণের পাস্কা।"

রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের (১১১০-১১৬৭) পাস্কা বিষয়ে উপদেশটি খুবই অর্থপূর্ণ যা খ্রিস্টমণ্ডলীতে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে- "আর একটা পাস্কা তখনই উদযাপিত হল, যখন ইহুদীরা শুধু নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিই মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, শয়তানের জোয়াল থেকে খ্রিস্টের জোয়ালের দিকে, অন্ধকারের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতার দিকে, রিপুর অশুচি খাদ্য থেকে প্রকৃত রুটির দিকে, এমনকি স্বর্গদূতদেরই সেই রুটির দিকে পার হল, যে রুটি নিজের বিষয়ে বলেন, আমিই সেই প্রকৃত রুটি, যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

প্রথম পাস্কা হলো ইহুদীদের পাস্কা; দ্বিতীয়টা হলো খ্রিস্টানদের পাস্কা; তৃতীয়টা হলো পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কা। ইহুদীদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলিকৃত, আমাদের পাস্কায় খ্রিস্ট বলিকৃত, পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রিস্ট গৌরবান্বিত। তাছাড়া তোমরা এ পর্বোৎসবগুলির ক্রমোন্নতি ও পার্থক্য লক্ষ্য কর; যিনি পরাক্রমেই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হন ও উৎকৃষ্ট মঙ্গলময়তার সঙ্গেই সমস্ত কিছু শাসন করেন, লক্ষ্য কর তিনি কেমন করে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেন"।

৪. ইহুদীদের নিস্তার পর্ব থেকে প্রভুর দিন: নিস্তার পর্বের পূর্ণতা হলো পুনরুত্থান পর্ব। রবিবার দিন খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হন অন্যদিকে এই রবিবারই প্রভুর দিন হিসেবে আখ্যায়িত হয়। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায় রবিবার দিনকে 'বিশ্রামবার বা প্রভুর দিন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(দ্রঃ যাত্রাপুস্তক ২১:১-৬)*। জীবন বাণী নামক বাইবেল ধ্যানপত্রে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "খ্রিস্টীয় নিস্তারে স্মরণ করা হয় নাজারেথের যিশু ঈশ্বর-পুত্রের বলিদান: তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরুত্থান করেন মানুষের পরিত্রাণের জন্য। খ্রিস্টীয় নিস্তার ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইহুদী নিস্তারের সঙ্গে সংযুক্ত। যেসব ঘটনা খ্রিস্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের জন্য মৌলিক বলে মনে করেন (যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান) তার সঙ্গে তারা ইহুদী নিস্তার অনুষ্ঠানেরও সম্পৃক্ততা উপলব্ধি করেছিলেন। যোহন "ইহুদীদের নিস্তার" এর কথা বলেন, যা সম্ভবত পালন করা হয়েছিল ২৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই বাহ্যিক সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। আদি মণ্ডলীতে অনতিবিলম্বে রবিবার, "প্রভুর দিন" *(দ্রঃ প্রত্যাদেশ ১:১০)*; "খ্রিস্টের পুনরুত্থানের দিন" *(মার্ক ১৫:২)* হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এই দিনটি খ্রিস্টভক্তদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২০:৭; ১ করিন্থীয় ১৬:২)*, "পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে পুণ্য ভোজের দিন" *(দ্রঃ যোহন ২০:১৯,২৬)*। যদিও খ্রিস্টধর্মে নিস্তার পর্বটি দেখতে পাই যিশুর পুনরুত্থানের বাৎসরিক পর্বীয় স্মৃতি মহান রবিবার হিসেবে, তবুও আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না ইহুদী নিস্তারের সঙ্গে এর সম্পর্কে যা ফুটে ওঠে এর নাম, তারিখ এবং উপাসনিক-ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে"।

নিস্তার পর্বের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে একটি লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, "নিস্তার পর্বের আলো যিশুর চিরন্তন উপস্থিতির দৃশ্যমান চিহ্ন। গির্জায় প্রবেশ করে আমরা যিশুর উপস্থিতির চিহ্ন দেখতে পাই, যেমন যজ্ঞবেদী, দীক্ষাকুন্ড, গৌরবান্বিত ক্রুশ, বাইবেল এবং পাঠমঞ্চ, যেখান থেকে খ্রিস্ট তার মাধ্যমে ঐশবাণীর ব্যাখ্যাদান করে থাকেন *(দ্রঃ মথি ১৮:২০)*, আর বিশেষ করে খ্রিস্টপ্রসাদের পুণ্য সিন্দুকে যেখানে খ্রিস্ট খাদ্যরূপে নিজেকে দান করে থাকেন। খ্রিস্ট যিনি প্রকৃত নিস্তার মেষশাবক, নিজের ক্ষত চিহ্ন দিয়ে তার মণ্ডলীকে আর্কষণ করেন এবং তাকে দান করে তার পবিত্র আত্মাকে। কিন্তু তিনি চান না তার ভক্তগণ নিষ্ক্রিয়ভাবে তার অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, বরং তিনি চান তারাও যেন নিস্তার রহস্যের অংশীদার হয়"।

৫. পুনরুত্থান নবজীবনের প্রত্যাশা: যিশুর পুনরুত্থান শুধু বাইবেল ভিত্তিক ঘটনার বিবরণ নয় কিন্তু বিশ্বাসের যাত্রায় পুনরুত্থানের অংশীদার হয়ে উঠার একটি অনুপ্রেরণা ও খ্রিস্টীয় জীবনের প্রত্যাশা। সাধু পল তার জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, "প্রথম ফসল কাটার পর্বের সঙ্গে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর্বের কথা উল্লেখ করেছেন: 'আসলে খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন-নিদ্রাগতদের প্রথম ফসলরূপে' *(১ করিন্থীয় ১৫:২৯.২৩)*। তিনি আরও বলেন, ইহুদিদের পাস্কা হল খ্রিস্টীয় পাস্কার পূর্বাভাস: "তোমরা পুরানো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের প্রায়শ্চিত্তবলি খ্রিস্ট বলিকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরানো খামির দিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি" *(১ করিন্থীয় ৫:৭-৮)*।

- আদি মণ্ডলী নিস্তারের ঐশতত্ব এর উপরে জোর দেয়: "মেষশাবকের বদলে স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র" থাকেন। উপর তলার ঘরে নিস্তার বলি উৎসর্গীকৃত হয় উপাসনিকভাবে, কিন্তু এর মূল কেন্দ্রটি হল খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু: " এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত: তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর" *(লুক ২২:১৮)*।

- নিস্তার ঘটনাটি হল পিতা ঈশ্বরের প্রথম ও শেষ কাজ। আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃষ্টিতে পুনরুত্থান হল পিতা ঈশ্বরের প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাড়া যা তিনি দিয়েছেন ক্রুশের উপরে যিশুর আত্মসমর্পণের জন্য *(দ্রঃ মার্ক ১৫:৩৪)*; মৃত্যু থেকে খ্রিস্টের মুক্তি দেওয়ার কাজ *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:২৪)*; এবং তার বিশ্বস্ত ও বাধ্য সেবকের প্রতি তার পুরস্কার *(দ্রঃ ফিলিপ্পীয় ২:৯)*।

- কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় পুনরুত্থান বিষয়ে বলা হয়েছে, "মণ্ডলীর পিতৃগণ পুনরুত্থানকে খ্রিস্টের ঐশব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধ্যান করেছেন, যিনি দেহ ও আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন, যদিও তা মৃত্যুতে একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিল: "ঐশস্বরূপের অভিজ্ঞতার দ্বারা, মানুষের দু'টো উপাদানের প্রত্যেকটিতে যা উপস্থিত থাকে, তা পুর্নমিলিত হয়েছে। কেননা এই মানবীয় উপাদানগুলো পৃথক হওয়ার কারণে যেমন মৃত্যু ঘটে, তেমনি এ দু'টোর মিলনের মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান সাধিত হয়।" -(কা.ম.ধ.শি ৬৫০)

- "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা"। পুনরুত্থান সর্বোপরি খ্রিস্টের সমস্ত কাজ এবং শিক্ষাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। সমস্ত সত্য, এমন কি যেগুলো মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির অতীত, সেগুলোও অখণ্ডীয় প্রমাণিত হবে, যদি খ্রিস্ট তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা, তাঁর ঐশরিক ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ দেন, যা তিনি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। (কা.ম.ধ.শি ৬৫০)

- "পাস্কা-রহস্যের দু'টো দিক আছে: তাঁর মৃত্যু দ্বারা খ্রিস্ট আমাদের মুক্ত করেছেন; তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা তিনি আমাদের কাছে নবজীবনের পথ উন্মুক্ত করেছেন। এই নতুন জীবন পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ধার্মিক বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, "মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি"।

ধার্মিকতা অর্থ দ্বিবিধ: পাপের কারণে যে মৃত্যু এসেছে তার উপর বিজয়ী হওয়া এবং অনুগ্রহে নতুনভাবে অংশগ্রহণ।" (কা.ম.ধ.শি ৬৫৪)।

• পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেন, "যেখানে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে সেখানে বিশ্বাসীদের সাক্ষ্যদানও দুর্বল হয়ে পড়ে"। সিরিয়ার সাধু ইসাহাক বলেন, "একমাত্র বড় পাপ হলো যিশুর পুনরুত্থানের সামনে উদাসীন থাকা"।

• বিজান্তিন উপাসনায় উল্লেখিত: খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন/ মৃত্যবরণ করে তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন/ মৃতদের জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন।"

• তাই পুনরুত্থান পর্ব হলো বিশ্বাসের জেগে ওঠা এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে পথ চলা। "পুনরুত্থানে বিশ্বাস এমন একটি ঘটনা স্বীকার করে, যা শিষ্যদের দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে সত্যায়িত হয়েছে, যারা সত্যিকারভাবেই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। একই সাথে, এ ঘটনা রহস্যাবৃতভাবে লোকাতীত, কেননা এর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের মানবত্ব পরমেশ্বরের গৌরবে প্রবেশ করেছে"।

৬. পুনরুত্থান : "মহোৎসবের মহোৎসব"

খ্রিস্টীয় উপাসনায় অনেকগুলো পর্ব এবং মহাপর্ব রয়েছে তবে তাৎপর্য ও বিশ্বাসের ভিত্তি হলো খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব। পিতৃ গণের শিক্ষায় পুনরুত্থান পর্বকে 'মহোৎসবের মহোৎসব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান সাধু আথানাসিউস (২৯৬-৩৭৩) পুনরুত্থান পর্বকে 'মহা রবিবার' বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো 'পুণ্য সপ্তাহকে' মহা সপ্তাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষায় (ধারা ১১৬৯) বলা হয়েছে: পুনরুত্থান পর্ব শুধুমাত্র অনেক পর্বের একটি পর্ব নয়, বরং এটি হচ্ছে পর্বের পর্ব এবং "মহোৎসবের মহোৎসব" ঠিক যেমনটি হয় খ্রিস্টপ্রসাদের ক্ষেত্রে, কারণ খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে সংস্কারের সংস্কার" (মহা সংস্কার)... "পুনরুত্থান রহস্য যার দ্বারা খ্রিস্ট মৃত্যুকে চূর্ণ করেছেন তার সেই রহস্যের মহাশক্তি আমাদের পুরনো কালপ্রবাহে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না সবকিছু তাঁর অধীন হয়"। স্বর্ণ যুগের বিশিষ্ট লেখক ও বাগ্মি সাধু জন খ্রীসোস্তম (৩৪৭-৪০৭) বলেন: "এই সপ্তাহকে 'মহা সপ্তাহ' বলা হয় এ কারণে নয় যে, এর মধ্যে আরও বেশী দিন রয়েছে, বা এই দিনগুলো বেশী দীর্ঘ, বরং এই কারণে যে, এই সপ্তাহে ঈশ্বর দ্বারা মহান কাজ সাধন করা হয়েছে"। এই মহা সপ্তাহের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্বে অংশগ্রহণ করি।

৭. আমাদের জন্য পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নির্দেশ বাণী

➢ তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" - মার্ক ১৬:১৫

➢ যিশুর আগমনের " আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই তা পায়" *(যোহন ১০:১০)* অর্থাৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঘটে।

➢ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি আর্শীবাদ, সুতরাং যা কিছু আমাদের শান্তি, আমাদের পরস্পরের অন্তরে শক্তি জাগিয়ে তোলে, এসা সর্বদা তাই করার চেষ্টা করি" *(রোমীয় ১৪:২৯)*।

➢ পুনরুত্থিত অভয় বাণী, "আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" *(মথি ২৮:২০)*।

উপসংহার: পাস্কা পর্বের আক্ষরিক অর্থ হলো অতিক্রম করা, পার হওয়া, এড়িয়ে যাওয়া। ইহুদিদের জন্য পাস্কা পর্ব হলো প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করা, নিস্তার ও রেহাই পাওয়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করা। আর নতুন পাস্কা হলো পাপ-মন্দতা পরিহার এবং পুনরুত্থিত যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে পথ চলা। পুনরুত্থান হলো: বিশ্বাস-ভালবাসা ও আনন্দে জীবনকে নবায়িত করা। সার্দিসের ধর্মপাল মেলিতনের 'পাস্কার উপদেশের সাথে একাত্ম হয়ে স্বীকার করি "তবে এসো, পাপে আবদ্ধ সকল জাতির মানুষ; পাপমোচন গ্রহণ কর। কেননা আমিই তো তোমাদের পাপমোচন, আমিই পরিত্রাণদায়ী পাস্কা, আমিই তোমাদের খাতিরে বলিকৃত মেষশাবক, আমিই তোমাদের প্রক্ষালন, আমিই তোমাদের জীবন, আমিই তোমাদের পরিত্রাণ, আমিই তোমাদের রাজা। আমি নিজেই স্বর্গের উর্ধ্বস্থানে তোমাদের নিয়ে যাই; আমি নিজেই তোমাদের পুনরুত্থিত করে তুলব ও স্বর্গস্থ পিতাকে তোমাদের দেখাব। আমি নিজেই আমার ডান হাতে তোমাদের উন্নীত করব"। পুনরুত্থিত খ্রিস্টযিশুর শান্তির আশীর্বাদ সবার উপর বর্ষিত হোক। শুভ পাস্কা! শুভ পুনরুত্থান!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

• কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।

• জীবন বাণী-৬: বাইবেল ধ্যান-পত্র, (সম্পাদনা ফাদার সিলভানো গারেল্লো) আলোর পথ- পুনরুত্থানের পথ, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১৩।

বাড়ী ভাড়া

বহুমুখী ভাড়ার জন্য বাড়ি খুঁজছেন?

একাধিক ব্যবহারের জন্য আদর্শ: অফিস, বাসস্থান, হোস্টেল, ক্লিনিক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঋণ কেন্দ্র, অথবা পারিবারিক বাড়ি। শুধুমাত্র খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান/পরিবারের জন্য প্রযোজ্য।

বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য ডিজাইন করা একটি প্রশস্ত ৩ রুম, ৩ বাথরুম, রান্নাঘর বিশিষ্ট উপযুক্ত পাঁচ কাঠার মধ্যে এই বাড়ি। এই সম্পত্তিটি ব্যবসা, সংস্থা বা পরিবারের জন্য উপযুক্ত, আপনারা যারা আরামদায়ক এবং একটি বাড়ী খুঁজছেন। আপনার অফিস, গির্জা, হোস্টেল, কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঋণ কেন্দ্র বা ব্যক্তিগত পারিবারিক বাসস্থান যা-ই প্রয়োজন হোক না কেন, এই বাড়িটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা/ সাহায্য প্রদান করবে। ১ মে, ২০২৬ থেকে বসবাসের জন্য উপযুক্ত। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগের ঠিকানা:

সিসিডিবি হাউসিং, রোড ৩, (মাইলস গার্মেন্ট সংলগ্ন) আইঠর, বিরুলিয়া, সাভার। পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করতে ০১৭৩০৬২৮৬১৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞ/৭৪/২৬

যিশুর পুনরুত্থান : খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তি

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস। খ্রিস্টের পুনরুত্থানে যারা বিশ্বাস করে, তারা মৃত্যুর উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে। তাই সাধু পল বলেছেন: "ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায় মৃত্যু, তোমার সেই অঙ্কুশ?" *(১ করিন্থীয় ১৫: ৫৫)*। আমরা জীবিত খ্রিস্টের অনুসারী। পাপ মোচন ও নতুন জীবনের আশা পুরুত্থানের সঙ্গে জড়িত। খ্রিস্টের পুনরুত্থান না থাকলে ক্ষমা, অনন্ত জীবন সবই অনিশ্চিত হয়ে যেত। প্রার্থনা, মঙ্গলবাণী প্রচার, Sacrifice Ministry বা সেবাকাজের মূল্য আছে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধু doctrine না; এটা transformed life - এর ডাক। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জীবনে রেখাপাত করছে কিনা- এই আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া জরুরী। ঐশজনগণের জন্য বিশেষ করণীয় বিষয় হলো ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করা, বিশ্বাসের জীবন যাপনে সদা বলিস্ট হয়ে থাকা এবং খ্রিস্টবিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা। যিশুর পুনরুত্থান ব্যতিরেকে খ্রিস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস ও জীবন নিরর্থক ও প্রশ্নবোধক। "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন তাহলে, আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন!" *(১ করি ১৫: ১৪)*। এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? "অটুট রেখেছি আমার খ্রিস্টবিশ্বাস" *(২ তিমথী ৪:৬)*। খ্রিস্টবিশ্বাসের নবজাগরণ ও বিশ্বাসের জীবন সম্পর্কে আমাদের চেতনা উপলব্ধি কতটুকু? ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি থাকা সত্বেও ঐশজনগণ যুগে যুগে বিশ্বাস ঘোষণা করে আসছে। বাইবেল, মণ্ডলীর পিতৃগণের উদ্ধৃতি ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টের পুনরুত্থান বহু আলোচিত ও আলোড়িত বিষয়। In what ways can we show that we are risen to a new life with Jesus? In what ways can we convincingly preach Jesus' resurrection?

পাস্কা পর্বের চেতনা : দাসত্বের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে পদার্পণ

যিশুর পুনরুত্থান ঘটনার ঐশতাত্ত্বিক পটভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন সন্ধির নিস্তার পর্ব। এই পার্বণে ইহুদী জাতি স্বরণ করে মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের ঘটনা। তাই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এই পর্ব *(দ্রঃ যাত্রাপুস্তক ১২:২৪)* পালন করা হয়ে থাকে। পাস্কা পর্ব হচ্ছে ইহুদীদের এক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মুক্তি উৎসব। ইস্রায়েল জাতির বেদনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাত্রা পুস্তক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতিতে "মিশর দেশে আমার জাতির দুঃখ দুদর্শা কতখানি তা দেখেছি আমি... তাই তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি আমি *(যাত্রা ৩: ৭-৮)*। মিশরীয়দের ৪৩০ বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করানো ছিল ঈশ্বরের সম্পাদিত মুক্তিদায়ী কাজ *(দ্রঃ যাত্রা ১৪: ১৫-১৫:১)*।

নিস্তার বন্দনায় মাতৃস্বরূপ মণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। প্রভুর পবিত্র মন্দিরে জনগণের জয়ধ্বনিতে অনুরণিত হয় : 'এই যে রাত্রি, যে রাত্রিতে, হে প্রভু, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর হতে লোহিত সাগর দিয়ে পার করে এনেছিলে। এই সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে সমগ্র পৃথিবীতে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ জাগতিক অধর্ম ও পাপের তমসা থেকে মুক্ত হয়ে প্রসাদ ও পবিত্রতার নির্মল জীবনে প্রবেশ করেছে। এই সে রাত্রি, যে রাত্রিতে মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করে খ্রিস্ট উত্থিত হয়েছেন বিজয়ীর মহা গৌরবে।' যিশু হলেন মরণ-বিজয়ী মহাবীর। যিশুর কাছে মৃত্যু হার মেনেছে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দেয়। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হতেন স্বর্গদ্বার থেকে যেত রুদ্ধ, ভোগ করতে পারতাম না জীবন বৃক্ষের অমৃত ফল। আমাদের মধ্যে জাগে প্রাণের সাড়া। নব সৃষ্টির আশা ও আশ্বাসে ভরে উঠে বুক। তাই তো খ্রিস্টের এই পুনরুত্থানের ঘটনা স্মরণ করে আমরা বিজয়োল্লাসে গেয়ে উঠি ... 'জয় ধ্বনি হোক রে আজি জয়ধ্বনি হোক, অন্ধকার আজ ধরা হতে দূরীভূত হোক, পৃথিবী আজ প্রভুর আলোয় আলোকিত হোক ....' (বার্থলমিয় সাহার গান)।

পুনরুত্থিত খ্রিস্টবিশ্বাস সম্পর্কে বাইবেলীয় উদ্ধৃতি ও আত্মিক চিন্তা ভাবনা

"মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে" *(রোমীয় ১০:৯)*। "আমি তো জানি কার্ উপর আমি বিশ্বাস রেখেছি" *(২ তিমথী ১:১২)*। "খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের পুরানো 'আমিটা'-ও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, সেই পাপসত্তাটা যাতে বিনষ্ট হয়, আমরা যেন পাপের দাস হয়ে না থাকি। খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন এই কথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে আমরাও জীবিত থাকব" *(রোমীয় ৬:৭-৮)*। 'খ্রিষ্ট আমাদের নিস্তার পর্বের মেষশাবক যিনি, তিনি কি বলিরূপে উৎসর্গকৃত হননি? সুতরাং এসো আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি পুরানো খামির দিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধমের্রও খামি নিয়ে নয়,বরং আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠার খামির বিহীন রুটি নিয়ে' *(১ করি ৫:৭-৮)*।

"তোমরা জান যে, স্বর্ণ বা রূপের ন্যায় নশ্বর বস্তু দ্বারা মুক্ত হও নাই বরং নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক রূপে খ্রিস্টের মহামুল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হয়েছে" *(১ম পিতর ১: ১৮-১৯)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান নব জীবনের উৎস। দীক্ষাস্নানে খ্রিস্টের পাস্কা রহস্যে সহভাগি হই। "দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্ট যীশুতে অবগাহিত হয়ে আমরা সকলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই অবগাহিত হয়েছি। আর তাই দীক্ষাস্নানে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তার সঙ্গে মৃত্যুতেই সমাহিত হয়েছি, যাতে মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন এক নবজীবনের পথে চলতে পারি" *(রোমীয় ৬:৩-৪)*। এই বাণীর বাস্তবায়নই প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তি জীবনে পুনরুত্থান ঘটায়। আমরা কি সত্যিই পুনরুত্থিত ব্যক্তি? আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্পর্শ পেয়েছি? কোথায় আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেতে পারি? কীভাবে মানুষের কাছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মুখচ্ছবি হয়ে উঠতে পারি?

পুনরুত্থিত খ্রিস্টবিশ্বাস হস্তান্তর: মঙ্গলবার্তার ঘোষণা ও প্রেরণকাজ

সাধু ইরানিয়াস বলেছেন : "মণ্ডলী সারা বিশ্বে ছড়ানো ছিটানো কিন্তু সবাই একই বিশ্বাস লাভ করেছে প্রেরিতদের কাছ থেকে, তারা সবাই যেন একই ঘরের বাসিন্দা, তাদের

একই হৃদয় ও একই আত্মা। তারা একই বিশ্বাস ও শিক্ষা দান করে যেন তাদের একই কণ্ঠ, একই মুখ যা কথা বলছে।" দীক্ষাকালীন সঙ্কল্পের পুর্নগ্রহণ অনুষ্ঠানে পুরোহিত বলেন: যিনি ক্রুশ বিদ্ধ হলেন, মৃত্যবরণ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন এবং এখন পিতার ডান পাশে সমাসীন আছেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টে তোমাদের কি বিশ্বাস আছে? সকলে বলেন: হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে। ধর্মবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পিতামাতাগণ সহায়তা করবেন। "তোমার সেই আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের কথা বার বার মনে পড়ে; এই একই ধর্মবিশ্বাস প্রথমে জেগেছিল তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা ইউনিসের অন্তরে; আর এখন তা তোমার নিজের অন্তরেও যে রয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই " *(২য় তিমথী ১:৫)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রদান করে। আমার আশার মানুষ। (We are an Easter People. We are a people of Hope).

সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৪০ কোটি কাথ লিক খ্রিস্টভক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় পথচলা অব্যাহত রেখেছে। প্রেরিতদূতদের বাণী প্রচারের ফলে আমাদের অন্তরে খ্রিস্টবিশ্বাস জেগেছে। "বিশ্বাস জন্মায় বাণী প্রচারের ফলে" *(রোমীয় ১০:১৭)*। বাংলাদেশে ৮টি ধর্মপ্রদেশে প্রায় ২৮০ জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও ১৮৫ জন রিলিজিয়াস যাজক, ১৪০ জন ব্রাদার, ১৩০০ জন সিস্টার পুরুত্থিত যীশুর গল্প বলে যাচ্ছে।

পুনরুত্থিত যিশুতে বিশ্বাসের জীবন: বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

মৃত্যুর সংস্কৃতি ও জীবন বিনাশের বাস্তবতা। দেশের মধ্যে চলমান প্রতিহিংসা, ধ্বংসযজ্ঞ, জীবন বিনাশ অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুর সত্যতা ব্যক্ত করছে। প্রতিষ্ঠান পোড়ে, পোড়ে না বিবেক। কত সহজেই আবেল ও কাইনের মত ভ্রাতৃহত্যা করা হচ্ছে কথা ও আচরণের ছুরি দিয়ে! ন্যায় অন্যায়ের কাছে অবরুদ্ধ, মানবতা বর্বরতার কাছে অবরুদ্ধ, সততা অসততার কাছে অবরুদ্ধ। উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। পরিবারের মধ্যে ভালবাসা ও জীবনের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না, রবং গড়ে উঠছে ধ্বংস ও মৃত্যুর সংস্কৃতি। পরিবারে নৈতিকতার সংকট গভীরতর হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল ম্যাসেঞ্জারের কারণে পরকীয়া প্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা আধুনিক কালের অবক্ষয়সমূহ (ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেটের অপব্যবহার) থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখছে না। যুবাদের মধ্যে বিকৃত যৌন আচরণ। মোবাইল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পর্ণগ্রাফি বাদ যায় না।

আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশী অনুভূত হচ্ছে। "তোমাদের বিশ্বাস যেন বিচলিত না হয়, ঈশ্বরে তোমাদের তো বিশ্বাস আছে, তেমনি আমাতেও বিশ্বাস রাখ *(যোহন ১৪:১)*। "মানব পুত্র যখন আসবেন, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখতে পাবেন?" *(লুক ১৮:৮)*। যিশুর উপর বিশ্বাস আজ হিমশিম খাচ্ছে। খ্রিস্টবিশ্বাস রক্ষায় কেন এমন অনীহা? ঈশ্বরের কাছ থেকে মনোযোগ সরিয়ে মানুষ আজ জাগতিক শক্তির উপর নির্ভর করছে। পাপের ভারে বিশ্ব যেন ক্ষতবিক্ষত। ন্যায্যতা আজ পদদলিত। স্বজন প্রীতির জয় জয়াকার। প্রতিশোধ নেওয়া যেন আজ নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জাগতিকতার আসক্তিতে নিমজ্জিত রয়েছি। সমাজে, দেশে, মণ্ডলীতে বেড়েছে অনেক কিছু যা অসামাজিক ও পাপময়। অনৈতিক কার্যকলাপ আমাদের সমাজ জীবনকে বির্পযস্ত করে তুলেছে। মানুষ সঠিক মূল্যবোধ বাছাই করতে ঠকে যাচ্ছে, আর মন্দকেই বেছে নিচ্ছে। আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো যাপিত জীবনে নীতিতে অবিচল থাকা। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের চেতনা যেন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় হারিয়ে না যায়। পুনরুত্থান হোক প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে জীবনযাপন। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আবেদন হলো পরিমার্জিত মন ও আচরণ নিয়ে সব ভাইবোনদের সাথে অনুরাগী হয়ে চলা। ভ্রাতৃত্বের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়া। প্রান্তিক/পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে পথ চলি। 'এক সাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গড়ে তুলি'। মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই/প্রতিবাদ করতে হবে। দীন দরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। যিশুর মত আমরা কী অন্যায় কাঠামোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি না!

ইস্টার পর্ব সামাজিক পাপ করা থেকে বিরত থাকতে তাগিদ দেয়। আমরা যদি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পাই, তাহলে আমরা তো খ্রিস্টীয় আচরণ করব। আমাদের জীবন ঘোষণা করুক যে আমরা কথায়, কাজে ও আচরণে নুতন হয়েছি। আমি কি মন্দত্বের স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করি? আমি কি ন্যায় পরায়ণতার পক্ষে অবস্থান করি? আমি কি নিজেকে অনৈতিক কর্মে ধাবিত করি? আমি কি নৈতিক জীবনের প্রতি অনুরাগী? চৌর্যবৃত্তির মত অসৎ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করি? অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি?

বিশ্বাসীভক্তের করণীয় বিষয়: ভিটামিন গ্রহণ

সাক্রামেন্ত অনুসারে জীবন যাপন বিশ্বাসের পথে চলার দৃঢ় উপায়। প্রার্থনা আমাদের জীবনে বিশ্বাস লাভের ও প্রকাশের সুন্দর উপায়। আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যে সুস্থতা ও পুষ্টিসাধনের জন্য ভিটামিন এ.বি.সি.ডি. গ্রহণ করি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত। ভিটামিন A= Attendance in Daily Mass, (প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান, B= Bible reading, (বাইবেল পাঠ), C= Communion receive, (প্রভুরভোজ গ্রহণ) D= Daily Prayer, (প্রতিদিন প্রাথনা করা), E= Eucharist, (খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ), S= Sacrament (সাক্রামেন্ত গ্রহণ)

উপসংহার

খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসব পালন করতে কেন আমরা অনুপ্রাণিত হই? খ্রিস্টবিশ্বাসী সমাজের ঐতিহ্য প্রবাহমান করে রাখা ঐশজনগণের দায়িত্ব। খ্রিস্টবিশ্বাসের আলো ঘরে ঘরে জ্বলুক। পুনরুত্থান উৎসব তো জেগে উঠার উৎসব। খ্রিস্টীয় জীবন নেতিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জীবন নয়। পুনরুত্থানের বারতা হলো স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার আহ্বান। শয়তানের বশবর্তী হয়ে পাপের অবস্থায় না থাকি। পুনরুত্থানের চেতনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মপ্রেরণা হয়ে উঠুক। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় নিজেকে আলোকিত করি ও অন্যকে আলোকিত হতে সহায়তা করি। খ্রিস্টমন্ডলী ও বিশ্বাসীভক্তের মিলন সমাজ হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহ। খ্রিস্ট যে সত্যিই পুনরুত্থিত হয়েছেন তার বড় প্রমাণ হলো বাংলাদেশে প্রায় ৪ লাখ খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতি। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হোক। পুনরুত্থানের অঙ্গীকার হোক - বৈষম্যমুক্ত কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী গড়ে তোলা। বিদূরিত হোক সব ধরণের অশুভ শক্তির ছায়া। খ্রিস্টীয় আচরণ ও মন্দতা পরিত্যাগের ভাবনায় হোক পুনরুত্থান উৎসব। ❐

যিশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসের একটি শক্ত খুঁটি

সুবাস আব্রাহাম ডি' কস্তা

আমরা জানি যে ইস্টার সানডে বা পাস্কা পর্ব হল আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উজ্জ্বল গৌরবময় দিন। যিশু খ্রিস্ট, মৃত্যুর তিনদিন পর রবিবার দিন ভোরে কবর থেকে উত্থিত হন। তাই প্রায়শ্চিত্তকালীন শেষ রবিবার বা তালপত্র রবিবার পেরিয়ে আসে পাস্কা পর্ব বা ইস্টার সানডে। খ্রিস্টভক্তদের জন্য এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। জীবিত অবস্থায় প্রচারকালীন সময় যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর তিন দিন পর পুনরুত্থিত হবেন অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করবেন। ইহুদীদের মহাযাজক কাইফার আদেশক্রমে, মহামানব যিশুকে প্রহসন মূলক বিচারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর ফলে ক্রুশবিদ্ধ করে তার অনুগত সৈনিকরা যিশুকে অমানবিক, নিষ্ঠুর, নির্দয় ভাবে ক্রুশের উপর হত্যা করে। মৃত্যুর তিনদিন পর রবিবার দিন তিনি পুনরুত্থিত হন। সেই থেকে খ্রিস্টভক্তগণ এই দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে, তাদের গভীর ভালোবাসা ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ ৪০ দিন উপবাস কালীন সময় বিশেষ করে পুন্য শুক্রবার অধিকাংশ খ্রিস্ট ভক্তগণ গির্জায় গিয়ে ক্রুশের পথে যোগদান করেন। পরপর তিনদিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার ধারাবাহিকভাবে যিশুর কষ্ট, অসহনীয় বেদনা, মৃত্যু ও আত্মত্যাগের সময়কাল গভীরভাবে স্মরণ করে থাকেন।

বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ: খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ যিশুর যাতনাভোগকে বিশ্বাসের শক্তিকে আরও সমৃদ্ধি দান ও স্মরণীয় করার উদ্দেশে, সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবে আরো বহু বাহ্যিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। তারা চল্লিশ দিন উপবাস পালনকালে অনেক মজাদার খাবার, আনন্দদায়ক সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে বিরত রাখেন। তাই খ্রিস্টভক্তগণ মনের আনন্দে ও উল্লাসে ইস্টার সানডে অর্থাৎ রবিবার দিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন, নিজের বাড়িতে পরিবারের সাথে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যবাহী খাবার খেয়ে থাকেন। গির্জায়, নিজ বাড়িতে এমনকি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন,পাড়া প্রতিবেশিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি অতি আনন্দের সাথে সুসম্পন্ন করেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুন না কেন সেখানেই তারা এই দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে থাকেন।

ধর্মীয় তাৎপর্য: খ্রিস্টানদের জন্য পাস্কাপর্ব হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন যা ইঙ্গিত করে যে যিশু মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ মৃত্যু, পাপ এবং শয়তানের উপর জীবনের বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করে যা বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবনের আশা প্রদান করে। পুণ্যসপ্তাহের চূড়ান্ত পর্যায়ে যা তালপত্র রবিবার দিয়ে শুরু এবং গুড ফ্রাইডে এর

অংশ। প্রকৃতপক্ষে পুণ্য বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খ্রিস্টভক্তগণ গভীর শোকের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট রাজা যিশুর যাতনা ভোগকালীন সময়কে গভীরভাবে স্মরণ করে থাকেন। কারণ পবিত্র শাস্ত্রের কথা মত, খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য ক্রুশের উপর জীবন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। শাস্ত্রের কথা মতো তিন দিনের দিন তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাধু পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদের দেখা দিয়েছিলেন। প্রেরিতশিষ্যরা তাদের জীবনসাক্ষ্য ও লেখনির মধ্যদিয়ে যিশুর পুনরুত্থানের কথা সবার কাছে তুলে ধরেন।

যিশুর যাতনাভোগ থেকে আমাদের শিক্ষা: আমরা জানি যে, আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্রই হলো যিশুর পাস্কা রহস্য অর্থাৎ যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু, মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান। যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশবিদ্ধকরণ খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, এটি ঈশ্বরের প্রেমের চূড়ান্ত কাজ। মানুষের পাপের ভার নিজের কাঁধে নেওয়া, ক্ষমা প্রদান করা এবং ঈশ্বরের সাথে পূর্ণ মিলনকে আনয়ন করা। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে একটি নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন রয়েছে। মৃত্যুর উপর বিজয় প্রদান করেছে, মানুষের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের একটি মডেল উপস্থাপন করেছে। উক্ত নীতিগুলো অনুশীলন করেই আমরা খাঁটি খ্রিস্টভক্ত হয়েছি। শুধু তাই নয়, তা আমরা পালন করে থাকি আমাদের আত্মার কল্যাণে, যাতে করে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে মিলিত বা একত্রিত হতে পারি।

আমার জীবনে ইস্টার সানডে: আমার বর্তমান বয়স ৭৭ বৎসর। এ সময়কালকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করে সহভাগিতা করতে চাই। সেগুলো হলো শিশুকাল, মধ্যকাল এবং শেষকাল। উল্লেখিত প্রথম দুইটি কাল শেষ করেছি এবং এখন শেষকালে রয়েছি। উক্ত কালগুলোতে কি করলাম, কি দেখলাম, কি খেতাম, কি অবলোকন করলাম বিশেষ করে প্রতিবছর প্রায়শ্চিত্তকালীন সময়ে ও ইস্টার সানডেতে; তা এখন খুব বেশি মনে পরে।

শিশুকাল: জন্মের পর থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি শিশুকাল ধরলাম। উক্ত কালে সেরকম কিছু বোঝার শক্তির অভাব থাকার কারণে অনেক কিছু স্পষ্ট করে মনে করতে পারিনা। তবে এইটুকু মনে আছে যে, সে সময় স্কুলের সিস্টার বা দিদিমনিরা আমাদেরকে যিশুর যাতনাভোগ ও ইস্টার সম্বন্ধে ধারণা দিতেন। বাবা মার হাত ধরে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার গির্জায় উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম কিন্তু বুঝতে ও উপলব্ধি করতে কষ্ট হতো। ইস্টার সানডের দিন গির্জা থেকে এসে অনেক আনন্দ করে ইস্টারের খাবার খেতাম। পানিতে ভেজানো মুড়ির মধ্যে কলা, গুড় ও টক দই মিলিয়ে খাবার পরিবেশন করা হতো। যারা

(বাকি অংশ ১৫ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

“হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন”

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের ঘটনা হলো যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান। খ্রিস্ট যিশুর এই পুনরুত্থান আমাদের জীবনের মূলভিত্তি ও চালিকাশক্তি। কেননা খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস, খ্রিস্টতত্ত্ব কেন্দ্রিক। যিশু খ্রিস্ট আমাদের পরিত্রাণ ও নতুন জীবন দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন।

ইংরেজি “Resurrection” শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পুনরুত্থান। “Resurrection” শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ “Resurgere” শব্দ থেকে। যার অর্থ “To rise again” অর্থাৎ ‘পুনরায় জেগে ওঠা বা পুনরায় উত্থান’। পুনরুত্থান শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে; পুনঃ+উত্থান=পুনরুত্থান। আবার পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো: জেগে ওঠা, উত্থিত হওয়া, তমসাকে জয় করা, সজীব হওয়া, সতেজ হওয়া, জীবনকে ফিরে পাওয়া ও রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। সাধারণত পুনরুত্থান শব্দের দ্বারা মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থান বা শরীরের পুনরুত্থানকে বোঝায়। সারা পৃথিবীতে একমাত্র খ্রিস্ট যিশুই মৃত্যুর পরে স্বগৌরবে পুনরুত্থান করে স্বশরীরে স্বর্গে আরোহণ করেছেন। আর এই জন্যই “Resurrection” বা পুনরুত্থান বলতে খ্রিস্টের পুনরুত্থানকেই বোঝায়। কারণ খ্রিস্টের পুনরুত্থান ব্যতিক্রমী কিন্তু বাস্তব ও সত্য ঘটনা।

খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন করার জন্য আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করতে হয়। রূপান্তরিত করতে হয় আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে। আর এই সবকিছুর জন্য মাতা মণ্ডলী আমাদের প্রস্তুতিকাল রূপে তপস্যাকাল দিয়েছে। এই তপস্যাকাল আমাদেরকে সাহায্য করে উপবাস, প্রার্থনা ও ভিক্ষাদানের মাধ্যমে অন্তর আত্মাকে নবীন করে সাজাতে। তাই তো তপস্যাকালকে বলা হয় আত্মার বসন্তকাল। তপস্যাকাল আমাদের সাহায্য করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করতে, সর্বপরি আত্মাকে নবায়ন করতে। জীবনের এই গতিশীলতার পথে তপস্যাকাল আমাদের সাহায্য করে একটু থামতে, নিরবতা, প্রার্থনা ও উপবাস করার মাধ্যমে আত্মাকে সজীব ও সতেজ করে তুলতে। আর এরই মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের স্বাদ লাভ করতে পারি।

খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান কোনো ভিত্তিহীন ঘটনা নয়। কারণ খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান হলো পৃথিবীর এক অনন্য, চিরন্তন সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিশুর জীবনের ঘটনা, তাঁর প্রচার ও অলৌকিক কর্ম, তাঁর জীবন-যাত্রা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করেছে। আমরা খ্রিস্ট

বিশ্বাসীগণ মৃত্যুতে নয় পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। আমাদের এই জীবনের উৎস ও ভিত্তি হলো যিশুর পুনরুত্থান। আবার পুনরুত্থানের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস। আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর আমরা এই পুনরুত্থানের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে থাকি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে। যেহেতু শাস্ত্রবাণী খণ্ডন করা যায় না তাহলে আমাদের বিশ্বাসও অখণ্ডন ও সুদৃঢ়।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পুনরুত্থান সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু পাওয়া না গেলেও শরীরের পুনরুত্থানের বিষয়ে প্রবক্তা দানিয়েল ও ইসাইয়ার গ্রন্থে এমনকি সামসঙ্গীতেও উল্লেখ রয়েছে। প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থে আছে, “ধূলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে”..... *(দানিয়েল ১২:২)* প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন, “কিন্তু তোমরা মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে.... তাদের মৃত দেহ পুনরুত্থিত হবে *(ইসাইয়া ২৬:১৯)*।” অন্যদিকে সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে, “অবশ্যই পরমেশ্বর তোমার প্রাণকে মুক্তি দেবেন। হ্যাঁ, তিনি নিজেই পাতালের হাত থেকে আমাকে তুলে আনবেন *(সাম ৪৯:১৬)*।” প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি প্রাবক্তিক উক্তি-“এই তো সেই দিন, ভগবানের বিরচিত সেই দিন, এই দিনে এসো আনন্দ করি এসো উল্লাস করি *(সাম ১১৮:২৪)*।” তাহলে পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাগণের বাণী ও সামসঙ্গীত লেখকগণের ভাষায় পুনরুত্থান লাভের কথা স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পুনরুত্থানের বিবরণ নতুন নিয়মের লেখকগণ তা খ্রিস্টে পুনরুত্থানের প্রমাণ দিয়ে আরো দৃঢ় ও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে ছয়টি স্থানে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিবরণ পাওয়া যায়: চারটি মঙ্গলসমাচার ছাড়াও শিষ্যচরিতে *(১:৩;১০:৪১)* এবং সাধু পলের পত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধু মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান: সাধু মথি যিশুর পুনরুত্থানকে দেখিয়েছেন মানব ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সূচনারূপে। এই মঙ্গলসমাচারে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর মৃত্যু ও সমাধিদানের পর তাঁর সমাধিতে পাথর, সিলমোহর ও প্রহরী মোতায়নের কথা উল্লেখ রয়েছে *(মথি ২৭:৬৬)*। কারণ যিশু নিজেই বলেছেন, “তিনদিন পর আমি পুনরুত্থান করবো *(মথি ২৭:৬৩)*।” অন্যদিকে রবিবার দিন ভোরে মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া যিশুর সমাধিস্থানে এসে এক স্বর্গদূতের দর্শন পান। এই স্বর্গদূতই তাদের অভয় দিয়ে বলেন, “তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন *(মথি ২৮:৭)*।” আর এ আনন্দ সংবাদ যিশুর শিষ্যদের জানাতে যাবার সময়, পথেই স্বয়ং পুনরুত্থিত যিশুকে তারা দেখতে পান।

সাধু মার্ক রচিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান: সাধু মার্ক তার মঙ্গলসমাচারে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মঙ্গলসমাচারে তিনটি পর্যায়ে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ক্রুশের নিচে নারীগণ *(মার্ক ১৫:৪০-৪১);*

সমাধিক্ষেত্রে নারীগণ *(মার্ক ১৫:৪২-৪৭);* শূন্য সমাধি ও স্বর্গদূতদের দর্শন লাভ *(মার্ক ১৬:১৮)*। মাগদালার মারীয়া যখন যিশুর দর্শনদানের কথা শিষ্যদের বললেন তারা বিশ্বাস করেন নি। তাই যিশু এবার এগারো জনকে দেখা দিলেন এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিরস্কার করলেন। যিশু তাদের বললেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার।" সাধু মার্ক তাঁর মঙ্গলসমাচারে দেখিয়েছেন খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী ও দর্শনলাভে নারীদের ভূমিকা, প্রথমে শিষ্যদের অবিশ্বাস এবং পরে স্বচক্ষে পুনরুত্থিত যিশুকে দেখে বিশ্বাস স্থাপন। আর এইভাবে তিনি মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাধু লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান: সাধু লুক তার মঙ্গলসমাচারে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বিবরণ তুলে ধরেছেন চারটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রথমত, সমাধিতে নারীগণ *(লুক ২৪:১-১১);* দ্বিতীয়ত, শূন্য সমাধিতে পিতর *(লুক ২৪:১২);* তৃতীয়ত, এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যকে দর্শনদান *(লুক ২৪:১৩-৩৫)* এবং সমবেত এগারোজন শিষ্যের কাছে যিশুর দর্শনদান *(লুক ২৪:৩৬-৪৩)*। তিনি তাঁর এই মঙ্গলসমাচারে শিষ্যদের অবিশ্বাস থেকে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন দানের মাধ্যমে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের ঘটনাগুলি ধাপে ধাপে তুলে ধরেছেন।

পুনরুত্থিত যিশু: যিশুকে কেন্দ্র করে শিষ্যদের মনে উজ্জ্বল প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে তাঁরা হয়ে পড়েছিল শোকার্ত ও নিরাশ। দুজন শিষ্য যখন জেরুসালেম থেকে বারো কিলোমিটার দূরে এম্মাউস নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে পুনরুত্থিত যিশু নিজেই হঠাৎ পেছন থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। তবে তাঁদের চোখ তাঁকে চিনতে পারল না। কিন্তু সন্ধ্যা সময় যিশু যখন সেই দু'জন শিষ্যের সাথে খেতে বসে রুটি হাতে নিয়ে পরমেশ্বরকে স্তুতি ধন্যবাদ জানালেন এবং রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো করে তাঁদের হাতে দিলেন। তখন তাঁদের দৃষ্টি যেন খুলে গেল: তাঁরা এতক্ষণে তাকে চিনতে পারলেন। তাঁরা জেরুসালেমে ফিরে এসে যিশুর সেই এগারোজন প্রেরিতদূত ও তাঁদের সঙ্গীদের বললেন, "হ্যাঁ, কথাটি সত্য! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন *(লূক ২৪:৩৪)*।"

যিশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি বা অভাবটা দেখা দেয়, যার ফলে তারা তাকে চিনতে পারে নি। অনেক সময় আমাদেরও বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। আমরা জাগতিক কামনা- বাসনায় ও মোহতে এমনভাবে ডুবে থাকি যে আমরা পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমাদের অন্তরদৃষ্টি তখন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা অন্ধত্বের স্বাদ গ্রহণ করি। এর ফলে আমরা ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আর তখনই আমাদের জীবনে শুরু হয় ছন্দপতন। আমরা শুকিয়ে যাই। আর এর জন্য প্রয়োজন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করা। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীরূপে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিই হলো যিশুর পুনরুত্থান। তাই আমরা যখন পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তখন আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। আমরা নবদৃষ্টি লাভ করি। আমাদের দেহ-মন ও আত্মায় বসন্তকাল শুরু হয়। আমরা খ্রিস্ট কেন্দ্রিক জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করি। আমরা তখন খ্রিস্টকে সত্যিকারভাবে চিনতে পারি। সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের জীবন দ্বারা প্রমাণ করতে পারি যে, "হ্যাঁ, খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন"। কারণ আমরা যা বিশ্বাস করি সেই অনুসারে কাজ করি।

সাধু যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশুর পুনরুত্থান: সাধু যোহন একজন মরমী ধরনের লেখক ছিলেন। তাঁর মঙ্গলসমাচার অন্যান্য মঙ্গলসমাচারের রচনাশৈলী ও অর্থের দিক থেকে ব্যতিক্রম। এই মঙ্গলসমাচারে, যিশু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন *(যোহন ১১:২৫)*।" অন্যদিকে সাধু যোহন উল্লেখ করেছেন যে খ্রিস্ট যিশু পুনরুত্থানের পর রবিবার দিন সকালে মাগদালার মারীয়াকে দেখা দিলেন *(যোহন ২০:১-১৮)*। যিশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যরা একটি ঘরে সমবেতভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁরা ধ্যান-প্রার্থনায় সময় কাটাতেন। হঠাৎ একদিন দরজা বন্ধ ঘরে যিশু এসে তাদের বললেন,"তোমাদের শান্তি হোক *(যোহন২০:১৯)*।" এভাবে তাদের তিনি শান্তির আশীষ বর্ষণ করেন। কিন্তু সেদিন বারো জনের অন্যতম টমাস তিনি তখন তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যরা যখন তাকে বললো যে তাঁরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করলেন না। তিনি যিশুকে স্পর্শ করে দেখতে চান। ঠিক এর আটদিন পর টমাসসহ সমবেত সকল শিষ্যদের যিশু দেখা দিয়ে বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" তিনি টমাসকে বললেন, "তোমার আঙ্গুলটা এখানে বাড়িয়ে দাও, আমার হাত দু'টো ছুঁয়ে দেখ! আমার বুকের পাশটিতে হাত দাও! আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসী হও!" টমাস তখন পুনরুত্থিত যিশুকে বলে উঠলেন, "প্রভু আমার! ঈশ্বর আমার! *(যোহন ২০:২৭-২৮)*"।

খ্রিস্ট যিশুকে শুধু বিশ্বাসের চোখ দিয়েই সত্যিকারভাবে চেনা যায়। তাহলে আমি আপনি কতটুকু বিশ্বাস করি যে খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন? আমরা কি না দেখে যিশুকে বলতে পারব না যে "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" অবশ্যই পারব কারণ যিশু প্রতিদিন আমাদের কাছে আসেন। আমাদেরকে স্পর্শ করতে বলেন। যিশু নাম ধরে বলেন, আর অবিশ্বাসী থেকো না বিশ্বাসী হও। কিন্তু আমরা জগৎবাসী ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অর্থাৎ জাগতিক সুখ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমরা প্রমাণ ছাড়া এখন কিছুই বিশ্বাস করি না। তাই যিশু আমাদেরকে বলছেন, "যারা না দেখেও বিশ্বাস করে ধন্য তারা" *(যোহন ২০:২৯)*। খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে সুগভীর ও সুদৃঢ় করে আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়। তাই আমাদের বিশ্বাসের নবায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেহ-মন-আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে পারি।

পুনরুত্থানের শক্তি হচ্ছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হওয়া এবং অন্তর-আত্মায় অধিক পরিমার্জিত হওয়া। কেননা যিশু হচ্ছেন সেই খ্রিস্ট যিনি ছিলেন, যিনি আছেন; তিনিই আদি এবং অন্ত; তিনিই সূচনা ও সমাপ্তি। তাঁরই উপর বিশ্বাসের গুণে তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন। আর এর ফলে আমাদের বিশ্বাস কখনও পুরাতন হয় না এবং মৃত্যুকে ভয় করি না। কারণ যিশুর পুনরুত্থান উৎসব হলো মৃত্যুকে জয় করে নব জীবন লাভ করার উৎসব। একমাত্র বিশ্বাসের গুণেই বলতে পারি যে, খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানই আমাদের নব জীবন। খ্রিস্ট জীবিত আছেন বলেই আমরা জীবন পাই। আর আমরা বিশ্বাস করি খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই জগতের পরিত্রাণ সাধিত হয়েছে। পুনরুত্থানের প্রাচীনতম সাক্ষী হচ্ছেন সাধু পল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিবরণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পত্রগুলো অন্যান্য মঙ্গলসমাচারের চেয়ে কমপক্ষে দশ বছর আগে লিখিত। তিনি বিশ্বাসের ভিত্তি ও পরিত্রাণের উৎস সুদৃঢ় করার প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণী প্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন *(১ করি: ১৫:১৪)*।" খ্রিস্টের পুনরুত্থান একাধারে মৃত্যুর উপর তাঁর বিজয় নিশ্চিত করে তাঁকে স্বর্গ ও পৃথিবীর পূর্ণ অধিকর্তা আবার অন্যদিকে আমাদের নিজ নিজ জীবনে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতিও

প্রদান করে। আমরাও খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে এই আশায় জাগ্রত হই যে, আমরাও একদিন পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গরাজ্যে খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হব। খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যু যেমন তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকাশ, তেমনি খ্রিস্টের পুনরুত্থানও তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। তাই আমরা আমাদের বিশ্বাসের জীবনকে সজীব ও সতেজ রাখতে সর্বদাই যেন খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকি।

খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের ফলেই আমরা খ্রিস্টান। খ্রিস্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন তার বড় প্রমাণ হলো বিশ্বাসীভক্তের খ্রিস্টীয় আচরণ ও জীবন-যাপন। কেননা শান্তি-আনন্দে জীবন যাপন করাই আমাদের পুনরুত্থান। পবিত্র বাইবেলে রয়েছে "তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর যা রয়েছে উর্ধ্বলোকে। তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থাকুক ওই উর্ধ্বলোকের চিন্তায়। যা কিছু এই মর্ত্যলোকের, তার চিন্তায় নয় *(কলসীয় ৩:১)*।" যখন আমরা আমাদের জীবনদাতা ও ত্রাণদাতা যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তখন আমরা জাগতিক সকল মন্দ প্রলোভন জয় করতে পারি। আমরা হয়ে উঠি জীবন্ত ও সতেজ। তাই পুনরুত্থান উৎসব আমাদের জেগে উঠতে সাহায্য করে। কারণ খ্রিস্টীয় জীবন নেতিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জীবন নয়। তাই যিশু খ্রিস্টের এই পুনরুত্থান উৎসবে আমাদের কামনা হোক মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সাথে "কবর থেকে উঠে" পুনরুত্থিত জীবন শুরু করা।

পরিশেষে একথা বলা যায়, যিশুর পুনরুত্থান শুধুমাত্র একটি দিন পালনই নয়। এটি আমাদের অন্তর আত্মার পুনরুত্থান। অন্তরের জাগরণ। আর যখন আমরা জেগে উঠি তখন আমাদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও আশা নবায়ন করতে পারি। কেননা যিশুর পুনরুত্থান হল ঘৃণার উপর ভালোবাসার সর্বোচ্চ বিজয়; পাপের উপর দয়ার; মন্দের উপর মঙ্গলময়তা; মিথ্যার উপর সত্যের ও মৃত্যুর উপর জীবনের বিজয়। তাই এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে খ্রিস্টের গৌরবময় উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। এর ফলে আমাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবন যাপন খ্রিস্টকেন্দ্রিক হয়ে উঠে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা বাইবেল- খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো. ইস. জে.

২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা: ১৩ ও ১৫, ২০১৭, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ।

৩. উপদেশসমূহ, ২০২১ ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

(১২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

অতি দরিদ্র, অবহেলিত, তাদের পক্ষে এই তিনটি আইটেম জোগাড় করে খাওয়া খুবই দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

মধ্যকাল: এই কালে যা করলাম, দেখলাম ও অবলোকন করলাম তার প্রায় সবগুলি মনে আছে। পড়ন্ত বয়সে এসে এখন বলতে পারি যে এই মধ্যকাল হলো জীবনের সবচাইতে উৎকৃষ্ট সময়। তাই উক্ত কালে যা দেখেছি তা নিয়ে একটু হালকা ধারণা দিতে চাই। উক্ত কালে নিজে উপার্জন করতে শিখেছি অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা শিশুকালের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে এবং স্মরণশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ কালের অনেক কিছু বর্ণনা করা যেতে পারে। কি করে এই কালে ইস্টার সানডে পালন করতাম তার একটি ক্ষুদ্র বর্ণনা এ রকম। শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা এই সময়ে একসাথে চলে। আবার অনেকের বেলায় বিভিন্ন কারণে তা নাও হতে পারে। আনন্দে আনন্দে ভরপুর এই জীবনের কথা বা ইতিহাস সত্যিকার ভাবে মনোমুগ্ধকর। তাই ইস্টার এর সময় কি করতাম তা স্পষ্ট ভাবে মনে রয়েছে। শিশুকালে পর্বীয় খাদ্য যা খেয়েছি তার বেশ পরিবর্তন দেখলাম পরবর্তীকালে। গির্জার উপাসনায় যোগ হলো আকর্ষণীয় গান বাজনা। পরিবেশনায় আসলো নতুনত্ব, যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর করল। খাবারের ধরন পাল্টালো। যোগ হলো মাংস ভাত, পোলাও ভাত, বিরিয়ানি, মুড়ি, দই, জিলাপি, আমিত্তি, রসগোল্লাসহ আরো বহু রকম মিষ্টি বা মিষ্টান্ন। আর্থিক উন্নয়নের কারণে আতিথেয়তার পরিধি অনেক গুণে বেড়ে গেল।

শেষ কাল: উল্লেখিত ৭৭ বৎসর বয়সের মধ্যে ২০ বছর হয়ে গেল আমেরিকায় বসবাস করছি। তাই বাংলাদেশ ও আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী দিকগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। বর্তমানে ঘরে বসে বসে ফেসবুকে অথবা বিভিন্ন মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সবই দেখা যায়। সুতরাং বর্তমানের কথা বেশি বলা ঠিক হবে না। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় দিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক গুলোতে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাই ধর্মীয় উৎসব পালনে আমেরিকার সাথে খুব একটা ব্যতিক্রম লক্ষণীয় নয়। ধর্মীয় অবস্থা, ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেক উন্নত হয়েছে। শেষকালে সেই কথাটি বলে যেতে চাই যে যিশু খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে আরো আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে তুলুক; যাতে করে আমরা আলোর পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি। জীবন শেষে স্বর্গে গিয়ে আমরা যেন আমাদের আশা ও আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করতে পারি। ❐

সোনাবাজু গির্জার প্রতিপালিকা
ফাতিমা রাণীর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ মঙ্গলবার সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা **পর্বকর্তা হতে আগ্রহী** তাদের জন্যে **শুভেচ্ছা দান ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র** ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। ফাতিমা রাণী আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার টমাস কোড়াইয়া
মোবাইল: ০১৭০৫-৩০৯৬৮৪
পাল-পুরোহিত এবং খ্রিস্টভক্তগণ

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ
৪ মে - ১২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
১৩ মে, বুধবার ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিজ্ঞ/৭৮/২৬

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ও মানবতা

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

মাদার তেরেসা বলেছেন, "মানবতার ধর্ম হলো ভালোবাসা ও দরিদ্রের কথা"। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট হলেন মানবতার মহানায়ক। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা মহাপুরুষ আসেননি, যিনি যিশুর মতন মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য কাজ করেছেন এবং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। খ্রিস্ট মানবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা, নবী বা মহাপুরুষ। যিনি ঈশ্বরর পুত্র হয়েও এ জগতে মানুষরুপে এসেছিলেন কল্যাণের জন্য ও পাপময় জীবনে থেকে মানব জাতিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। তিনি মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করছেন, শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে মুক্ত করেছেন, যার যা প্রয়োজন ছিল, তা দিয়েছেন। আমাদের জন্যই তিনি অপমান, নির্যাতন, নীরবে সহ্য করেছেন। তিনি অন্যায়-অপরাধ না করেও মানবের মুক্তির জন্য লজ্জাজনক মৃত্যুকে বরণ করেছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যু পূর্বে বলেছিলেন, "পিতা এদের ক্ষমা করো, ওরা কী করছে,ওরা তা জানে না" *(লুক ২৩:৩৪)*। যিশুর এই ক্ষমার বাণী মানবতার দৃষ্টান্ত।

মানবতা হলো মানুষের অবস্থা থেকে প্রাপ্ত পরার্থপর নৈতিকতার সাথে যুক্ত একটি গুণ। এটি হচ্ছে অপরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার এবং সহানুভূতির নিদর্শন। মানবতার মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষ অন্তর্ভূক্ত। এটি সেই গুণাবলীর জন্য একটি শব্দ যা আমাদের মানুষ করে তোলে, যেমন ভালোবাসা এবং করুণা দেখানোর ক্ষমতা, সৃজনশীল হওয়া। মানবতা একটি বিশেষ গুণ। এই গুণটি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মধ্যে যেভাবে দেখা যায় তা অন্য কোন মানুষ, দেবতা বা মহাপুরুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। মানবতা মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে সংজ্ঞায়িত করে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এটি হলো অন্যদের প্রতি দয়ালু, করুণাময় এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার বিশেষ গুণ। মানবতা ছাড়া পৃথিবী নিষ্ঠুরতা, অবিচার এবং স্বার্থপরতায় ভরে যাবে। মানবতার সুন্দর দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে অভাবীদের সাহায্য করা, দরদী হওয়া, মানুষের পাশে থাকা, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া, মূল্য দেওয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা,সেবা করা, ইত্যাদি। এই সকল গুণাবলী পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই গুণাবলীগুলো খ্রিস্টকে মহামানবতায় ভূষিত করেছে।

০১। মানব দরদী পুনরুত্থিত খ্রিস্ট: ভূপেন হাজারিকা গানে বলেছেন, "মানুষ মানুষের জন্য; জীবন জীবনের জন্য"। খ্রিস্ট এ পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের জন্য। তিনি যেখানে গিয়েছেন ও যা কিছু করেছেন তা সবই ছিলেন মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্য। তিনি সবসময় মানুষদের দুঃখ, অন্যায়, অপমান বা লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কানানগরে বিয়ের বাড়ির কর্তার মান-সম্মান ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য "জলকে দ্রাক্ষারসে পরিবর্তন করেছেন" এবং তাকে সমাজের সবার সামনে অপমানিত হতে দেননি বরং রক্ষা করেছেন। এভাবে যিশু মানুষের বিপদে পাশে থেকে সামাজিক মর্যাদা বা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

০২। নম্রতার আদর্শ পুনরুত্থিত খ্রিস্ট: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, তাকে বরং চলতে হবে কনিষ্ঠেরই মতো; আর যে তোমাদের নায়ক, তাকে চলতে হবে সেবকেরই মতো" *(লুক ১০:২৬)*। নম্রতা ও মানবতার আদর্শ হলেন পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। তিনি কখনই নিজেকে বড় মনে করেননি বা সমাজে উচ্চ আসনে বা স্থানে বসেন নি। খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র ও মানব জাতির পরিত্রাতা হয়েও সবার সাথে সরল, সাধারণ ও নম্রভাবে চলেছেন, কাজ করেছেন ও জীবনযাপন করেছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আরো বলেছেন, "বল তো, কে বড় যে খাবার আসনে বসে থাকে , বা যে তার সেবাযত্ন করে? যে খাবার আসনে বসে থাকে, সেই তো বড়, নয় কি? অথচ, আমি কিন্তু তোমাদের মধ্যে রয়েছি একজন সেবকেরই মতো" *(লুক ১০:২৭)*। খ্রিস্টের কথার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় যে, তিনি ছিলেন একজন মানবতার মানুষ।

০৩। শান্তিরাজ পুনরুত্থিত খ্রিস্ট: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট কখনও সমাজের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেননি বরং যার যার প্রাপ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আইনের প্রতি সম্মান রেখে কাজ ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তাহলে যা সীজারের, তা সীজারকেই দাও; আর যা ঈশ্বরের,তা ঈশ্বরকেই দাও" *(লুক ২০:২৫)*।

০৪। পুনরুত্থিত যিশু শুধু খ্রিস্টানদের জন্য নয়: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট জাতি, ধর্ম-বর্ণ সবার মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। যিশু ইহুদী হয়েও সামারীয়দের সাথে মিশে ও কাজ করে তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক বন্ধন থেকে দূর করে তাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। সামারীয় মেয়েটি তাঁকে বললেন, "সে কী! আপনি তো ইহুদী আর আমি সামারীয়; আপনি কী করেই বা আমার কাছে জল চাইছেন" *(লুক ৪:১০)*। এভাবে যিশু সমাজের অমিল, অন্ধপ্রথা বা কুসংস্কার পরিবর্তন বা ভেঙ্গে দিয়ে নিজেকে প্রবক্তা ও ত্রাণকর্তা রূপে প্রমাণ করতে পেরেছেন। মেয়েটি তখন বললেন "প্রভু, আমি বুঝতেই পারছি, আপনি একজন প্রবক্তা" *(লুক ৪: ১৯)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের এ ধরনের কাজ ও মনোভাব মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি শুধু নিজের জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন।

০৫। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট সকলের: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট এসেছেন সকল শ্রেণির মানুষের জন্য। তিনি সকল ধর্মের মানুষের কাছে বাণী প্রচার করেছেন ও মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন, "তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই" *(মথি ৪: ১৭)*। যিশু কোন নিদিষ্ট মানুষ বা গোষ্ঠিকে শিক্ষা দেন নি বা আহ্বান জানান নি। তিনি সার্বজনীন বা সকল মানুষের জন্য কাজ করেছেন,বাণী প্রচার করেছেন ও তাদের শিক্ষা বা উপদেশ দিয়েছেন।

০৬। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ক্ষমা সবার জন্য: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ক্ষমা দানের মহান দেবতা। বর্তমানে ক্ষমা করা বড় কঠিন। কিন্তু খ্রিস্ট প্রভু ক্ষমা করে ও ক্ষমার বাণী দিয়ে যে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার নজির নাই। তিনি বলেছেন, "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তর গুণ সাত বার ক্ষমা করবে" *(মথি ১৮:২২)*।

(বাকি অংশ ২৩ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

পুনরুত্থান পার্বণ

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

সারা পৃথিবীর খ্রিস্টানদের জন্য সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো "বড়দিন"। তবে উদ্‌যাপনের দিক থেকে বড়দিনকে সবচেয়ে বড় উপলক্ষ্য মনে হলেও তাৎপর্য বা অর্থের গভীরতা খ্রিস্টীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হলো প্রভু যিশুর 'পুনরুত্থান পার্বণ'। কারণ এদিন খ্রিস্টভক্তগণ মৃত্যুর উপরে যিশুর বিজয় উৎসব মহাধুমধামের সাথে পালন করে থাকে। অর্থাৎ পুরাতন জীবনের অবসান ও নতুন জীবনের শুরু। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর এই দিনে আবার পৃথিবীতে ফিরেও এসেছিলেন। এই মহাপর্বের বা উৎসবের নাম পাস্কা বা ইস্টার। যিশুর পুনরুত্থানে মানুষের জীবনে উষার আলোর উদয় হয়েছে।

খ্রিস্টানদের জন্য পুনরুত্থান পার্বণটি ধর্মীয় পর্বগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পুনরুত্থান পর্ব পালনের আগে চল্লিশ দিন ধরে চলে প্রার্থনা ও বাৎসরিক উপবাস পালনের মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল; যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকজন খ্রিস্টান আত্ম শুদ্ধি লাভ করে থাকে। এটি শুরু হয় ভস্ম বুধবার থেকে এবং শেষ হয় পুণ্য শনিবারে নিস্তার জাগরণী উপাসনার মধ্য দিয়ে। পাস্কা পর্বের পুরো সপ্তাহটাকে বলা হয় পুণ্য সপ্তাহ। তালপত্র রোববার পালনের মধ্য দিয়ে পুণ্য সপ্তাহ শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে এবং পুণ্য শনিবার পালনের সঙ্গে সঙ্গে আসে ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান রবিবার। পুণ্য বৃহস্পতিবার যাজকদের জন্য যাজক দিবসও। অভিষেকের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকজন যাজকের মুখে ঐশ বাণী রাখা হয় যেন তারা যাজক হিসাবে যখন উপদেশ দেয়, কথা বলে, প্রচার করে, শিক্ষা দেয়, পরামর্শ দেয় তাদের কণ্ঠে বিশ্বাসীগণ যেন ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পায়। পুণ্য বৃহস্পতিবারের সান্ধ্যভোজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনদিনের পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রবেশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় মুক্তি রহস্য। এই পবিত্র দিবসত্রয়ের সবকিছুই মুক্তিকে ঘিরে।

প্রাচীন এই অনুষ্ঠানটির লিখিত আকারে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিতীয় শতকে। তবে এ কথা সত্য যে তারও আগেই যিশুর পুনরুত্থানের স্মরণে অনুষ্ঠান বা উৎসব উদ্‌যাপন করা শুরু হয়েছিল। ইংরেজীতে এই পর্বটিকে 'ইস্টার সানডে' নামে ডাকা হয়। জার্মান ভাষায় এর নাম 'ওস্টার'। ইংরেজী ইস্টার শব্দের অর্থ হলো 'উষা' বা 'সকাল'। খ্রিস্ট ধর্ম মতে যিশুর পুনরুত্থান হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য এক নতুন

দিনের সূচনা। অর্থাৎ প্রভাতের সূর্যোদয়। লাতিন ও গ্রিক ভাষায় 'পাসকা' বা 'পাসখা' নামে ডাকা হতো। ফরাসি ভাষায় এটিকে বলে 'পাক' এবং স্পেনীয় ভাষায় 'পাস্কুয়া'। এটিকে পাসওভার পর্ব নামেও অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ পার হয়ে যাওয়া। কেননা যিশুর পুনরুত্থানের কারণে মানবজাতি পাপ থেকে পুণ্যের জগতে পার হয়েছে।

রবিবার দিন পর্বটি উদ্‌যাপিত হয় বলে এটিকে পাস্কা রোববারও বলে। কিন্তু ঠিক কোন রবিবার এটি অনুষ্ঠিত হওয়া সঠিক বলে মনে করা হবে সে বিষয়ে খ্রিস্টীয় বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে কিছু ভিন্নতা আছে। এ নিয়ে এখনো ঐক্যমতে পৌঁছা যায়নি। পশ্চিমা মণ্ডলীগুলিতে পুনরুত্থান পার্বণ মোটামুটি ২১ মার্চের পরের প্রথম বাসন্তী পূর্ণিমাকে অনুসরণ করে প্রথম রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। তাই দেখা যায়, পশ্চিমা খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর জন্য পুনরুত্থান পার্বণটি সবচেয়ে আগে সম্ভাব্য তারিখ হলো ২২ মার্চ এবং সবচেয়ে দেরিতে অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখটি হলো ২৫ এপ্রিল। আর প্রথা অনুসারে প্রাচ্য মণ্ডলীতে পুনরুত্থান পার্বণটি ৪ এপ্রিল থেকে ৮ মে তারিখের মধ্যবর্তী কোন এক রবিবারে উদ্‌যাপন করা হয়। সাধারণত পশ্চিমা পার্বণের এক সপ্তাহ বা তারও পরে পালন করা হয়। আবার কোন কোন সময়ে কাকতালীয়ভাবে পশ্চিমা ও প্রাচ্য মণ্ডলীতে পার্বণগুলি একই তারিখে পড়তে পারে।

পুনরুত্থান পার্বণটি ভাবগম্ভীরভাবে ধর্মীয় উপাসনালয়ে উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হলেও এর সাথে যুক্ত আছে বাসন্তী উৎসবের অনেক রীতিনীতি ও উপাদান। পাশ্চাত্যের শিশুরা এমন কি অন্যরাও রঙিন ও নকসা করা ডিম একে অপরকে উপহার দেয়। এটি হলো নতুন জীবনের প্রতীক। বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙে ডিম রং করে সকলেই প্রচুর আনন্দ পায়। পার্বণের দিন বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়। যেমন– দই, চিড়া, মুড়ি, খই, মিষ্টি, পোলাও মাংস ও কলা সহ বিভিন্ন ধরণের ফলমূল। সবাই নতুন পোশাক পরিধান করে গির্জায় যায় এবং প্রার্থনা করে। একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়। এবং বাড়ীতে এসে বড়দের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। শনিবার থেকেই এই নবজীবনের মহোৎসব শুরু হয়। সবাই মেতে উঠে পুনরুত্থানের আনন্দে। জ্বালানো হয় এক বিরাট আকারের পুনরুত্থান মোমবাতি। গির্জায়ও প্রচুর মোমবাতি জ্বালানো হয়।

পুনরুত্থান পার্বণ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং ভালবাসা, আশীর্বাদ ও নতুন শুরুর এক বার্তা। এই উৎসবের সাথে জড়িত আছে অনেক বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য। তাই খ্রিস্টানদের জন্য এটি খুবই বিশেষ। এই উৎসবকে প্রভু যিশুর দ্বিতীয় আগমনের সাথেও যুক্ত করা হয়।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তিই হলো প্রভু যিশুর পুনরুত্থান। এবারের পুনরুত্থান পার্বণ সবাইকে নতুনভাবে জীবন শুরু করার প্রেরণা দান করুক। কারণ পুনরুত্থান হলো নব জীবনে প্রবেশ করার ও পিতার রাজ্য স্থাপন করার সুবর্ণ সুযোগ। ❐

গালীলের মহিলারা কখনও যিশুর পাশ ছেড়ে যাননি

ডেভিড স্বপন রোজারিও

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে, ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি) এর নেতৃত্বে, আমরা ৫৪ জন তীর্থযাত্রী পবিত্র জেরুশালেম ভ্রমণ করেছিলাম। এটা ছিলো আমাদের সারাজীবনের এক অবিশ্বাস্য "স্বপ্নপূরণ"। অনেক মানুষের জীবনে একবারই এ সুযোগ আসে। ইতিপূর্বে আমার লেখা বই, "পবিত্র জেরুশালেম প্রভু যিশুর পাদপীঠ" বইটিতে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছিলাম। এ ভ্রমণ আজীবন আমাদের স্মৃতিতে জাগরুক হয়ে থাকবে।

সে যাহোক, প্রায় দু'হাজারের অধিক বছর পূর্বে, প্রভু যিশু যে পথ বেয়ে ভারি ক্রুশ বহন করে গলগাথা পর্বতের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই একই স্থানে "জীবন্ত ক্রুশের পথে" অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। পিলাতের আদালত চত্বরের বাইরে থেকে আমাদের ক্রুশের পথ শুরু হবে। এখানে কাঠের ক্রুশ ভাড়া পাওয়া যায়। এখান থেকে সমাধি গির্জাটির দূরত্ব প্রায় ৬০০ মিটার। সমতল থেকে পাথুরে রাস্তাটি ক্রমান্বয়ে প্রাচীরের বাইরে 'গলগাথা' নামক পর্বতের দিকে উঠে গেছে। পথটি খুব বেশি চওড়া নয়। চারিদিকে বাড়ি ঘর, দোকান পাট, আগেও যেমনটি ছিলো, ঠিক আজও তেমনি আছে।

এ প্রাচীন পথে ইতিহাসের নানা জানা-অজানা, দুঃখ বেদনার কথা ফিসফিস করে বলে। মনে হয় কান পাতলেই সে সব কথা শোনা যাবে। যেই মুহূর্তে থেকে পিলাত, যিশুকে ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশ দিয়ে সৈন্যগণের হাতে তুলে দিলেন, ঠিক সেইক্ষণ থেকে তাঁর মর্মান্তিক যাতনাভোগ শুরু হয়েছিল।

গালীলের মহিলাগণ (WOMEN OF GALILEE)

পবিত্র বাইবেলে আছে, "অলিভ পর্বতের দিকে যাওয়ার পথে, প্রভু যিশু শিষ্যদের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যিশু বললেন, তোমরা সবাই আমাকে ফেলে পালাবে। কারণ ঈশ্বর নবীদের মাধ্যমে আগেই জানিয়েছেন- আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে মেষেরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি জীবিত হয়ে উঠলে গালীলে যাবো আর সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে *(মার্ক ১৪:২৭-২৮ পদ)*।

বাস্তবিকই, ইতিমধ্যে তাঁর সব শিষ্যরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেলেন *(মার্ক ১৪: ৫০ পদ)*।

যখন অন্য সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা থেকে গিয়েছিল। যিশুর সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে, যখন তাঁর অনুসারীরা যিশুকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা ছিলেন, "গালীলের মহিলারা", যারা তাঁর জীবনের অংশ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন, তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের সময়।

সাধু লূক, তাঁর সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায়ে যিশুর সাথে থাকা কিছু মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। "এর পরই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের কথা ঘোষণা করতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন শিষ্য। যারা নানা রকম রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছিলেন ও অপদেবতার ভর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এমন কয়েকজন স্ত্রীলোকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন, "মেরী ম্যাগডেলিন" (এর মধ্য থেকে যিশু সাতটি অপদেবতা দূর করে দিয়েছিলেন।) রাজা হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী "জোয়ানা", "সুজানা" এবং আরও অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। তারা নিজস্ব সম্পত্তি থেকে যিশু ও তাঁর শিষ্যদের খরচ-খরচা চালানোর জন্য সাহায্য করতেন *(লূক ৮: ১-৩ পদ)*।

তাদের জীবন অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তবুও সুসমাচার লেখকরা যিশুর শেষ দিনের গল্পের জন্য তাদের এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন যে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মেরী ম্যাগডেলিন: সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন, "মেরী ম্যাগডালিন" শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, অনেকে তাকে একজন পতিতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং যিশুর পা ধোয়া নামহীন পাপী মহিলা এবং বেথানির মেরীর সাথে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। তবুও সুসমাচার গভীর পাঠে দেখা যায় যে, এই ব্যাখ্যাটিও কেবল একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। বাস্তবে, এখন এটি সর্বজনবিদিত যে, তিনজন মেরী ছিলেন।

এ বিষয় পবিত্র বাইবেল বলে, "যিশু বেথানিতে কুষ্ঠ রোগী সাইমনের বাড়ি গেলেন। যিশু যখন সেখানে খেতে বসেছেন, তখন একটি স্ত্রীলোক এক শিশি খুব দামী আতর নিয়ে এসে যিশুর মাথায় ঢেলে দিল। তাই দেখে শিষ্যরা বিরক্ত হলেন। তাঁরা বললেন অর্থের কি অপচয়! কি আশ্চর্য! এই দামি আতর বিক্রি করেওতো সেই টাকা গরীবদের দিতে পারত! যিশু তাদের মনোভাব জানতে পেরে বললেন, তোমরা ওর এই কাজের সমালোচনা করছ কেন? আমার উদ্দেশে ও' যা করেছে, তা ভালই করেছে। তোমাদের চারপাশে গরিবরা তো চিরকালই আছে, কিন্তু আমাকে চিরকাল পাবে না। সে আমার ওপর এই আতর ঢেলে দিয়ে আমার দেহ কবরে দেবার উপযুক্ত কাজই করল। তার এই কাজের জন্য লোকে চিরকাল তাকে মনে করবে। জগতের যেখানেই আমার শুভবার্তা প্রচার করা হবে, সেখানেই এই কাহিনী বলা হবে *(মথি ২৬:৬-১৩ পদ)*।

"মেরী ম্যাগডেলিন" যিনি ক্রুশবিদ্ধকরণ, যিশুর সমাধিস্থল এবং খালি সমাধিতে ছিলেন, তিনিই প্রথম পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

পবিত্র বাইবেলে আছে, "রবিবার খুব ভোরে যিশু পুনরুত্থিত হলে মেরী ম্যাগডেলিনকে প্রথমে দেখা দেন, এই মেরীর মধ্য থেকেই যিশু সাতটি অপদেবতা তাড়িয়ে ছিলেন। মেরী এসে দেখলেন যে, শিষ্যরা তখনও বসে বসে শোকে-দুঃখে চোখের জল ফেলছেন। মেরী এসে বললেন, আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি জীবিত। তাঁরা শুনলেন যে, যিশু জীবিত, তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, কিন্তু শিষ্যরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন না" *(মার্ক ১৬: ৯-১১ পদ)*। "যে মহিলারা কবরের কাছে গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, 'মেরী ম্যাগডেলিন', 'জোয়ান্না', 'জেমসের মা মেরী' ও আরো কয়েকজন" *(লূক ২৪: ১০ পদ)*।

সুসমাচারে মেরী ম্যাগডেলিনের কথা বলা হয়েছে যে, যিশু যখন ক্রুশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সাথে ছিলেন এবং তৃতীয় দিনে যিশুর দেহে সুগন্ধ তেল, মশলা নিয়ে যিশুর সমাধিতে গিয়েছিলেন এবং তিনি পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর সাথে দেখা করেছিলেন। "সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস" (St. Thomas Aquinas)" তাকে "প্রেরিতদের প্রেরিত"(Apostle to the Apostles) বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তিনিই প্রথম পাপ ও মৃত্যুর উপর যিশুর বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। "সেন্ট জন পল দ্বিতীয় (St.John Paul)" তাকে "সেই মহিলাদের মধ্যে একজন যারা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় প্রেরিতদের চেয়েও শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছিলেন, যিশুর পাশে সর্বদা ছিলেন" বলে বর্ণনা করেছেন।

জোয়ানা (JOANA): সাধু-লূক দু'বার জোয়ানার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন, হেরোদ অ্যান্টিপাসের (Herod Antipas) কর্মচারী খুজার (CHUZA) স্ত্রী, যিনি বাইবেলে একজন "টেট্রার্ক" (TETRARCH) ছিলেন, মানে একজন আঞ্চলিক শাসক বা দেওয়ান, আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, "এক চতুর্থাংশের শাসক," (Rules of one fourth). ঐতিহাসিকরা, কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি "হেরোদের জন্মদিন", উদ্‌যাপনে থাকতে পারেন, যখন হেরোদ, যোহন ব্যাপ্টিস্টের শিরচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইস্টার রবিবার সমাধিতে যাওয়া মহিলাদের মধ্যে জোয়ানাও ছিলেন, যেখানে তারা উজ্জ্বল সাদা পোশাক পরা দু'জন পুরুষকে দেখতে পেলেন। আরও তাঁদের সঙ্গী ছিলেন, "জেবেদের ছেলে যাকোব ও যোহনের মা।" তাঁকে সেই মহিলা হিসেবে স্মরণ করা হয়, যিনি যিশুর কাছে এসে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে যেমনটি আছে- "এমন সময় জেবেদের ছেলে যাকোব ও যোহনকে নিয়ে তাঁদের মা যিশুর কাছে এলেন ও তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আনুকূল্য লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

যিশু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও?

তিনি বললেন, আপনি বলুন, আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের মধ্যে একজনকে আপনার ডান পাশে আর অন্যজনকে আপনার বাঁ পাশে বসাবেন।

কিন্তু যিশু বললেন, তোমরা কি চাইছো তা তোমরা জানো না। আমি কি ভয়ংকর পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?

তারা বললেন, হ্যাঁ পারি।

তিনি বললেন, বাস্তবিক, আমার পাত্র থেকে তোমরা পান করবে। কিন্তু আমার ডান বা বাঁ পাশে কে বসবে তা বলার অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য সেই স্থান নিরূপণ করে রেখেছেন, কেবল তারাই সেখানে বসতে পারবে *(মথি ২০ঃ ২০-২৩ পদ)*।

"যীশু তাঁর শিষ্যদের সকলকে কাছে ডেকে বললেন, অন্যান্য জাতিদের মধ্যে কি রীতি প্রচলিত আছে তা তোমরা জান, তাদের মধ্যে যারা রাজা তারা অন্য সকলের ওপর প্রভুত্ব করে, আর যারা প্রশাসক তারা তাদের অধীনস্থ সকলের ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন হতে পারে না, তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, সে সবার সেবক হোক। তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায় সে ক্রীতদাসের মতো সবার সেবা করুক। তোমাদের আচরণ আমার মতোই হওয়া উচিত- দেখ, আমি "মানবপুত্র" আমি সেবা পেতে নয় কিন্তু সেবা করতে এসেছি, নিজের জীবন অনেকের মুক্তির মূল্য রূপে দিতে এসেছি" *(মথি ২০ঃ ২৫-২৮ পদ)*।

পবিত্র বাইবেলে আছে, "কারণ জন বারবার বলতেন যে "হেরোদের" ভাই ফিলিপের স্ত্রী "হেরোদিয়াকে" বিয়ে করা রাজার পক্ষে ন্যায়সংগত কাজ হয়নি। হেরোদিয়া প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে জনকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু হেরোদের সমর্থন ছাড়া এ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। জন যে একজন ধার্মিক ও পবিত্র ব্যক্তি এ কথা হেরোদ জানতেন, তিনি জনকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রেখেছিলেন। জনের কথা শুনতে শুনতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন, তবু জনের কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন।

শেষ পর্যন্ত হেরোদিয়া যা চাইছিল সেই সুযোগ এলো। সেদিন ছিল রাজা হেরোদের জন্মদিন। প্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও গালীলের গণ্যমান্য নাগরিকদের নিমন্ত্রণ করে হেরোদ তাঁর জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। সেই উৎসবে হেরোদিয়ার মেয়ে এসে রাজা ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে নাচ দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করল।

রাজা বললেন, চমৎকার! বল কি দেব তোমায়, তুমি যা চাইবে আমি তোমায় তাই দেব, এমন কি অর্ধেক রাজত্ব চাইলেও দেব! রাজা মেয়েটির কাছে এই ভাবে শপথ করে বসলেন।

মেয়েটি তখন সেখান থেকে বেরিয়ে তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল।

মা বলল, বল, দীক্ষাগুরু যোহনের মাথাটা এক্ষুণি আমায় দিন।

সে তখন দৌড়ে এসে রাজাকে বলল, একটা থালায় করে দীক্ষাগুরু যোহনের মাথাটি এক্ষুণি আমায় দিন।

সে কথা শুনে রাজা দুঃখিত হলেন, কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাইলেন না। তাই তাঁর একজন দেহরক্ষীকে পাঠালেন, সে যেন জেলের মধ্যে গিয়ে দীক্ষাগুরু যোহনের মাথাটা কেটে নিয়ে আসে। দেহ রক্ষী জেলের মধ্যে গিয়ে যোহনের শিরচ্ছেদ করল, পরে সেই কাটা মাথাটা একটি থালায় করে নিয়ে এল, আর তা মেয়েটিকে দিল, সে তখন সেটা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিল।

দীক্ষাগুরু যোহনের হত্যার কথা তাঁর শিষ্যরা জানতে পেরে হেরোদের কাছ থেকে তাঁর দেহটি চেয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দিল" (মথি ৬ঃ ১৮-২৯পদ)।

জোয়ানা ছিলেন একজন ধনী মহিলা এবং যিশুর অনুসারিদের মধ্যে একজন। মেরী ম্যাগডেলীন এবং সুজানার মতো অন্যান্য মহিলাদের সাথে তাঁর পরিচর্যায় আর্থিকভাবে সহায়তা করতেন। তিনি রাজা হেরোদ এর রাজসভায় দেওয়ান খুজার (CHUZA) স্ত্রী ছিলেন। এই পদটির কারণে তাকে রাজদরবারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং সম্ভবত সুসমাচার লেখক লূকের জন্য তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছিলেন, জোয়ানা ছিলেন একজন সাহসী অনুসারী। যিশুর ক্রুশবিদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং খালি সমাধি প্রত্যক্ষকারী প্রথম মহিলাদের মধ্যে ছিলেন, যারা যিশুর পুনরুত্থানের দাবী করেছিলেন।

সুজানা (SUSANNA)

সাধু লুক, সুজানার কথা কেবল একবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ধারণা করা হয় যে, তিনি অন্যান্য মহিলাদের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন, যিশু এবং প্রেরিতদের সহায়তা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ক্রুশবিদ্ধকরণ, যিশুর সমাধি এবং খালি সমাধিতেও উপস্থিত ছিলেন।

"ক্লোপাসের" (Clopas) স্ত্রী মারীয়া, যাকে জেমস (James) ও জোসের (Joses) মা মারীয়ার সাথে পরিচয় করানো

হয়। যিনি যীশুর মৃত্যু এবং সমাধিস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মথিও বলেছেন যে, তিনি পুনরুত্থানের সকালে মেরী ম্যাগডেলিনের সাথে ছিলেন। তিনি যিশুর একজন মাসিমা ছিলেন, বলে বিশ্বাস করা হয়। কিছু পন্ডিত এমনকি পরামর্শ দেন যে, তার স্বামী ক্লিয়পার হতে পারেন, যিনি "এম্মাউস" (Emmaus) যাওয়ার পথে যিশুর সাথে দেখা করেছিলেন এবং তিনিই সেই সকালে তাঁর সাথে থাকা নামহীন ভ্রমণকারী হতে পারেন।

"ক্লিয়াপার" (Cleopas) ছিলেন, যিশুর একজন শিষ্য যিনি অন্য একজন অনুসারীর সাথে জেরুশালেম থেকে "এম্মাউস" (Emmaus) গ্রামে যাওয়ার পথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে দেখা করেছিলেন, যেমনটি লূকের সুসমাচারে বর্ণিত রয়েছে। পবিত্র বাইবেলে, তার উল্লেখ মাত্র একবার করা হয়েছে এবং "এম্মাউস গ্রামে যাওয়ার পথে" (ROAD TO EMMAUS VILLAGE) গল্পের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র, যেখানে যিশু তাদের সাথে হেঁটেছিলের এবং কথা বলেছিলেন কিন্তু প্রথমে এটা অচেনা মনে হয়েছিল, পরে রুটি ভাঙ্গার সময় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

সাধ্বী ভেরোনিকা (St. VERONICA)

"সাধ্বী ভেরোনিকা", যিনি যিশুর মুখ থেকে রক্ত এবং ঘাম মুছে দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর ক্রুশটি কালভারি পর্বতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাধ্বী ভেরোনিকাকে জেরুশালেমের একজন বিধবা মহিলা বলে বিশ্বাস করা হয়, তার দয়ায় কাজটি ক্রুশের ষষ্ঠ স্থানে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

ভারি ক্রুশ স্কন্ধে, খাড়া পাহাড়ের উপর উঠতে উঠতে প্রভু যিশু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখমণ্ডল রক্ত ও ঘামে ভিজে গেছে দেখে, এ ধার্মিকা নারী যাঁর নাম "সাধ্বী ভেরোনিকা" (ST. VERONICA) একখণ্ড রেশমী কাপড় দিয়ে যিশুর মুখ মুছিয়ে দিলেন। তাঁর এই ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যিশুর পবিত্র মুখচ্ছবি, সেই বস্ত্রে আশ্চর্যভাবে অংকিত হয়ে গেল। সেই অংকিত পবিত্র কাপড়টি এখন রোমের সেন্ট পিটার্স বেসেলিকাতে সংরক্ষিত আছে।

সাক্ষাতকারের এই স্থানটি স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এখানে "CHURCH OF THE HOLY FACE" নামে একটি চার্চ নির্মাণ করা হয়। "LITTLE SISTER" গ্রীক সম্প্রদায় এর পরিচালনা করে থাকেন। সাধ্বী ভেরোনিকার কবরস্থান এখানে আছে। ধারণা করা হয় গীর্জাটি সাধ্বী ভেরোনিকার বাড়ির উপর নির্মাণ করা হয়েছে।

সে সময় এক বিশাল জনতা যিশুর পিছন পিছন চলছিলো, তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিলো। যিশুর শরীর ও মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেখে, তারা বুক চাপরে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলো।

"যিশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, ওগো জেরুশালেমের মেয়েরা, আমার জন্য কেঁদোনা, বরং তোমাদের ও তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁদো। কারণ এমন দিন আসছে যখন বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদেরই সুখী বলা হবে" *(লূক ২৩ঃ ২৭-২৯ পদ)*।

কুমারী মা মারীয়া (VIRGIN MARY)

ধন্যা কুমারী মারীয়া আখ্যায়িত কাহিনীগুলোতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। যিশুর জীবন জুড়ে, তিনি তাঁর আনন্দ উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং তাঁর দুঃখ সহ্য করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত, তিনি ক্রুশের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্রের মর্মান্তিক ক্রুশীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তিনি যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্তোত্র "স্টাবাট ম্যাটার" (STABAT MATER) A medival Latin hymn এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যা শুরু হয়, "ক্রুশের অতি কাছে তাঁর অবস্থান রক্ষাকারী, শোকাহত মা দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন, শেষ পর্যন্ত যিশুর ক্রুশের পাদদেশে নতজানু হয়ে ছিলেন।

ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, যিশুর মা, যিশুর মাসিমা মেরী, ক্লিয়পার স্ত্রী আর মেরী ম্যাগডেলীন। যিশু তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে ও তাঁর মাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মাকে বললেন- "হে নারী, ঐ দেখ তোমার ছেলে। তারপর সেই শিষ্যকে বললেন, ঐ দেখ, তোমার মা। তখন থেকেই সেই শিষ্য যিশুর মাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন" *(১৯: ২৫-২৭ পদ)*।

প্রভু যিশু ক্রুশ স্কন্ধে মাথা নিচু করে, অতি কষ্টে গলগাথা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে, পাথুরে আঁকা বাঁকা পথে ক্রমান্বয়ে সমতল থেকে উঁচুতে উঠে যাচ্ছিলেন। সামান্য ধীরগতি হলে শপাং করে চাবুকের আঘাত এসে পড়তো পিঠে। রক্তাক্ত দেহ থেকে রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে পড়ছে। প্রাণপ্রিয় পুত্রের মুখ শেষবারের মতো দেখার আশায়, রাস্তার মোড় থেকে করুণাময়ী জননী, যখন পুত্রের এই করুণ অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মনে ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই "চতুর্থ স্থানে সাক্ষাতের পবিত্র স্থানটি"র স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ছোট উপাসনা গৃহ নির্মাণ করা হয়। পেলিশে, প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী "ZICELIENSKY" গীর্জার প্রবেশ দ্বারের উপরে চমৎকার ভাবে প্রভু যিশু ও মা মারীয়ার মূর্তি স্থাপন করেন।

পুনরুত্থানই হচ্ছে আসল আনন্দ। পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট মৃত্যুর উপর বেঁচে থাকার চূড়ান্ত বিজয় প্রদর্শন করেন। অতএব, ইস্টার মৌসুমে আমাদের বিশ্বাসের এই মৌলিক ঘটনার দ্বারা রূপান্তরিত হতে উৎসাহিত করে এবং আমাদের জীবনের সাথে ঘোষণা করে যে পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট আমাদের আনন্দ ও আশার উৎস।

পুনরুত্থানের এই আনন্দের সংবাদটি আমাদের আচরণ ভালো-ব্যবহার নিজেদের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা এবং অন্যদের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হোক যাতে আমাদের সমস্ত অনুভূতি এবং মনোভাবের মধ্যে আমরা প্রভুর পুনরুত্থানের আনন্দ দেখতে পাই।

আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের ঘোষণা করি, যখন তাঁর আলো আমাদের অস্তিত্বের সেই অন্ধকার, প্রতিকূল এবং বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলিকে আলোকিত করে এবং যখন আমরা সেই আলো অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি, যখন আমরা জানি কিভাবে তারা হাসে সেভাবে তাদের সাথে হাসতে হয়। যারা দুঃখ-বেদনায় অসহায়ভাবে কাঁদে তাদের সাথে সমব্যথী হয়ে কাঁদতে হয়। অন্যদের কষ্ট এবং অসুবিধার জন্য সমবেদনা জানাতে হয়। যারা জীবনের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের জন্য যখন আমরা আমাদের বিশ্বাস তাদের কাছে প্রকাশ করি যারা জীবনের অর্থ সুখ খুঁজছে।

সংক্ষেপে, আমাদের মনোভাব সাক্ষ্য এবং জীবনের মাধ্যমে, আমাদের সর্বদা দেখতে হবে যে যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন! আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাদের সমস্ত আত্মা দিয়ে যেন এটা বলি।

এটাই আমাদেরর বিশ্বাস, এটাই আমাদের আশা, এমন একটি আশা যা আমাদের ধন্যা কুমারী মা সবসময় আমাদের ধরে রাখতে উৎসাহিত করেন। Happy Easter, পুনরুত্থান সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি এ কামনা করি।

সৌজন্যে: Catholic Transcript

শূন্য কবর পূর্ণ হৃদয়

ফাদার ইনবার্ট কোমল খান

মূলভাবটি বাস্তব, প্রতিবাস্তব আর অবাস্তব - এর দ্বন্দ্বে পরে আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্বে ফেলে। বিষয় দু'টিকে এক ফ্রেমে নিয়ে আলোচনা করলে কূটাভাসিক (Paradoxical) ভাবধারায় ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে প্রস্তাবিত বিষয়টিকে কূটাভাসিক মেনে নিয়েই অতি অল্প কথায় এ মূলভাবের দার্শনিক ও কিঞ্চিত ঐশতাত্ত্বিক আলোচনা করার প্রয়াস করছি।

শূন্য কবর, পূর্ণ হৃদয় - এই দ্বি-বাচনিক উচ্চারণের ভেতরেই লুকিয়ে আছে অস্তিত্বের এক গভীর পরস্পর বিরোধী সত্য, যেখানে 'শূন্য' ও 'পূর্ণ' কেবল বিপরীতার্থক শব্দই নয়, বরং একই বাস্তবতার দুই ভিন্ন অভিব্যক্তি। এদের সরল বিরোধে আবদ্ধ করলে চিন্তা বিভ্রান্ত হয়; কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিরোধই হয়ে ওঠে অর্থোন্মোচনের পথ।

"শূন্য কবর"–ইন্দ্রিয়ের কাছে এটি অনুপস্থিতির দৃশ্য, এক নিরব শূন্যতা, যেন অস্তিত্বের সমাপ্তির ঘোষণা। কিন্তু এই দৃশ্যমান শূন্যতা কি সত্যের চূড়ান্ত রূপ? অধিবিদ্যা এখানে আমাদের সতর্ক করে - যা প্রতিভাসিত, তা সর্বদা আংশিক; যা অনুপস্থিত বলে মনে হয়, তার গভীরে প্রায়শই এক অদৃশ্য উপস্থিতি হিসেবে কাজ করে। অতএব, এই শূন্যতা নিছক শূন্য নয়; এটি এক গোপন পরিপূর্ণতার সম্ভাব্য আচ্ছাদন, এক অনুক্ত তাৎপর্যের স্তব্ধ প্রতীক।

অন্যদিকে "পূর্ণ হৃদয়" আমাদের নিয়ে যায় অন্তর্জাগতিক এক অনন্ত পরিসরে, যেখানে সত্য ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে অনুভূতির স্বচ্ছতায় ধরা দেয়। বারুক স্পিনোজা- এর অদ্বৈত দর্শনে যেমন একক পরমসত্তার কথা বলা হয়, তেমনি এই পূর্ণতা কোনো বর্হিজাগতিক প্রমাণের অপেক্ষা করে না; এটি অন্তরের উপলব্ধিতে স্বয়ং প্রকাশিত। এখানে অনুপস্থিতি রূপান্তরিত হয় উপস্থিতিতে, শূন্যতা মূর্ত হয় পরিপূর্ণতায়।

এই প্রেক্ষাপটে মহান প্লেটোর দ্বি-জগত তত্ত্ব নতুন তাৎপর্য পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ পরিবর্তনশীল, অসম্পূর্ণ - "শূন্য কবর" তারই অন্তর্গত; কিন্তু ধারণার জগৎ শাশ্বত ও পূর্ণ - "পূর্ণ হৃদয়" সেই অতীন্দ্রিয় সত্যেরই প্রতিফলন। ফলে প্রতীয়মান শূন্যতা আসলে চূড়ান্ত বাস্তব নয়; বরং গভীরতর সত্যের একটি ছায়া মাত্র।

আর হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শন এই সম্পর্ককে রূপান্তরের গতিতে ব্যাখ্যা করে। "মৃত্যু" যদি হয় প্রাথমিক প্রতিপাদ্য (থিসিস), তবে "শূন্য কবর" তার অস্বীকৃতি - এক ভাঙন (এ্যান্টিথিসিস); আর "পূর্ণ হৃদয়" সেই ভাঙন অতিক্রম করে উচ্চতর সমন্বয় (সিনথিসিস), যেখানে শূন্যতা নিজেকে অতিক্রম করে পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হয়। এখানে শূন্যতা সমাপ্তি নয়, বরং এক অন্তবর্তী সেতু - অস্তিত্বের গভীরতর উপলব্ধির দিকে যাত্রা।

অতএব, "শূন্য কবর" ও "পূর্ণ হৃদয়" কোনো বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা নয়; তারা একই সত্যের দ্বি-মুখী প্রকাশ – একটি বাহিরে

এবং অন্যটি অন্তরে। চোখ যা দেখে, তা শেষ কথা নয়; হৃদয় যা উপলব্ধি করে, তার ভেতরেই সত্যের পরিপূর্ণতা নিহিত। শূন্যতা তাই কোনো পরিসমাপ্তি নয়, বরং এক উন্মুক্ত দিগন্ত - যেখানে মানুষ অনুপস্থিতির ভেতর দিয়েই উপস্থিতির পরম তাৎপর্য আবিষ্কার করে।

তাহলে অধিবিদ্যক বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করলে "শূন্য কবর" আর কেবল একটি দৃশ্যমান শূন্যতা হিসেবে ধরা দেয় না; বরং এটি এমন এক রহস্যময় অভিজ্ঞতা, যা বস্তুজগতের সীমানা ভেঙে আমাদের অস্তিত্বকে এক অতীন্দ্রিয় পূর্ণতার দিকে উন্মুক্ত করে। এখানে শূন্যতা কোনো অভাবের প্রতীক নয়; বরং এটি সেই পরিপূর্ণতার গর্ভ, যেখানে ঈশ্বরীয় উপস্থিতি নিরব অথচ পরাক্রমশালীভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। দার্শনিক বিশ্লেষণের স্তর অতিক্রম করে যখন আমরা ঐশতত্ত্ব চিন্তার দিকে অগ্রসর হই, তখন এই শূন্যতা আমাদের কাছে এক পবিত্র সংকেত হয়ে ওঠে- যা দৃশ্যমানের অন্তরালে অদৃশ্য সত্যকে উপলব্ধি করতে আহ্বান জানায়।

যিশু তাঁর শিষ্যদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন - "তোমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউই কেড়ে নিতে পারবে না" *(যোহন ১৬:২২)* -তা এই শূন্যতার অন্তর্নিহিত রহস্যকে উন্মোচন করে। কারণ এই আনন্দ কোনো বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়; এটি উদ্ভূত হয় সেই জীবন্ত বাস্তবতা থেকে, যা মৃত্যু ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রে যে "শূন্য সমাধি" অবস্থান করছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে অনুপস্থিতির চিহ্ন হলেও, গভীরতর স্তরে এটি উপস্থিতির সর্বোচ্চ উন্মোচন - এক কূটাভাসিক বাস্তবতা (Paradoxical Reality), যেখানে 'না-থাকা-ই' হয়ে ওঠে থাকার সবচেয়ে গভীর প্রকাশ।

এই কারণে "শূন্য কবর" কেবল ইতিহাসের একটি স্মারক নয়; এটি এক সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) চিহ্ন - অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে এক মৌলিক পুনর্বিবেচনার আহ্বান। এটি আমাদের জিজ্ঞাসা করতে শেখায়: আমরা যা দেখি, তা কি সত্যের সম্পূর্ণতা? নাকি সত্য তারও অতীত, যেখানে দৃশ্যমান ভেঙে পড়ে এবং অদৃশ্য নিজেকে প্রকাশ করে?

বিশ্বাসের বর্ণনায় আমরা দেখি- বিশ্রামবারের পর প্রথম দিনের ভোরে মারীয়া মাগদালিনী ও অন্য মারীয়া সমাধির দিকে এগিয়ে যান। তাদের পদক্ষেপে ছিল না কোনো বিজয়ের প্রত্যাশা; ছিল শোকের নিরবতা, ভালোবাসার ভার। তারা জানতেন সমাধি কোথায়, জানতেন এটি সিলমোহর করা এবং পাহারায় আবদ্ধ। অর্থাৎ, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুই ছিল সমাপ্তির নিশ্চয়তা। কিন্তু

ঈশ্বরীয় বাস্তবতা কখনো মানবিক প্রত্যাশার দ্বারা আবদ্ধ নয়।

মথি রচিত মঙ্গলসমাচার *২৮:১-১০* অনুসারে হঠাৎ ভূমিকম্প, স্বর্গদূতের অবতরণ, পাথরের অপসারণ - এই ঘটনাগুলো কেবল অলৌকিক বর্ণনা নয়; এগুলো সৃষ্টির গভীরে এক সত্তাতাত্ত্বিক উত্থান-এর প্রতীক, যেখানে পুরোনো বাস্তবতা ভেঙে নতুন বাস্তবতার জন্ম হয়। স্বর্গদূতের দীপ্তিময় উপস্থিতি - বিদ্যুতের মতো রূপ, তুষারের মতো শুভ্রতা - এ যেন ঈশ্বরীয় জ্যোতির এক ঝলক, যা মানবিক ভয়ের সমস্ত কাঠামোকে ভেঙে দেয়। পাহারাদারদের "মৃত মানুষের মতো" হয়ে যাওয়া এই সত্যকেই প্রতিফলিত করে - যেখানে জীবনের উৎস উপস্থিত, সেখানে মৃত্যু নিজেই অসহায় হয়ে পড়ে।

এখানে একটি গভীর ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে - নারীরাই প্রথম সাক্ষী। যে সমাজে তাদের সাক্ষ্য মূল্যহীন বলে বিবেচিত হতো, সেই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বর তাদেরই বেছে নেন। এটি কেবল ঐতিহাসিক সত্যতার ইঙ্গিত নয়; এটি ঈশ্বরের সেই বিপরীতমুখী কার্যপ্রণালীর প্রকাশ, যেখানে দুর্বলই হয়ে ওঠে শক্তির বাহক, উপেক্ষিতই হয়ে ওঠে প্রকাশের মাধ্যম।

স্বর্গদূতের ঘোষণা, "তিনি কিন্তু এখানে নেই; তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন" *(মথি ২৮:৫-৬)* - এই বাক্যটি যেন সত্তাতাত্ত্বিক ফাটল (Ontological rupture)-এর ঘোষণা। এটি কেবল একটি ঘটনার বিবরণ নয়; এটি বাস্তবতার নতুন সংজ্ঞা। "এসো এবং দেখো" *(মথি ২৮:৫-৬)* - এই আহ্বান বিশ্বাসকে একটি গতিশীল অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপন করে। এখানে দেখা মানে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ নয়; বরং এটি এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, যা শূন্যতার মধ্যেই উপস্থিতির গভীরতম অর্থ উপলব্ধি করে।

প্রেরিতদূত পৌলের ভাষায়, খ্রিস্ট "প্রথম ফল" - অর্থাৎ পুনরুত্থান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি এক নতুন সৃষ্টির সূচনা। করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্রে সাধু পল বলেন যে, যা নাশবান, তা অনাশ্বরতায় পরিধান করবে *(দ্র. ১করি ১৫:৫৩-৫৪)* - এই উক্তি শূন্যতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে। এখানে শূন্যতা মানে বিলুপ্তি নয়; বরং এক রূপান্তরময় অতিক্রমণ। সমাধি শূন্য, কারণ জীবন আর পুরোনো সীমায় আবদ্ধ নয়; এটি এক নতুন সত্তাতাত্ত্বিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

এই বাস্তবতা কেবল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নয়; এটি বর্তমানেরও সত্য। 'আমরা খ্রিস্টের সাথে জীবিত হয়েছি' *(দ্র.কলসীয় ৩:১-৪)* - এই ঘোষণা মানব অস্তিত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। আমাদের জীবন আর কেবল দৃশ্যমান জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ঈশ্বরের মধ্যে, এক গোপন অথচ জীবন্ত বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত। এই অভিজ্ঞতায় শূন্যতা হৃদয়কে শূন্য করে না; বরং তা পূর্ণ করে - এক এমন পূর্ণতায়, যা কষ্টের মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে।

অন্ধকারের গভীরতম মুহূর্তেও এই শূন্য সমাধি এক আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। মৃত্যুভয় যখন মানব অস্তিত্বকে গ্রাস করতে চায়, তখন এই শূন্যতা ঘোষণা করে: ঈশ্বর জীবিতদের ঈশ্বর। অর্থাৎ, জীবনই শেষ সত্য; মৃত্যু তার অন্তবর্তী ছায়া মাত্র।

নারীরা যখন স্বর্গদূতের নির্দেশে দৌড়ে গেলেন- ভয় ও মহান আনন্দের এক কূটাভাসিক (paradoxical) মিশ্রণ নিয়ে - তখনই পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা একটি জীবন্ত গতিশীলতায় রূপ নেয়। আর যেই মুহূর্তে তারা যিশুর সাক্ষাৎ পেলেন, সেই মুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব রূপান্তরিত হলো: ভয় শান্তিতে, শোক আনন্দে, সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো। এই রূপান্তরই পুনরুত্থানের প্রকৃত সাক্ষ্য; এটি কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং এক অস্তিত্বগত পরিবর্তন।

শূন্য সমাধি এই সত্যকে প্রকাশ করে যে ঈশ্বরকে কোনো বস্তু, স্থান বা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি সর্বদা অধিক, সর্বদা অতিক্রমী। এই অর্থে শূন্যতা নিজেই হয়ে ওঠে এক প্রকাশের মাধ্যম - যেখানে অনুপস্থিতিই উপস্থিতির গভীরতম ভাষা।

দার্শনিক পরিভাষায়, এই অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যাশার কাঠামোকে ভেঙে দেয়। আমরা যা আশা করেছিলাম - একটি মৃতদেহ - তা অনুপস্থিত। আর এই অনুপস্থিতিই হয়ে ওঠে এক নতুন সত্যের সূচনা। "সে দেখল এবং বিশ্বাস করল" *(যোহন ২০:৮)* - এই বাক্যে আমরা দেখি, শূন্যতাই বিশ্বাসের জন্মদাতা হয়ে ওঠে।

পুনরুত্থান তাই প্রত্যক্ষ দৃশ্য নয়; এটি চিহ্নের মাধ্যমে উপলব্ধ এক রহস্য। শূন্য কবর সেই চিহ্ন, যা প্রমাণের সীমা অতিক্রম করে আহ্বানে পরিণত হয়। এটি মানুষকে বাধ্য করে না, কিন্তু গভীরভাবে প্রশ্ন তোলে -বাস্তবতা কি কেবল দৃশ্যমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি এর অতীতেও কিছু আছে?

এই প্রেক্ষাপটে "দেখা" এবং "বিশ্বাস"-এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম ব্যবধান তৈরি হয়। দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্টের কথা ধার করে বললেন– দৃশ্যমান জগত আমাদের সামনে প্রতিভাস (phenomenon) উপস্থাপন করে; কিন্তু সেই প্রতিভাস-এর অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় সত্তার (noumenal) সত্য লুকিয়ে আছে, তা উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। শিষ্যরা যা দেখেছিল, তা ছিল শূন্যতা; কিন্তু তারা যা উপলব্ধি করেছিল, তা ছিল পুনরুত্থানের জীবন্ত সত্য।

এই ব্যবধানই বিশ্বাসের স্থান-যেখানে যুক্তি তার সীমায় পৌঁছে থেমে যায়, এবং মানব আত্মা এক সাহসী লাফে অদৃশ্যের দিকে অগ্রসর হয়। পুনরুত্থান তাই এক গভীর প্যারাডক্স - যা যুক্তিকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে এক উচ্চতর অর্থের দিকে নিয়ে যায়।

সত্য এখানে কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, কোনো তাত্ত্বিক নির্মাণও নয়; এটি এক জীবন্ত সাক্ষ্য, যা ইতিহাসের ভেতর দিয়ে অনুরণিত হয়ে আজও মানব আত্মাকে স্পর্শ করে। প্রেরিতরা কোনো দার্শনিক পদ্ধতি নির্মাণ করেননি, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি; তারা ঘোষণা করেছেন এক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য: "হ্যাঁ, এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সকলেই তার সাক্ষী" *(শিষ্যচরিত ২:৩২)*। এই সাক্ষ্যের মধ্যে সত্য একটি জ্ঞাতব্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি হয়ে ওঠে অস্তিত্বের অংশ, বেঁচে থাকার এক অন্তর্গত বাস্তবতা। এখানে সত্যকে বোঝা মানে কেবল জানা নয়; বরং সেই সত্যের মধ্যে প্রবেশ করা, তাকে ধারণ করা, এবং তার দ্বারা রূপান্তরিত হওয়া।

শূন্য কবর এই সাক্ষ্যকে বহন করে এক নিরব অথচ গভীর শক্তি হিসেবে। এটি যুক্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রতীক - যেখানে মানব ব্যাখ্যা এসে থেমে যায়, কিন্তু রহস্যের দরজা খুলে যায়। যোহনের বর্ণনায় আমরা দেখি, মারীয়া মাগদালিনা প্রথমে সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করেছিলেন– দেহ চুরি হয়ে গেছে। এটি ছিল যুক্তিসঙ্গত, মানবিক, এবং সহজবোধ্য। কিন্তু 'শূন্য কবর' সেই ব্যাখ্যাকে স্থির থাকতে দেয় না; এটি আমাদের চিন্তার স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দেয়, আমাদের নিশ্চিন্ত ব্যাখ্যাকে অস্থির করে তোলে।

এইভাবে শূন্য কবর আমাদের সামনে এক অস্তিত্বগত দ্বৈত সম্ভাবনা উন্মোচন করে। একদিকে রয়েছে একটি বন্ধ জগত - যেখানে সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ, যেখানে

মৃত্যু চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে রয়েছে একটি উন্মুক্ত জগত-যেখানে ঈশ্বরীয় হস্তক্ষেপ সম্ভব, যেখানে বাস্তবতা কেবল দৃশ্যমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অতীন্দ্রিয়ের দিকে প্রসারিত। শূন্য কবর এই দুই জগতের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদের আহ্বান জানায়- নির্বাচন করতে, উপলব্ধি করতে, এবং সাড়া দিতে।

এই অর্থে শূন্য কবর বিশ্বাসের জন্য "যথেষ্ট" - কারণ এটি প্রমাণের মাধ্যমে নয়, বরং নিরবতার মাধ্যমে কাজ করে। শূন্যতার নিজস্ব এক ভাষা আছে-এক গভীর, অপ্রকাশিত শক্তি, যা মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়। এটি কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না, তবুও এটি প্রশ্ন তোলে; এটি কোনো যুক্তি চাপিয়ে দেয় না, তবুও এটি চ্যালেঞ্জ করে। তাই শূন্য সমাধি বিশ্বাসকে জোর করে না, কিন্তু অবিশ্বাসকেও নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। এটি এমন এক চিহ্ন, যা মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান করে; কিন্তু সেই আহ্বানে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। আর এই স্বাধীনতার মধ্যেই বিশ্বাসের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত।

এই রহস্য কেবল বাহ্যিক ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের অন্তরেও প্রতিফলিত হয়। আমাদের হৃদয়ের গভীরে এক "অন্তর্গত সমাধি" রয়েছে - যেখানে আমাদের অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং "আমি"-র আসক্তি জমা থাকে। যখন এই সব ভেঙে যায়, তখন আমাদের ভেতরে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা প্রথমে ভীতিকর মনে হতে পারে, কারণ এটি আমাদের পরিচিত পরিচয়কে ভেঙে দেয়। কিন্তু এই শূন্যতাই ঈশ্বরীয় পূর্ণতার জন্য স্থান তৈরি করে।

যিশুর সেই রহস্যময় বাণী: "আমার জন্য যে নিজের জীবন হারায়, সে তা খুঁজে পাবে" *(মথি ১৬:২৫)* - এই অন্তর্গত রূপান্তরের পথ নির্দেশ করে। এখানে হারানো মানেই পাওয়া, শূন্য হওয়াই পূর্ণ হওয়া। আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই নতুন অস্তিত্বের জন্ম হয় - এমন এক জীবন, যা আর নিজের দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণ।

খ্রিস্টের দুঃখভোগ আমাদের মানবিক বাস্তবতার কঠোরতা উন্মোচন করে - যন্ত্রণা, হারানো, ভাঙন। কিন্তু পুনরুত্থান এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না; বরং তা রূপান্তরিত করে। "তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে" *(যোহন ১৬:২০)* - এই প্রতিশ্রুতি কোনো সাময়িক সান্ত্বনা নয়; এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্য। এই আনন্দ সময়সাপেক্ষ নয়, পরিস্থিতি নির্ভর নয়; এটি ঈশ্বরপ্রদত্ত, চিরন্তন, এবং অন্তর্গত। এটি সেই আনন্দ, যা শূন্য সমাধির নিরবতা থেকে জন্ম নেয় - যেখানে শূন্যতা পূর্ণতায় রূপান্তরিত হয়।

শূন্য কবর তাই আমাদের শেখায় যে সত্য সবসময় প্রমাণের দ্বারা ধরা পড়ে না; কখনো তা সাক্ষ্যের মধ্যে বেঁচে থাকে, কখনো তা অভিজ্ঞতার মধ্যে উন্মোচিত হয়। এটি আমাদের অনিশ্চয়তার প্রান্তে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা বাধ্য হই একটি গভীর সিদ্ধান্ত নিতে: আমরা কি দৃশ্যমানের সীমায় আবদ্ধ থাকব, নাকি অদৃশ্যের আহ্বানে সাড়া দেব?

এই আহ্বান আজও প্রতিধ্বনিত হয় নিরবে, কিন্তু গভীরভাবে। এটি আমাদের আমন্ত্রণ জানায় শূন্যতার দিকে তাকাতে, কিন্তু সেখানে থেমে না থেকে তার অন্তর্গত পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে। কারণ শূন্য সমাধি কেবল অতীতের একটি ঘটনা নয়; এটি বর্তমানের এক জীবন্ত বাস্তবতা, যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে পুনরায় ঘটতে পারে।

মানুষের জীবনে কিছু সংবাদ থাকে, যা সময়ের স্রোতেও ম্লান হয় না, যা হৃদয়ের গভীরে অমলিন থেকে যায়। পুনরুত্থানের এই সুসংবাদ তেমনই এক চিরন্তন সত্য যা ভয়, বিস্ময় এবং আনন্দের এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মানব আত্মাকে জাগ্রত করে। এটি কেবল একটি ঘটনার স্মৃতি নয়; এটি এক জীবন্ত আহ্বান: দেখার, বিশ্বাস করার এবং সাক্ষাৎ করার। এই সাক্ষাতই শেষ পর্যন্ত হৃদয়কে পূর্ণ করে - যেখানে শূন্যতা আর শূন্য থাকে না, বরং ঈশ্বরীয় জীবনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ❐

(১৬ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

০৭। খ্রিস্ট মানব কল্যাণের আদর্শ: খ্রিস্ট প্রভু মানব সেবায় ও মানব কল্যাণে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা, মানবতা সৃষ্টির পরিচয়। ইহুদী ধর্মনেতারা বললেন, "আজ বিশ্রামবার তোমার মাদুর তো আজ বইতে নেই" *(যোহন ৫: ১০)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট বিশ্রামবার চেয়ে মানুষের সুস্থতা বা মুক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা যখন ভালো থাকি, সুস্থ থাকি তখনই পারি ধর্ম-কর্ম বা বিশ্রামবার পালন করতে। যিশু সেই জন্যই তাকে বললেন, "ওঠ তোমার মাদুর নাও আর হেঁটে বেড়াও" *(যোহন ৫:৮)*। এভাবে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট নিয়মের উর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন।

০৮। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ছিলেন খাঁটি ভালোবাসার মানুষ: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ছিলেন ভালোবাসার প্রকৃত মানব। সমাজে দেখা যায় ভালোবাসার অভাব, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা, ব্যথা-বেদনা, শত্রুতা ও অশান্তি বিরাজমান। যিশু কিন্তু এ সকল ভুলে গিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ভালোবাসার কথা ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" *(মথি ৫:৪৪)*। এই ধরনের শিক্ষা সমাজে খুঁজে পাওয়া বিরল। তিনি ভালোবাসার এই জ্বলন্ত উদাহরণের মাধ্যমে মানব জাতির মর্যাদাকে সম্মানীত করেছেন ও ভালোবাসার মূল্যকে বৃদ্ধি করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মধ্যে মানবতার কোন অভাব ছিলো না। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শিক্ষা ও দীক্ষা সবার জন্য। তিনি সকল শ্রেণির মানুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম-বর্ণ সকলকে ভালোবেসেছেন ও যার যা প্রাপ্য, সামাজিক ও মানসিক মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি গরীব, অসহায়, সমাজের চোখে যারা ছোট বা মূল্যহীন তাদের মর্যাদা দিয়ে ও তাদের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি গরীবের পাশে যেমন ছিলেন, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনো পিছপা হননি। তিনি ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়েছেন, রোগীকে সুস্থ করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন, পাপীকে ক্ষমা করেছেন ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায় যে, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট হলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ মানব, যা অন্যকোন মানুষ, দেবতা, প্রবক্তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আজও আমাদের আহ্বান জানান আমরা যেন মানব প্রেমিক হয়ে উঠি ও মানবতার জন্য কাজ করি। মানুষের ভুল, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদির বিচার করার চেয়ে তাদের ভালোবাসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মাদার তেরেসা তাইতো বলেছেন, "সবসময় যদি বিচার কর, তাহলে ভালোবাসবে কখন"। পুনরুত্থিত খ্রিস্টও প্রমাণ করেছেন যে, সবার উপরে 'মানবতা' অর্থাৎ মানুষের কল্যাণই মানুষের জন্য এবং তিনি মানুষের কল্যাণ বা মুক্তির জন্যই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে "ঐশবাণী ধ্যান" সাধু বেনেডিক্ট মঠ, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল।

ইস্টার ও প্রমাণ: যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে ইতিহাস কী বলে

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে এ যুগে অনেক মানুষ কত না প্রশ্নমুখর! বিশ্বাস যেন আর স্বতঃসিদ্ধ নয়। মানুষ কারণ জানতে চায়। সন্দেহ মুক্ত হতে চায়। তারা প্রমাণ খোঁজে। হতে পারে সে প্রমাণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরিখে। ইস্টার, পাস্কা বা পুনরুত্থান এই অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে।

খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করে যে প্রভু যিশু খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন বা বেঁচে উঠেছেন। কিন্তু এটি কি শুধু বিশ্বাসের বিষয়? নাকি ইতিহাসেও এর সমর্থন আছে? পবিত্র বাইবেলে পুনরুত্থানকে কোনো প্রতীক বা কাহিনি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। এটি একটি বাস্তব ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে – যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ঘটেছিল। তাই প্রশ্নটি সহজ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ: যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে ইতিহাস কী বলে?

পুনরুত্থান: একটি ঐতিহাসিক দাবি

খ্রিস্টধর্ম একটি কেন্দ্রীয় শক্ত দাবির উপর দাঁড়িয়ে আছে: যিশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন। আদি বা প্রথম যুগের খ্রিস্টানগণ কোনো দর্শন বা ধারণা প্রচার করেননি। তারা একটি ঘটনা প্রক্ল্যাম বা ঘোষণা করেছিলেন: "তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন।" হিব্রু ভাষায় আনাহিসথেমি। আরামিয় ভাষায় এবং গ্রীক ভাষায়।

এই বার্তা শুরু হয়েছিল যিরূশালেমে – সেই শহরে, যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এটি দূরের কোথাও বা বহু বছর পরে বলা হয়নি। এটি বলা হয়েছিল এমন জায়গায়, যেখানে মানুষ তা যাচাই করতে পারত। যদি পুনরুত্থান না ঘটে থাকে, তাহলে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে যায়। কিন্তু যদি এটি সত্য হয়, তাহলে সবকিছু বদলে যায়। এই কারণেই পুনরুত্থান শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক দাবি, যা পরীক্ষা করা যায়।

পুনরুত্থান অর্থ: বাইবেলীয় ভাষায়

পুনরুত্থানের অর্থ আরও গভীরভাবে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি বিভিন্ন ভাষায় এটি কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজি "রেজুরেকশন" অর্থ মৃতদের মধ্য থেকে আবার জীবিত হয়ে ওঠা। বাংলায় "পুনরুত্থান" শব্দটি বোঝায় "আবার উঠে দাঁড়ানো" এবং নতুন জীবন লাভ করা। হিব্রু ভাষায় "টেখিয়াহ" অর্থ পুনর্জীবন বা জীবনে ফিরে আসা। আরামাইক ভাষায়, যা যিশুর সময়ে প্রচলিত ছিল, "কিয়ামতা" অর্থ "আবার দাঁড়িয়ে ওঠা।" এবং নতুন নিয়মের গ্রিক ভাষায় "আনাস্তাসিস" অর্থ "উঠে দাঁড়ানো" বা "পুনরায় দাঁড়ানো।" এই সব ভাষায় একটি বিষয় স্পষ্ট: পুনরুত্থান শুধু জীবনে ফিরে আসা নয়, বরং একটি নতুন ও পরিবর্তিত জীবনে উত্তরণ – যা মৃত্যুকেও অতিক্রম করে।

পুনরুত্থানের প্রাথমিক উৎস: পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম

পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রধান উৎস হলো নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো। কিন্তু এগুলো কি

বিশ্বাসযোগ্য? বেশিরভাগ পণ্ডিত একমত যে সুসমাচারগুলো ঘটনাগুলোর কয়েক দশকের মধ্যেই লেখা হয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটি খুবই প্রাথমিক সময়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে পাওয়া একটি প্রাচীন খ্রিস্টীয় ঘোষণা। ধারণা করা হয়, এটি যিশুর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এতে বলা হয়েছে – যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি কবরস্থ হয়েছেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং অনেক মানুষ তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছেন। এটি প্রমাণ করে যে পুনরুত্থানের বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা কোনো কাহিনি নয়। এটি শুরু থেকেই ছিল।

পুনরুত্থান সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত একমত

তত্ত্ব আলোচনা করার আগে একটি প্রশ্ন জরুরি: কোন বিষয়গুলো নিয়ে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত? অনেক খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান পণ্ডিত নিচের বিষয়গুলো মেনে নেন:

- যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন

- পরে তাঁর কবর খালি পাওয়া যায় (অনেক পণ্ডিত এটি গ্রহণ করেন)

- তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা তাঁকে জীবিত দেখেছেন

- যিশুর শিষ্যগণ ভীতু অবস্থা থেকে সাহসী হয়ে ওঠেন

- প্রেরিত পল, যিনি একসময় খ্রিস্টানদের বিরোধী ছিলেন, হঠাৎ তিনিও পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন

এই বিষয়গুলোকে প্রায়ই "মিনিমাল ফ্যাক্টস" বলা হয়। তাই পুনরুত্থান বিষয়ক যে কোনো ব্যাখ্যাকে এই সব তথ্য নিরিখে একসাথে ব্যাখ্যা করতে হয়।

প্রভু যিশুর শূণ্য বা খালি কবর: একটি শক্তিশালী সূত্র

মথি, মার্ক, লুক ও যোহন এই চারটি সুসমাচারেই বলা হয়েছে যে যিশুর কবর খালি পাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খালি কবর না থাকলে পুনরুত্থানের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– নারীদের প্রথম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময়ে নারীদের সাক্ষ্য আদালতে খুব শক্তিশালী বলে ধরা হতো না। ঐ সময়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান ছিল কম পক্ষে দুজন নারীর সাক্ষ্য। যদি আবার বেঁচে উঠা বা পুনরুত্থানের গল্পটি বানানো হতো, তাহলে এই বিবরণটি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হতো।

এছাড়া যিশুর হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কখনো যিশুর দেহ দেখাতে পারেনি। যদি তারা তাঁর মৃতদেহ দেখাতে পারতো, তাহলে যিশু মণ্ডলী বা খ্রিস্টধর্ম দ্রুতই শেষ হয়ে যেত। খালি কবর এখনো একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক সূত্র যে নাজারেথের যিশু মৃত্যুর

পর আবার বেঁচে উঠেছেন।

পুনরুত্থান সাক্ষীগণ: পরিবর্তিত জীবন

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে যে অনেক মানুষ পুনরুত্থিত যিশুকে দেখেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে, ছোট দলকে এবং বড় দলকেও দেখা দিয়েছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো- শিষ্যদের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল। যারা আগে ভীত ছিল, তারা সাহসী হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে প্রচার করতে শুরু করে, এমনকি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও পুনরুত্থানের নব বারতা ঘোষণা করেন।

এদের মধ্যে ছিলেন প্রেরিত পল, যিনি একসময় খ্রিস্টানদের নির্যাতন করতেন। তাঁর জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। তিনি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আদেশবাণী প্রতিপালনে অন্য সব শিষ্যকে ছাড়িয়ে যান। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন যাকোব এবং টমাস। যিশুর জীবদ্দশায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। পরে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর নেতা হন এবং বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দেন। এই পরিবর্তনগুলো সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না – যদি না কিছু বাস্তব পুনরুত্থান ঘটনা ঘটে থাকে।

একটি গল্প: সন্দেহ থেকে বিশ্বাসে

ড্যানিয়েল একটি খ্রিস্টান পরিবারে বড় হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সে সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। সে ভাবত, "বিশ্বাস শুধু ঐতিহ্য। এর কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই।"

এক ইস্টারের সময়, একজন বন্ধু তাকে পুনরুত্থান নিয়ে একটি আলোচনায় আমন্ত্রণ জানায়। সে যায় – বিশ্বাস থেকে নয়, বরং কৌতূহল থেকে। সেখানে সে মঙ্গলসমাচার পাঠ থেকে খালি কবর, সাক্ষী, শিষ্যদের পরিবর্তন এবং বিশেষ করে পলের গল্প শোনে।

সে ভাবতে শুরু করে, "এত বড় পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব?" তার বিশ্বাস হঠাৎ আসে না। কিন্তু তার সন্দেহ ধীরে ধীরে অনুসন্ধানে পরিণত হয়। মাসের পর মাস পড়াশোনা, দিজিতেল জগৎ ঘাটাঘাটি ও গভীর চিন্তার পর, তার মনে শান্তি বিশ্বাস জন্ম নেয়। পরে সে পোস্ট দিয়ে বলেছিল: "সব উত্তর পাইনি। কিন্তু বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট পেয়েছি।"

পবিত্র বাইবেলের বাইরে ইতিহাসের কণ্ঠ

যিশুর গল্প শুধু খ্রিস্টিয় লেখায় নয়। প্রাচীন ইতিহাসবিদরাও তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তাসিতুস নিশ্চিত করেন যে যিশুকে পোন্তীয় পিলাতের অধীনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যোসেফাস যিশু ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে নানা কথা বলেন। প্লিনি দা ইয়ংগার উল্লেখ করেন যে খ্রিস্টানগণ যিশুকে ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করত।

যিশুকে ক্রুশবিদ্ধতার সময় অন্ধকার হয়ে যাওয়া বিষয়টি শুধু স্থানীয় কোন সূর্য গ্রহণ ছিল না। সুসমাচারগুলোতে বলা হয়েছে যে ক্রুশবিদ্ধতার সময় আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কিছু প্রাচীন লেখকও এই ধরনের অস্বাভাবিক অন্ধকারের কথা উল্লেখ করেছেন। হালের বিজ্ঞানের প্রমানিত নানা অতীত ঘটনার সত্যতা এখনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এটি দেখায় যে যিশুর মৃত্যু একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয়নি বরং অসাধারণ ও অপ্রাকৃতিক কিছু ঘটেছে।

তুরিনের কাফন বস্ত্র: এক রহস্য

তুরিনের কাফন কাপড় একটি বিশেষ বস্তু, যা অনেক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। এতে এমন এক ব্যক্তির ছাপ-ছবি দেখা যায়, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা এখনো এর রহস্য পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। আবার তারা এটি যে যিশুর অবয়বের নয় তা-ও নিশ্চিত করে বলছেন না। এটি একটি প্রমাণ মাত্র নয়, কিন্তু একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত যে ঐতিহাসিকভাব শিল্পিদের আঁকা যিশুর মুখ এই শবাচ্ছদনের অবয়বের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব ও যিশুর সময়

প্রত্নতত্ত্ব সুসমাচারের পটভূমিকে জোড়ালোভাবে সমর্থন করে। ক্রুশবিদ্ধতার প্রমাণ, পোন্তীয় পিলাতের অস্তিত্ব, এবং সেই সময়ের সমাধি প্রথা – সবই সুসমাচারের সাথে মিলে যায়।

আদি, প্রাথমিক বা প্রৈরিতিক মণ্ডলীর উত্থান

খ্রিস্টধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে যিশুকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখান থেকেই। যেরুশালেম থেকে গোটা বিশ্বে। তারা যিশুকে ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করতে শুরু করেন। এমনকি তাদের উপাসনার দিন সাব্বাত বা শনিবার থেকে রবিবারে পরিবর্তিত হয়। কারণ এদিন প্রভু যিশুর পুনরুত্থান দিন। ঐতিহাসিকভাবে এটি বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনা পালনের একটি বড় পরিবর্তন ছিল।

বিকল্প ব্যাখ্যা

যিশুর মৃতদেহ সমাধিতে নেই বিধায় অনেক তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল যেমন, পুনরুত্থান ঘটনাটি একটি মানসিক বিভ্রম। সৈনিকেরা ঘুমিয়েছিল আর কেউ এসে তা চুরি করে নিয়ে গেছে। এমনি আরও অনেক নেরেটিভ বা কাহিনি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোনোটিই সব তথ্য একসাথে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বিশ্বাস ও যুক্তি

পুনরুত্থান ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ইতিহাস আমাদের শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয়। প্রমাণ আমাদের বিশ্বাসের দরজার কাছে নিয়ে যায়। আবার সেই বিশ্বাস আমাদের ভেতরে প্রবেশ করায়। "আমি পুনরুত্থান আমি জীবন, আমার মধ্য দিয়ে গেলে হবে মরন।"

আজকের জন্য ইস্টার, পাস্কা বা পুনরুত্থানের গুরুত্ব

পুনরুত্থান শুধু অতীত নয়। এটি আজও কথা বলে। এটি বলে: আশা হতাশার চেয়ে শক্তিশালী। জীবন মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী। ভালোবাসা ভয়ের চেয়ে শক্তিশালী।

উপসংহার

পুনরুত্থানের প্রমাণ সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কিন্তু এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। এটি শুধু বিশ্বাস নয়-ইতিহাসের মধ্যেও এর ভিত্তি আছে। যিশুর পুনরুত্থান ইতিহাস ও বিশ্বাসের এক মিলনবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে প্রমাণগুলো দেখেছি-প্রাচীন দলিল, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, পরিবর্তিত জীবন, এবং প্রাথমিক গির্জার উত্থান-এসব আমাদের বিশ্বাসে বাধ্য করে না, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়।

অনেকের জন্য ইস্টারের প্রশ্ন শুধু "এটি কি সত্যিই ঘটেছিল?" নয়, বরং "এটি আমার জীবনের জন্য কী অর্থ বহন করে?" যদি পুনরুত্থান সত্য হয়, তবে এটি শুধু অতীতের একটি ঘটনা নয়। এটি একটি জীবন্ত বাস্তবতা। এর অর্থ হলো-আশা হতাশার চেয়ে শক্তিশালী, জীবন মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী, এবং কোনো অবস্থাই পুনর্নবীকরণের বাইরে নয়।

অনিশ্চয়তা ও সংগ্রামে ভরা এই পৃথিবীতে, ইস্টারের বার্তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে। এটি আমাদের আহ্বান জানায়-সন্দেহ থেকে বিশ্বাসে, ভয় থেকে আশায়, এবং অন্ধকার থেকে আলোতে এগিয়ে যেতে।

হয়তো আমাদের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর নেই। কিন্তু আমাদের সামনে একটি সুযোগ আছে-ভাবার, খোঁজার, এবং হৃদয় খুলে দেওয়ার। কারণ যদি খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, তবে ইস্টারের সবচেয়ে বড় সত্য হলো: আমাদের গল্প শেষ নয়, এবং নতুন জীবন সবসময় সম্ভব। ❐

যিশুর পুনরুত্থান: নব জীবনের আহ্বান

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের নবজীবন দান করে। প্রভু যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন ও গৌরব এনে দিয়েছেন। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের নবজীবনের পথ দেখায়। আর যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু। খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলেই যিশুর দেওয়া নবজীবন গ্রহণ করার জন্য আহূত।

যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের প্রতিশ্রুতি: যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের প্রতিশ্রুতি। যিশু নিজেই বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, কার মৃত্যু হতে পারে না, কোন কালেই না। *(যোহন ১১: ২৫-২৬)*।" যিশুতে বিশ্বাস রেখে যারা মারা যাবে, যিশু তাদের পুনরুত্থিত করবেন, তিনি তাদের নতুন জীবন দান করবেন, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের আশান্বিত করে, হতাশার মাঝে আশা জাগায়। আবার তিনি বলেছেন, "মৃতেরা যে সত্যিই পুনরুত্থিত হয়, সে কথা মোশী নিজেই তো স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন জ্বলন্ত ঝোপের সেই কাহিনীটির মধ্যে। তিনি তো সেখানে প্রভুকে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর বলেই ডেকেছেন। কিন্তু পরমেশ্বর তো মৃতদের নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই যে জীবিত *(লুক ২০:৩৭)*।" যিশু স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন মৃতেরা একদিন পুনরুত্থিত করবেন। তাঁর এই প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্য আশার চিহ্ন। যিশু তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আমরাও নতুন মানুষ হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই পুণ্য শনিবারের রাত্রিতে এবং পুনরুত্থান রবিবারে দীক্ষা সংকল্প পুনর্গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। আমরা জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করি এবং প্রতিশ্রুতি দিই শয়তান ও শয়তানের সমস্ত কাজ পরিহার বা ত্যাগ করার এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখার সংকল্প করি, প্রতিজ্ঞা করি ও প্রতিশ্রুতি দিই। এইভাবে আমরা যিশুর পুনরুত্থানে নতুন মানুষ হয়ে উঠি।

যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের আহ্বান: যিশুর পুনরুত্থান মানে নবজীবন। আর নবজীবন মানে নবজন্ম ও নবসৃষ্টি। প্রেরিতশিষ্য পিতর তাঁর পত্রে লিখেছেন, "তাঁর অসীম করুণা গুণেই তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়ে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন *(১পিতর ১:৩)*।" অপরদিকে সাধু পল নব সৃষ্টি বিষয়ে তার পত্রে লিখেছেন, "কেউ যদি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নবসৃষ্টি হয়ে ওঠে। যা পুরনো, তা তো মিলিয়েই গেছে, দেখ, সমস্তই এখন নতুন হয়ে উঠেছে *(২ করিন্থীয় ৫:১৭)*।"

"আর দীক্ষাস্নানে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতেও সমাহিত হয়েছি, যাতে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন এক নবজীবনের পথে চলতে পারি *(রোমীয় ৬:৪)*।" সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের আহ্বান। আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করি এবং তাঁরই সাথে পুনরুত্থিতও হই। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন যখন, আমরাও পুনরুত্থিত হব, কেননা আমরা তো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে জীবনবন্ধনে সংযুক্ত মানুষ। সাধু পল বলেন, "খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই সকলে তেমনি সঞ্জীবিতও হয়ে উঠবে" *(১ করিন্থীয় ১৫:২২)*। ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল আরো বলেন যে, আমি চাই তাঁর মৃত্যুর মত মৃত্যু বরণ করেই তাঁর সমরূপ হয়ে উঠতে যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে পারি। *(ফিলিপ্পীয় ৩:১০-১১)*।

যিশুর পুনরুত্থান নবজীবনের আহ্বান। এই নবজীবন মানে পুরনো স্বভাবকে, পুরনো আমিত্বকে কবরস্থ করে নতুনভাবে আলোর পথে, সত্য ন্যায়ের পথে ও পবিত্রতার পথে জীবনযাপন করার আহ্বান। "তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর, যা রয়েছে ওই উর্ধ্বলোকে, যেখানে স্বয়ং খ্রিস্টই সমাসীন রয়েছেন পরমেশ্বরের ডান পাশে" *(কলসীয় ৩:১)*। আমাদের জীবনযাপন যেন খ্রিস্টকেন্দ্রিক হয়, খ্রিস্ট আদর্শ অনুসারে হয়।

এই কথাটির সত্যতা পাই মাগদালার মারীয়ার জীবনে। "মাগদালার মারীয়া প্রথম প্রেরিতদূত হয়ে উঠেছেন যিশুর পুনরুত্থানের পর। "তুমি বরং আমার ভাইদের কাছে যাও, তাদের গিয়ে বল: যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর আমি এবার উর্ধ্বলোকে তার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তাই মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে জানালেন, আমি প্রভুকে দেখেছি *(যোহন ২০:১৮)*।" মাগদালার মারীয়াই যিশুর পুনরুত্থানের কথা প্রথম প্রচার করেছেন। তিনিই যিশুর পুনরুত্থানের পর প্রথম প্রেরিতদূত। তাকে বলা হয়, প্রেরিতদূতদের প্রেরিতদূত। মেয়েরা সাধারণত কবরস্থানে থাকতে ভয় পান কিন্তু মারীয়া ভয় পাননি। এই সেই মারীয়া যার মধ্য থেকে সাতটি অপদূত তাড়ানো হয়েছিল। "...মাগদালেনা নামে পরিচিতা সেই মারীয়া, যাঁকে ছেড়ে সাতটি অপদূত বেরিয়ে এসেছিল *(লুক ৮:২)*।" যিশু মারীয়াকে নিরাময় করে তুলেছেন আর মারীয়া সুস্থ হয়ে যিশুকে অনুসরণ করেছেন। যিশুর ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যিশুর মৃত্যু দেখেছেন এবং যিশুর পুনরুত্থানের সুসমাচার প্রচার করেছেন।

যিশুর পুনরুত্থানে নব জীবন পেয়েছে দু'জন ভগ্ন হৃদয় শিষ্যেরা। যিশুর মৃত্যুতে তাঁর দু'জন শিষ্য শোকার্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এমতাবস্তায় জেরুসালেম ছেড়ে এম্মাউস নামে গ্রামে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের পুরনো জীবনে ফিরেও যাচ্ছিলেন এবং ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই তারা পুনরুত্থিত যিশুর দেখা পেয়ে এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা সকলকে জানাতে তারা আবার জেরুসালেম ফিরে এলেন। যিশুর কথা শুনে তাদের অন্তরে গভীর বিশ্বাস ও আশা যেন আগুনের মত আবার জ্বলে উঠল *(লুক ২৪:১৩)*। তারা নতুন জীবন শুরু করলেন। ভয় ভীতি ও হতাশা নিরাশা দূর করে আশা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করলেন।

উদাহরণ: বিজয় বেনেডিক্ট একজন ভারতীয় খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে 'আই এম এ ডিস্কো ড্যান্সার' গানটির জন্য তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেন। মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'ডিস্কো ড্যান্সার' মুভিতে বিজয় বেনেডিক্ট এই গানটি গেয়েছিলেন। এই গানটির পর তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

(বাকি অংশ ২৯ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল পিএলসি-এ
হাউজিং সোসাইটির সদস্যগণের

স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ ছাড় প্রাপ্তি

কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল *(পূর্বের নাম: : ইউনাইটেড হাসপাতাল লিমিটেড)* ও দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রেক্ষিতে হাউজিং সোসাইটির সকল সদস্য পাচ্ছেন স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ ছাড়...

কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে চিকিৎসা ও ডায়াগনস্টিক সেবায় আপনি পাচ্ছেন

- **হাউজিং সোসাইটির সদস্য ও তাঁর পরিবার**
- **প্যাথলজি টেস্টে ২০% ছাড়**
- **ইমেজিং টেস্টে ১০%**
- **কেবিন ভাড়ায় ৫% কর্পোরেট ছাড়**
- **বছরে কমপক্ষে ৫০ জনের জন্য বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ**

পূর্বের লগো | বর্তমান লগো
United Hospital | CONTINENTAL HOSPITAL

হাসপাতালের নাম পরিবর্তন

লক্ষ্যণীয় : বিশেষ ছাড় প্রাপ্তিতে সদস্য পরিচয়পত্র প্রদর্শন করা মাত্রই আপনি সেবা পাবেন।

বিস্তারিত জানতে : **দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ**
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪

বিজ্ঞ/৬৫/২০২৬

আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন (যোহন ১১:২৫)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, ...
যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়, ...
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্নেষ্ট আলম ডি. কস্তা
সূর্যোদয় : ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
লং আইল্যান্ড, ইউএসএ

ফিলোমিনা নির্মলা ডি'কস্তা
সূর্যোদয় : ১ জুলাই, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ২১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
নর্থ ক্যারোলিনা, ইউএসএ

প্রিয় বাবা ও মা, নিরালায় নিভৃতে বসে নীরবে শুনি
তোমাদের মধুর কণ্ঠে গেয়ে যাওয়া কত গান।
বাতাসে ধ্বনিত রণিত কত কথা,
পথ চেয়ে দেখি মন্থর গতিতে হেঁটে চলার অপূর্ব ছবি।
কে বলে তোমরা নেই? তোমরা রয়েছ আমাদের হৃদয় গভীরে।
তোমাদের পদচিহ্ন, হাতের ছোঁয়া, মধুর দৃষ্টি ও ভালোবাসা
সে তো চির জাগ্রত,
চির জীবন্ত নীলাকাশের উজ্জ্বল তারার মত।
স্বর্গরাজ্যে তোমরা রয়েছ পবিত্র ত্রিত্বের জয়গানে চির মুখরিত।
বাবা ও মা, তোমাদের সন্তানদের, নাতি-নাতনীদের,
পুতি-পুতিনদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করো।

ছেলে ও বৌমা	:	লরেন্স ডি. কস্তা ও এলিজাবেথ গমেজ
ছেলে	:	পঙ্কজ ডি. কস্তা
মেয়ে ও জামাই	:	ঊষা-প্রয়াত নিকোলাস, রীনা-সুশীল, শুভ্রা- জেমস, শিখা-সুজিত, সিম্মি-ডেনিস
মেয়ে	:	সিস্টার রেবা আরএনডিএম এবং সিস্টার মেরী আভা এসএমআরএ
নাতি-নাতবৌ	:	রুজভেল্ট-লিরা, ভিক্টর-রিমি, সুমন-প্রিয়াংকা, ব্লেইজ-মুমু, সুজন-সুইটি, প্রিন্স-পূজা, জেরী-কৃণা, জেসী-জিনা
নাতি-নাতনী	:	কেলভিন, খ্রীষ্টফার, ম্যাথিও, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক। নাতনি-নাতজামাই: এলিসন-অকসর।
পুতি-পুতিন	:	হৃদি, ক্লেইন, রাহী, নিক্সন, এইডেন, অড্রি, লিয়া, এলাইনা, ব্রুকলিন, এলা, নায়া, জিয়ানা, কালিন।

526 Abbey fields loop, Morrisville, NC 27560

বিজ্ঞ/৬৯/২০২৬

GLOBAL VILLAGE ACADEMY

OUR SUCCESS STORIES

WISHING OUR WONDERFUL COMMUNITY A VERY HAPPY EASTER FILLED WITH JOY AND NEW BEGINNINGS.

A MASSIVE CONGRATULATIONS TO OUR LATEST VISA-APPROVED CANDIDATES!

Visa Approved for Japan & S.Korea.38 success for Romania Work Permit.

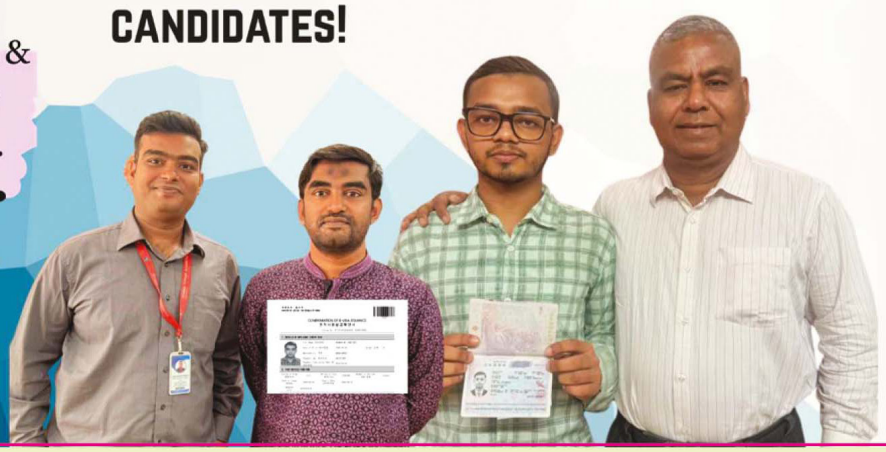

- HOUSE-11 (2ND FLOOR), BLOCK-J,
- BARIDHARA, DHAKA-1212, BANGLADESH
- +880 1901 519 727
- +880 1911-052 103
- INFO@GLOBALVILLAGEBD.COM

বিজ্ঞ/৭১/২০২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

খ্রিস্টীয় পরিবারে পুনরুত্থানের মূল্যবোধ চর্চা

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু ও এ্যাডভোকেট হেলেনা হালদার (লিমা)

সুচনা

খ্রিস্টীয় পরিবারকে "গৃহমণ্ডলী" বলা হয়, কারণ এখানেই প্রথম খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, মুল্যবোধ ও শিক্ষার সুচনা হয়। প্রথম খ্রিস্টীয় নৈতিক শিক্ষা পায় সন্তানরা পরিবার থেকেই। খ্রিস্টীয় শিক্ষায় পরিবার হল একটি মৌলিক ও পবিত্র প্রতিষ্ঠান। পরিবার শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, কিন্তু ভালোবাসা, বিশ্বাস, ক্ষমা ও আত্মত্যাগের এক জীবন্ত শিক্ষা ক্ষেত্র। খৃস্টান পরিবারে কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন যীশু খ্রিস্ট, যিনি তাঁর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে মানবজাতিকে নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন। খ্রিস্টধর্মের মূল ভিত্তি হ'ল পুনরুত্থান, যা আমরা জানি যে মৃত্যু শেষ নয়, বরং নতুন জীবনের আরম্ভ। পুনরুত্থান খ্রিস্টান পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি খ্রিস্টীয় পরিবার তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তারা পুনরুত্থানের মূল্যবোধকে নিজেদের জীবনে ধারণ ও বহন করে।

শিরোনামটি বিশ্লেষণ করে, আমরা ছয়টি শব্দ পাই যথা: পরিবার, খ্রিস্টীয় পরিবার, পুনরুত্থান, মুল্যবোধ ও চর্চা। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোকপাত করা হ'ল:

পরিবার কী (Family)

পরিবার হচ্ছে একটি সর্বজনীন গোষ্ঠি। এটি মানব ইতিহাসের প্রথম প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি এটি মানব সমাজের মৌলিক একক। এটি সভ্যতার প্রত্যেক যুগে এবং সমাজে বিদ্যমান। এখানে রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয় এবং এরা সকলেই একত্রে একটি বাড়িতে বসবাস করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া ও যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। তারা অভিন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন করে। মৌলিক পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক একক যেখানে রক্তের সম্পর্ক, বিবাহের মাধ্যমে মানুষ একসাথে বসবাস করে এবং পারস্পারিক ভালোবাসা, যত্ন ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে। সাধারণত পরিবারে বাবা-মা, সন্তান এবং কখনো কখনো দাদা-দাদি বা অন্যান্য আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরিবার মানুষের প্রথম শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং চরিত্র গঠনের স্থান।

খ্রিস্টীয় পরিবারের ধারণা

খ্রিস্টীয় পরিবার গঠন হয় বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে যেখানে একজন নর ও নারী আজীবন একসাথে থেকে খ্রিস্টীয় আদর্শে নিজেরা ও ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তানদের লালন ও পালন করবেন। যেখানে খ্রিস্টের মূল্যবোধ ও শিক্ষা প্রতিদিন পারিবারিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। এখানে খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরা পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, ক্ষমা ও সহনশীলতা, সত্য ও ন্যায়ের চর্চা, সেবা ও ত্যাগের মনোভাব, একসাথে প্রার্থনা ও বিশ্বাসের চর্চা করবে। পরিবার গঠন মানে শুধু একসাথে থাকা নয়-এটা ভালোবাসা, দায়িত্ব এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে একটি সম্পর্ক তৈরি করা। খ্রিস্টীয় পরিবার হলো এমন একটি বন্ধন, যেখানে ভালোবাসা, যত্ন এবং দায়িত্ব থাকে-শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়।

পুনরুত্থান

"Resurrection" বলতে বোঝায় মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে ওঠা বা ফিরে আসা। এটি ধর্মীয় বিশ্বাসে দেখা হয় যে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া। আবার ফিরে আসাকেও পুনরুত্থান বলা হয়। খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের ভালোবেসে ও পরিত্রাণে উদ্দেশ্যে এ জগতে এসেছিলেন এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশীয় লজ্জাজনক মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন।

মূল্যবোধ (Values)

"Values" বলতে বোঝায় মানুষের নৈতিকতা, আদর্শ, এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে বিশ্বাস। যেমন সততা, সম্মান, দয়া, ন্যায়বিচার-এগুলোই মানুষের মূল্যবোধ বা values। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তি বা মানুষ যা বিশ্বাস (Believe) করে, যা চর্চা বা অনুশীলন (Practice) করে এবং তা উত্তরোত্তর উন্নয়নের (Promote) জন্য চেষ্টা করে তাই তার মূল্যবোধ। অর্থাৎ খ্রিস্টান হিসাবে খ্রিস্টের শিক্ষাগুলো বিশ্বাস করা, চর্চা করা এবং তা অন্যের মাধ্যে বিস্তার করাই আমাদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ।

চর্চা

চর্চা শব্দটির অর্থ হলো- কোনো বিষয় নিয়ে বারবার অনুশীলন করা (practice) এবং কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা (discussion)। উদাহরণ: ইংরেজি শেখার জন্য প্রতিদিন চর্চা করা দরকার। অর্থ্যাৎ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধগুলো আমাদের জীবনে নিয়মিত অনুশীলন করা। মানে হলো কোনো কিছু নিয়মিত করা বা তা নিয়ে আলোচনা করা।

খ্রিস্টীয় পরিবারের মূল মূল্যবোধ (Core Values of Christian Family)

১) **ভালোবাসা (Love):** নিঃস্বার্থ ভালোবাসা খ্রিস্টীয় পরিবারের ভিত্তি। সবাই একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে।

২) **বিশ্বাস (Faith):** ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং নিয়মিত প্রার্থনা পরিবারকে শক্তিশালী করে।

৩) **ক্ষমা (Forgiveness):** ভুল হলে একে অপরকে ক্ষমা করা এবং সম্পর্ক ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

৪) **সম্মান (Respect):** বাবা-মা, বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ দেখানো।

৫) **সততা (Honesty):** সত্য বলা এবং সৎ জীবনযাপন করা খ্রিস্টীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৬) **সেবা (Service):** অন্যদের সাহায্য করা এবং সমাজের জন্য কাজ করা।

৭) **ঐক্য (Unity):** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য এবং সহযোগিতা বজায় রাখা।

পুনরুত্থানের তাৎপর্য

খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল পুনরুত্থান। যিশু খ্রিস্ট তাঁর ক্রুশে মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের শক্তি মৃত্যুকেও পরাজিত করতে পারে। অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুর উপর বিজয়, নতুন জীবনের আশা, পাপ থেকে মুক্তি, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ইত্যাদি প্রতিটি খ্রিস্ট

বিশ্বাসীকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করে। আর পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে জীবনের প্রতিটি অন্ধকারের পরে আলো আসে।

পুনরুত্থানের মূল্যবোধ

পুনরুত্থানের মূল্যবোধ বলতে আমরা সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি বুঝি, যা যিশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের জীবনে রেখাপাত করে সেগুলো হ'ল: আশা, ক্ষমা, ভালোবাসা, নতুন শুরু, বিশ্বাস ইত্যাদি। পাশাপাশি পুনরুত্থান মানে নতুন করে শুরু করা। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করা। পুনরুত্থানের মূল বার্তা হলো- মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, হতাশার পরেও আশা আছে, এবং পাপ ও অন্ধকারের পরেও ঈশ্বরের আলো বিদ্যমান। তাই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবনে এই মূল্যবোধের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১) পুনরুত্থান: খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু: যিশু বলেছেন: "আমি পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে যদি মরেও যায়, তবুও বাঁচবে।" *(যোহন ১১:২৫)* অর্থাৎ, পুনরুত্থান শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এটি বর্তমান জীবনের জন্যও এক বাস্তব সত্য। যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে ঈশ্বর মৃত্যুর উপর বিজয়ী, এবং তিনি আমাদের জীবনেও সেই বিজয় দান করতে সক্ষম।

পরিবারে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা মানে হলো-প্রতিটি সদস্যকে শেখানো যে, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে হবে। যখন পরিবারে দুঃখ, অসুস্থতা, আর্থিক সমস্যা বা সম্পর্কের টানাপোড়েন আসে, তখন পুনরুত্থানের আশা তাদের শক্তি জোগায়।

২) আশা ও নতুন সূচনার শিক্ষা: "প্রভুর দয়া শেষ হয় না; তাঁর করুণা কখনও ফুরায় না; প্রতি সকালে তা নতুন হয়" *(বিলাপ ৩:২২-২৩)*। অর্থাৎ পুনরুত্থান মানে নতুন শুরু। এটি আমাদের শেখায় যে, অতীতের ব্যর্থতা বা ভুল আমাদের শেষ নয়। ঈশ্বর আমাদের নতুন সুযোগ দেন। পরিবারে এই মূল্যবোধ চর্চা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পরিবারে সদস্যরা ভুল করে, ব্যর্থ হয় বা হতাশায় ভোগে। তখন যদি পরিবার তাদের পুনরায় উঠে দাঁড়াতে উৎসাহ দেয়, তবে তারা নতুন জীবন শুরু করতে পারে। এটি হৃদয়ের ক্ষত সারায় এবং ভালোবাসাকে পুনরুদ্ধার করে।

৪) ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ: "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন" *(যোহন ৩:১৬)*। পুনরুত্থানের আগে যিশুর আত্মত্যাগ আমাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। এই ভালোবাসা শর্তহীন এবং ত্যাগপূর্ণ। পরিবারে এই ভালোবাসা চর্চা করা মানে হলো-নিজের স্বার্থের আগে অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ত্যাগ, সন্তানদের প্রতি যত্ন এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সবই পুনরুত্থানের মূল্যবোধের অংশ। ভালোবাসা যখন ত্যাগের সাথে যুক্ত হয়, তখন পরিবারে এক গভীর বন্ধন সৃষ্টি হয়।

৫) বিশ্বাস ও প্রার্থনার জীবন: "যেখানে দুই বা তিন জন আমার নামে একত্রিত হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি" *(মথি ১৮:২০)*। পুনরুত্থানের শক্তি উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বাস এবং প্রার্থনার জীবন অপরিহার্য। পরিবারে একসাথে প্রার্থনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। এটি শুধু আধ্যাত্মিক বন্ধনই গড়ে তোলে না, বরং সদস্যদের মধ্যে ঐক্যও বৃদ্ধি করে। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ, ধ্যান এবং প্রার্থনা পরিবারকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে এবং তাদের জীবনে পুনরুত্থানের শক্তি কার্যকর করে।

৬) পরিবর্তনের আহ্বান: "যদি কেউ খ্রিস্টে থাকে, তবে সে নতুন সৃষ্টি; পুরাতন বিষয়গুলো চলে গেছে, দেখ, সবই নতুন হয়েছে" *(২ করিন্থীয় ৫:১৭)*। পুনরুত্থান মানে পরিবর্তন। এটি আমাদের পুরনো পাপপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে নতুন জীবন গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। পরিবারে এই শিক্ষা মানে হলো-সৎ জীবনযাপন, সত্যবাদিতা, নম্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা চর্চা করা। অভিভাবকদের উচিত নিজেদের জীবন দিয়ে সন্তানদের সামনে উদাহরণ স্থাপন করা। কারণ সন্তানরা কথার চেয়ে কাজ দেখে বেশি শেখে।

৭) কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য ও বিশ্বাস: "আমরা জানি যে, দুঃখ ধৈর্য উৎপন্ন করে; ধৈর্য চরিত্র গঠন করে; এবং চরিত্র আশা উৎপন্ন করে" *(রোমীয় ৫:৩-৪)*। পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে কষ্টের শেষ আছে। যিশু কষ্ট ভোগ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। পরিবারে এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে নানা ধরনের সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু যদি পরিবার একসাথে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে, তবে তারা সেই সমস্যাগুলো অতিক্রম করতে পারে।

৮) সন্তানদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা: "শিশুকে তার পথের শুরুতেই শিক্ষা দাও; সে বৃদ্ধ হলেও তা থেকে বিচ্যুত হবে না" *(হিতোপদেশ ২২:৬)*। পরিবারে পুনরুত্থানের মূল্যবোধ চর্চা শুরু করতে হবে শিশু থেকেই। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই বাইবেলের গল্প, যিশুর জীবন এবং পুনরুত্থানের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং তারা সঠিক পথে চলতে শেখে।

৯) ঐক্য ও পারস্পরিক সহায়তা: "তোমরা আনন্দিতদের সাথে আনন্দ কর, আর যারা কাঁদে তাদের সাথে কাঁদো" *(রোমীয় ১২:১৫)*।

পুনরুত্থান আমাদের একত্রে থাকার এবং একে অপরকে সহায়তা করার শিক্ষা দেয়। পরিবারে যদি একে অপরের প্রতি সহানুভূতি এবং সহযোগিতা থাকে, তবে সেই পরিবার শক্তিশালী হয়। কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকা পুনরুত্থানের মূল্যবোধকে বাস্তব করে তোলে।

১০) পরিবারকে আশীর্বাদের উৎসে পরিণত করা: "তোমরা জগতের আলো, তোমাদের আলো মানুষদের সামনে এমনভাবে জ্বলুক যাতে তারা তোমাদের সৎ কাজ দেখে ঈশ্বরকে মহিমা দেয়" *(মথি ৫:১৪-১৬)*। যে পরিবার পুনরুত্থানের মূল্যবোধ অনুসরণ করে, সেই পরিবার অন্যদের জন্য আশীর্বাদের উৎস হয়ে ওঠে। এই ধরনের পরিবার সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের শেখানো যে, ব্যর্থতা জীবনের অংশ, কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যে তারা আবার সফল হতে পারে। এই মনোভাব তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

১১) ক্ষমা: "পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানে না এরা কি করছে" *(লূক ২৩:৩৪)*। পুনরুত্থান আমাদের ক্ষমার শিক্ষা দেয়। যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার সময়ও বলেছিলেন: এই ক্ষমার মনোভাবই পুনরুত্থানের শক্তিকে প্রকাশ করে। পরিবারে এই মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ যেখানে মানুষ আছে, সেখানে ভুল ও দ্বন্দ্ব থাকবেই।

"তোমরা একে অপরের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হও এবং একে অপরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বর খ্রিস্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন" *(এফেসীয় ৪:৩২)*। পরিবারে যদি ক্ষমার চর্চা না থাকে, তবে সম্পর্ক ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। কিন্তু ক্ষমা সম্পর্ককে পুনর্জীবিত করে।

আমরা কীভাবে পরিবারে খ্রিস্টীয় পুনরুত্থানের মূল্যবোধের চর্চা করতে পারি

১) পারিবারিক সম্পর্ক পুনর্গঠন: বর্তমান সময় হ'ল ভোগবাদী সময়। পরিবারে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়া ও দূরত্ব তৈরি হয়। পুনরুত্থানের শিক্ষা অনুযায়ী, এই সম্পর্কগুলো আবার নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যদি আমরা ক্ষমা করা, কথা বলা, একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করার মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করি।

২) কষ্টের সময় আশা: আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যা আসতে পারে; যেমন, অর্থনৈতিক সমস্যা, অসুস্থতা বা মানসিক কষ্ট-এসব সময়ে পরিবার ভেঙে পড়তে পারে। পুনরুত্থানের বিশ্বাসীরা খ্রিস্টের আলোকে আলোকিত হয়ে পারিবারিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় ও আশা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।।

৩) সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা: পরিবারে খ্রিস্টীয় নৈতিক শিক্ষা চর্চা করলে, সন্তানরাও সেই একই শিক্ষায় গড়ে উঠবে। ফলে তারা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে, ন্যায় ও সত্যের পথে চলবে এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

৪) প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক জীবন: একটি খ্রিস্টীয় পরিবার নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। একটি কথা আছে, যে পরিবার এক সাথে প্রার্থনা করে, সে পরিবার এক সাথে থাকে। পরিবারে প্রতি দিন সন্ধ্যায় রোজারি মালা প্রার্থনা করা ও রবিবার দিন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়ের গির্জায় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা।

৫) সহভাগিতা করা: প্রতিটি পরিবারে সন্ধ্যা প্রার্থনা পর এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করা, কে সারা দিন কি করল। কোন ভাল কাজ, ঘটনা বা মন্দ ঘটনা ইত্যাদি। এতে পরিবারের সকল সদস্য সকলের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

৬) প্রযুক্তির ব্যবহার: প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমানে চলা খুবই মুশকিল। তাই পরিবারে ছেলে-মেয়েদের এর ভালমন্দ দিকগুলো বুঝানো এবং পরিমিত ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। পাশাপশি বাব-মাদেরও এ বিষয়ে আরো সচেতন হওয়া দরকার।

পরিবার গুলোর চ্যালেঞ্জ: বর্তমান খ্রিস্টীয় পরিবারগুলো যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছে তা হ'ল; প্রযুক্তির আসক্তি, পারিবারিক ভাঙন, স্বার্থপরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, ক্ষমা করতে না পারা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আধ্যাত্মিক জীবনের অবহেলা, একে অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করা ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়: উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো আমরা যেভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি, তা হলো: খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিদিনে প্রার্থনাগুলো প্রতিদিন পারিবারে চর্চা করা, একে অপরের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা, প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও অনুশীলন করা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি।

উপসংহার

খ্রিস্টীয় পরিবারে পুনরুত্থানের মূল্যবোধ একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, যা পরিবারকে ভালোবাসা, আশা ও বিশ্বাসে দৃঢ় করে। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি প্রতিদিনের জীবনের জন্য একটি জীবন্ত বার্তা।

যদি একটি পরিবার এই মূল্যবোধগুলোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহলে সেই পরিবার শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, সমাজের জন্যও একটি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারে। পুনরুত্থানের শিক্ষা আমাদের আহ্বান জানায়-পুরনো জীবন ছেড়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে, অন্ধকার ছেড়ে আলোকে গ্রহণ করতে, হতাশা ছেড়ে আশায় বাঁচতে। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের পরিবারে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়ন করা, যাতে আমাদের পরিবার হয় ঈশ্বরের উপস্থিতির একটি জীবন্ত উদাহরণ এবং তাঁর মহিমা প্রকাশের একটি মাধ্যম। তাই, আসুন আমরা আমাদের পরিবারকে পুনরুত্থানের মূল্যবোধে গড়ে তুলি এবং খ্রিস্টের ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে উঠি।

তথ্যসূত্র

- পবিত্র বাইবেল

- খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ

- মূল্যবোধে জীবন গঠন, ফা. আদম এস পেরেরা, সিএসসি

- খ্রিস্টমন্ডলী ও পালকীয় কর্মকান্ড - কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি

- পারিবারিক মিলন-বন্ধন (Familiaris Consortio), পোপ দ্বিতীয় জন পল

- প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান, ড. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ

- ইন্টারনেট

(২৬ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

একের পর এক গান গাইতে থাকেন। কিন্তু ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তার জীবনে দুঃখ নেমে আসে। তার বড় ভাই জার্মানীতে গিয়ে মাফিয়া চক্রের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি ছায়াছবিতে কণ্ঠ দেওয়া ছেড়ে দেন। তিনি বাইবেল পড়ে আশা খুঁজে পান ও বিশ্বাসের দৃষ্টি ফিরে পান। পরে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন এখন থেকে শুধু ধর্মীয় গান করবেন। আর এইভাবে তিনি 'গসপেল সিঙ্গার' বলে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিশ্বাসের জন্য নিজেকে আজও তিনি উৎসর্গ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী' কেন্দ্রে গান করেছিলেন। আমি সেদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। তার কণ্ঠে সেদিন শুনেছিলাম এই গানটি- "তেরি স্তুতি কারতে হাই হুম---আল্লেলুইয়া।"

যিশু পুনরুত্থান বিশ্বাসের নব জাগরণ: যিশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসের নব জাগরণ ঘটিয়েছে। যিশুর পুনরুত্থানের পর অনেকের বিশ্বাস গভীর হয়েছে। শিষ্য যোহনের বিশ্বাস গভীর হয়েছে, "তখন অন্য যে শিষ্যটি সমাধিস্থানে আগে পৌঁছেছিল সেও ভেতরে ঢুকল; সে সবই দেখল, তার অন্তরে জেগে উঠল বিশ্বাস *(যোহন ২০:৮)*।" এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের বিশ্বাস গভীরতর হয়েছে, মাগদালার মারীয়া পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, সাধু টমাস মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে বলেছিলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার" *(যোহন ২০:২৪-)*। সাধু পিতর তার পুরনো পেশা মাছ ধরার কাজে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে মাছ ধরার সময় পিতর, যোহন ও যাকোবকে দেখা দিয়েছিলেন। যিশু তাদের বিশ্বাসের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। আর শিষ্যেরা যিশুকে চিনতেও পেরেছিলেন *(যোহন ২১:১)*। মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু দেখা দিয়েছেন প্রেরিতশিষ্যদের, পাঁচশোর অধিক ধর্মভাইকে এবং অবশেষে অকালজাতক পলকে *(২ করিন্থীয় ১৫:১-১১)*। যিশু খ্রিস্ট তাদের দেখা দিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত করেছেন।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান ও বিরাজমান কিন্তু আমরাই যিশুকে চিনতে পারিনা। যিশু খ্রিস্ট সাতটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর দিব্য গুণাবলী দিয়ে আমাদের নবজীবন দান করেন। তিনি চান, আমরা যেন জীবন পাই। কারণ তিনি এসেছেন জীবন দিতে। ❐

কে সরিয়েছিল সেই পাথর (Who Moved the Stone)?

পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও

দেখতে দেখতে যিশুর পুনরুত্থানের সময় চলে এসেছে। এই সময়ে, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে উৎসবের রঙ ছড়ায় যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের স্মৃতি–এক অলৌকিক মুহূর্ত, যা প্রায় দুই হাজার বছর আগে হতাশার অন্ধকারকে আশার আলোয় রূপান্তরিত করেছিল। এই কাহিনীর মাঝে লুকিয়ে আছে এক গভীর রহস্য: একটি শূন্য সমাধি, আর তার মুখে স্থাপিত বিশাল পাথর, যা কেউ সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কে? কীভাবে?

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রাঙ্ক মরিসনের বই "Who Moved the Stone?"-এ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন, গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর কবির মতো সাবলীল গল্প বলার কৌশল নিয়ে। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের পথে হাঁটেননি; বরং প্রমাণ, যুক্তি আর মানুষের হৃদয়ের গতিবিধি দিয়ে সুসমাচারের বিবরণগুলো জড়ো করেছেন, যাতে পুনরুত্থানের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়। ইস্টারের এই আলোয়, মরিসনের চিন্তাভাবনা আমাদের সেই শূন্য সমাধির দিকে নতুন করে তাকাতে বলে। বিশ্বাসী হোন, সংশয়ী হোন, বা কেবল কৌতূহলী–প্রশ্নটি সবার জন্য: প্রথম ইস্টারের সেই ভোরে কী ঘটেছিল? আসুন, মরিসনের পথ ধরে এই রহস্যের গভীরে যাই।

সমাধির রহস্যময় শূন্যতা: ফ্রাঙ্ক মরিসন তার যাত্রা শুরু করেন সুসমাচারের কেন্দ্রীয় কাহিনী দিয়ে *(মথি ২৮:১-৬, মার্ক ১৬: ১-৬, লুক ২৪:১-৬, যোহন ২০:১-২)*। যিশু ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পরের রবিবার ভোরে, মাগদালিনী মারীয়া আর যাকোবের মা মারীয়ার মতো নারীরা তাঁর দেহে সুগন্ধি মাখাতে সমাধির দিকে যান। কিন্তু সেখানে তারা যা দেখেন, তা তাদের হৃদয়কে স্তব্ধ করে দেয়–সমাধির মুখে রাখা বিশাল পাথরটি, যেটি সরাতে একাধিক পুরুষের শক্তি লাগত, সেটি সরানো। আর ভেতরে? যিশুর দেহ নেই। এক রহস্যময় দূত *(মথি ২৮: ২-৫; মার্ক ১৬:৫)*, বা কারো কারো বিবরণে দু'জন *(লুক ২৪:৪; যোহন ২০:১২)*, তাদের বলেন, "যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন!" সমাধি পাহারার জন্য মোতায়েন রোমান সৈন্যরা তখন কোথায়? মরিসন এই ঘটনাকে এক ঐতিহাসিক ধাঁধা হিসেবে দেখেন: কে সরিয়েছিল পাথরটি? যিশুর দেহের কী হলো?

তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সুসমাচারের বিবরণগুলোকে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মতো বিবেচনা করেন, যেমন আদালতের নথির ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। হয়তো ঈশ্বর এটি করেছেন - এমন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই নয়, বরং যুক্তি আর প্রমাণের আলোয় পরীক্ষা করেন, পুনরুত্থানের দাবি কি সত্যিই টিকে থাকতে পারে?

"প্রকৃতির নিয়ম একা কাজ করে না, এর পেছনে থাকে মানুষের উদ্দেশ্য আর

কাজ (The laws of nature do not operate in a vacuum, they operate in a world of human motives and actions)" (মরিসন, ১৯৩০, পৃ. ৮৯)।

তাই তিনি খুঁজে বের করতে চান–কে ছিল সেই জন, যার সামর্থ্য, উদ্দেশ্য আর সুযোগ ছিল পাথরটি সরানোর? একে একে তিনি সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পরখ করেন, আর দেখান কেন পুনরুত্থানই একমাত্র যৌক্তিক উত্তর।

কারা হতে পারত সন্দেহভাজন?

মরিসন প্রথমেই ভাবেন, মানুষের হাতেই কি এই রহস্যের সমাধান সম্ভব? তিনি একে একে সব সম্ভাব্য তত্ত্বের দিকে তাকান, আর যুক্তির আলোয় সেগুলো খণ্ডন করেন।

- ইহুদি নেতারা? যে ধর্মীয় নেতারা যিশুকে ক্রুশে চড়াতে চেয়েছিলেন, তারা কি তাঁর দেহ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে শিষ্যরা পুনরুত্থানের দাবি না করতে পারে? মরিসন বলেন, এটা অযৌক্তিক। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, পঞ্চাশত্তমীতে (Acts 2), শিষ্যরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে যেরুজালেমে দাঁড়িয়ে পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেন। যদি নেতাদের কাছে দেহটি থাকত, তারা সেটি সবার সামনে এনে খ্রিস্টধর্মকে শুরুতেই মুছে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তা করতে পারেননি, বরং শিষ্যরা শিষ্যদের সাক্ষ্যবাণীর শক্তিতে অন্যরা যিশুতে বিশ্বাস করেছেন এবং যিশুর শেখানো শিক্ষায় জীবন যাপন করা শুরু করেছিলেন। তাই মরিসন মনে করেন, তাদের দেহ লুকানোর কোনো কারণ ছিল না; বরং যদি তাঁরা তা করেই থাকতো, তাহলে সকলের সামনে তা প্রকাশ করে যিশুর শিষ্যদের দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে পারতো।
- রোমান প্রহরীরা? সুসমাচারে বলা হয়, সমাধি পাহারায় রোমান সৈন্যরা ছিল *(মথি ২৭:৬২-৬৬)*। তারা কি দেহটি সরিয়ে নিয়েছিল? মরিসন এটিকেও অসম্ভব বলেন। রোমান সৈন্যদের দায়িত্বে ব্যর্থ হওয়ার শাস্তি ছিল কঠোর - মৃত্যুদণ্ড। আর দেহ চুরি করা মানে তো নিজেদের জীবন বিপন্ন করা! যেই ব্যক্তিকে দুদিন আগেই ক্রুশের উপর লজ্জাজনক মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল, সেই ব্যক্তির দেহ চুরি করা কিংবা তাদের শিষ্যদেরকে সাহায্য করা - রোমান সাম্রাজ্যের যুগের কথা চিন্তা করলে এমন দাবিগুলো কি হাস্যরসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না? আবার মথি ২৮:১-১৫ পদে আমরা দেখতে পাই, যিশুর কবর দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা প্রহরীরা জবানবন্ধি দিয়েছিল যে শিষ্যরা তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ চুরি করেছে - আর এই জবানবন্ধিও মরিসনের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে, কারণ রোমান সাম্রাজ্যের সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এভাবে ঘুমিয়ে পড়া ছিল গুরুতর অপরাধ।

এখানে বলে রাখা ভালো, রোমান সেনারা কতোটা শক্তিশালী ও প্রফেশনাল ছিল, তা সমগ্র পৃথিবীকে রাজত্ব করার ক্ষমতা দিয়েই

যাচাই করা যায়। বর্তমান সময়ে কোন একটি দেশের সেনাবাহিনী যেমন শক্তিশালী ও চৌকুস, রোমান সেনারা ছিলেন তার থেকেও অধিক শক্তিশালী ও চৌকুস। তাই তাদের ঘুমিয়ে পড়া ও সেই সুযোগে এতো ভারী একটি পাথর নিঃশব্দে সরিয়ে মৃত দেহটি নিয়ে চলে যাওয়া - ভাবা যায়?

● আরিমাথিয়ার যোসেফ? যোসেফ, যার কেনা সমাধিতেই যিশুকে সমাহিত করা হয়েছিল, তিনি কি দেহটি অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিলেন?

মরিসন বলেন, এটাও অসম্ভব। যোসেফ যে প্রকাশ্যে যিশুকে সমাধি দিয়েছিলেন, এটা তার সামাজিক মর্যাদার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আর এতো বড় অপরাধসম কাজ করার পরে যদি তিনি গোপনে দেহ সরিয়ে রাখতেন, তাহলে তা তো আরও বড় ধরণের দণ্ডনীয় অপরাধ বলেই বিবেচিত হতো। তার উপর আরিমাথিয়ার যোসেফ ছিলেন সানহেদ্রিনের (ইহুদি ধর্মীয় পরিষদ) একজন সদস্য ছিলেন *(মার্ক ১৫:৪৩, ম্যাথু ২৭:৫৭)*, এবং ইহুদী সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার সামাজিক মর্যাদা, টাকা পয়সা - সব কিছুই ছিল সেই সমাজকে ঘিরে। যদিও তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে যিশুর কথা শুনতেন ও মানতেন, কিন্তু একজন ইহুদী হয়ে সে অবশই যিশুর কথা বিশ্বাস করবে, যদি তিনি সব কিছু মোশীর আদেশ মেনেই বলেন। কিন্তু একজন সম্মানিত, শিক্ষিত ও ইহুদী সমাজে উচ্চস্থানে একজন ব্যক্তি যখন নিজে লুকিয়ে যিশুর মৃতদেহ সরাবেন, তখন সেই ইহুদী ব্যক্তি কোন যুক্তিতে যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবেন? যিশুর শিষ্যরা যদি তা করেই থাকে, তিনি তো ঠিক ঐ সময়েই যিশুর সকল শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে ইহুদীদের গিয়ে জানিয়ে দিতেন, কারণ এভাবে লুকিয়ে কারণ দেহ চুরি করে পরবর্তিতে তিনি পুনরুত্থান করেছেন - এমন কোন দাবি তো 'ঈশ্বর নিন্দা'। আর ঈশ্বর নিন্দার একমাত্র শাস্তি হল 'মৃত্যুদণ্ড'। তাছাড়া, সমাধি পাহারায় ছিল–যোসেফ কীভাবে রোমান সৈন্যদের টপকে যেতেন? রোমান সেনাদের হাতে ধরা পড়লেই তো তার নিশ্চিত মৃত্যু! তার উপর এতো বড় পাথর, যা সরানো হলে প্রচুর শব্দ হতো এবং সেই শব্দে সেনারা উঠেও যেত।

● ভুল সমাধির গল্প? কেউ কেউ বলেন, শোকে বিহ্বল নারীরা হয়তো ভুল সমাধিতে গিয়েছিলেন। মরিসন এই ধারণাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। সুসমাচারে বলা হয়, নারীরা যিশুর সমাধি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন *(মার্ক ১৫:৪৭)*, তাই তারা জানতেন কোথায় যেতে হবে। জেরুজালেম ছিল ছোট শহর, আর যোসেফের সমাধি নতুন পাথরে খোদাই করাই ছিল *(মথি ২৭:৬০)*; সাধারণ কবরের মতো ছিল না। আর শিষ্যরা জেরুজালেমে দাঁড়িয়ে পুনরুত্থানের কথা যখন ঘোষণা করেছিলেন, তখন তো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যে-কেউই সমাধির অবস্থান যাচাই করতে পারত এবং শিষ্যদের দাবিকে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারতো। মরিসন বলেন, ভুল সমাধির গল্প ইতিহাস আর বাস্তবতার আলোয় টিকতে পারে না।

o শিষ্যরা কি দেহ চুরি করেছিলেন? প্রহরীরা বলেছিলেন, শিষ্যরা দেহ চুরি করেছে।

● মরিসন এই ধারণাকেও দুর্বল যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যিশুর গ্রেপ্তারের পর শিষ্যরা ভয়ে দরজা বন্ধ করে লুকিয়েছিলেন *(যোহন ২০:১৯)*। রোমান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করার সাহস বা অস্ত্র তাদের ছিল না। যিশু খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর পর তাদের মন ভেঙে পড়েছিল–এমন অবস্থায় তারা কেন মিথ্যা গল্প বানিয়ে জীবনের ঝুঁকি নেবে? ইতিহাস বলে - এতো এতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও বাঁধা থাকার পরেও খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পরেছিলে তাদের অন্তরের বিশ্বাসের জোরে, কোনো প্রতারণার জন্য নয়। মরিসন বলেন, যে মিথ্যা নিজেরাই জানে, তার জন্য কেউ শহীদ হয় না। অথচ অনেক শিষ্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

আর বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী, যিশুকে যখন ক্রুশে চরানো হল, তখন ইহুদীদের নিস্তার পর্ব চলছিল। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জেরুসালেমে এসে জড় হয় এবং নিস্তারপর্ব পালন করে থাকে। মরিসন প্রশ্ন করেন, প্রথমত, জেরুসালেম একটি ছোট নগরী, তার উপর ১০-১২ হাজারের মতো বাসিন্দান্দের নগরীতে যখন লাখ-খানিক মানুষের মিলন ঘটে, তখন তো যিশুর মতো এতো জনপ্রিয় একজন মানুষের ক্রুশীয় মৃত্যুতে হইচই পরে যাবার কথা! তাঁর শিষ্যরা তখন কি করছে, যিশুকে কোথাই বা কবর দেয়া হয়েছে, সে কবর দেখতে কেমন - এসব নিয়েই তারা উৎসাহিত হতো। আর যারা যিশুকে ক্রুশ দিয়েছে, সেই ইহুদী নেতারা কি এতো সহজেই যিশুর শিষ্যদের ছেড়ে দিত? রোমান সেনা পাহারায় রাখার পরেও কি তারা যিশুর সমাধির আশেপাশে ঘোরঘোর করতো না? যিশুর শিষ্যরা বুঝতে না পারলেও, ইহুদী নেতারা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে যিশু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থানের কথা বলে গেছেন। আজকের দিনে যদি এমন ঘটনা ঘটত, আমাদের অনেকে তো সারারাত সেখানেই বসে থাকতাম এবং তাঁর দাবি সত্য কিনা, তা যাচাই করতাম। কিন্তু ইহুদী নেতারা কিন্তু যিশুর দেহ চুরির ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য দেখাতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে সাথে সাথে যিশুর প্রতিটি শিষ্যদের ক্রুশে চরিয়ে হত্যা করা হতো। কিন্তু ইতিহাস তাঁর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দার করাতে পারেনি।

আর যদি শিষ্যরা কোন মতে চুরি করেই থাকেন, তাহলে এতো এতো মানুষের ভীরে কীভাবে লুকিয়ে যিশুর দেহ সরিয়ে ফেলেছিলেন? রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবার পথে কেউ কি দেখেননি? যিশুর শিষ্যদের তখন মানুষ চেনে না, এটা বলাটা বোকামি। আবার দুদিন আগেই তাদের গুরুকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেই সুবাদে তারা রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা করলে, সাধারণ মানুষ কি আরও বেশি উৎসাহী হতো না? মৃত দেহের মতো একটি ভারী বস্তু তারা কারো অলক্ষ্যে কোথাও সরিয়ে রাখবে, তা কি আসলেই বাস্তবের সাথে যোক্তিক কিছু দার করায়? এতো ছোট একটি শহর, এতো অল্প সময়ে মধ্যে তারা কোথাই বা লুকিয়ে রাখবে যিশুর দেহ?

পরবর্তিতে যিশুর শিষ্যরা সব জায়গায় গিয়ে যিশুর নাম প্রচার করেছেন এবং তিনি যে পুনরুত্থান করেছেন, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইহুদী নেতারা এতো কিছু শোনার পরেও কেন তারা যিশুর দেহ খুঁজে বের করলেন না? তাদের জন্য এটি কি খুব কঠিন কোন কাজ হতো?

তাছাড়া, ঐ যে আগেই উপস্থাপন করলাম - ভারী পাথরটি চুপচাপ সরানো, সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে, তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। রোমান ও ইহুদি নেতারা দেহ চুরির কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি - এমন কিছু ঘটলে ইতিহাসের পাতায় খ্রিস্টানদের নিয়ে হাস্যরসের কথাই লেখা থাকতো। বিশেষ করে বিখ্যাত ইহুদী ঐতিহাসিক ফ্লাভিয়াস জোসেফাস, যিনি কিনা যিশুর ক্রুশের মৃত্যুর ৪০ থেকে ৫০ বছর পরে তাঁর লেখা অ্যান্টিকুইটিস অফ দ্য জিউস (Antiquities of the Jews, 93–94 CE) বইতে যিশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ উল্লেখ করেছেন। এই বই যখন তিনি লিখেছিলেন, তখনো অনেক প্রত্যক্ষদর্শীরা জীবত ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

"এই সময়ে যীশু নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আচরণ ছিল ভালো এবং তিনি সৎ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইহুদি এবং অন্যান্য জাতির অনেক লোক তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। পিলাত তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন। যাঁরা তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেননি। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিন দিন পর তিনি তাঁদের সামনে জীবিত অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিলেন; এই কারণে, তিনি সম্ভবত সেই মশীহ ছিলেন, যাঁর সম্পর্কে নবীরা বিস্ময়কর কথা বলেছেন।"- (Antiquities, Book 18, Chapter 3, Section 3)

দিশেহারা হয়ে পরা শিষ্যদের আকস্মিক পরিবর্তন: মরিসন এবার শিষ্যদের জীবনের দিকে তাকান। ক্রুশের পর তারা ছিল ভীত। যিশুকে অস্বীকার করে পিতর দিশেহারা হয়ে পরলেন, অন্যরা গেলেন পালিয়ে *(মার্ক ১৪:৫০)*। প্রশ্ন জাগে, এই কিছুদিনের মধ্যে এমন কি ঘটল যে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, তারা মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে পুনরুত্থানের বাণী ছড়াতে লাগলেন? মরিসন প্রশ্ন করেন: কী এমন ঘটল যে তাদের ভয় কর্পুরের ন্যায় শূন্যে ভেসে গেল এবং তাড়া ভয়কে জয় করে যিশুর কথা চারদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলো? "কিছু একটা তো ঘটেছিল", তিনি লেখেন, "যা পরাজয়কে বিজয়ে বদলে দিয়েছিল" (মরিসন, ১৯৩০, পৃ. ১২৬)। তিনি বলেন, শুধু পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাৎ-ই এমন অসাধারণ পরিবর্তন আনতে পারত। খ্রিস্টধর্মের উত্থানও তাঁর যুক্তির অংশ। যে জেরুজালেমে যিশু ক্রুশে চড়েছিলেন, সেখানেই কীভাবে একটি ক্ষুদ্র, নিপীড়িত আন্দোলন ফুলে ফেঁপে উঠল? যদি পুনরুত্থান মিথ্যা হতো, কেউ সমাধি বা দেহ দেখিয়ে তা ভণ্ডুল করত। কিন্তু সমাধি শূন্য ছিল, আর সেই সত্য প্রত্যক্ষদর্শীদের হৃদয়ে ধরা দিয়েছিল। মরিসন এখানে মনোবিজ্ঞান আর ইতিহাস মেলানঃ শিষ্যদের সাহস আর খ্রিস্ট ধর্মের বিস্তার একটি সত্য ঘটনাকেই সাক্ষ্য দেয়।ৎ

নারীদের কণ্ঠ: এক অপ্রত্যাশিত আলো

মরিসন বিশেষভাবে আলো ফেলেন সেই নারীদের উপর, যারা প্রথম সমাধি খালি দেখেছিলেন। প্রথম শতাব্দীর ইহুদি সমাজে নারীদের কথা আইনের কাছে গ্রাহ্য ছিল না। তবু বাইবেল মাগদালিনীর মারীয়ার মতো নারীদের প্রথম সাক্ষী হিসেবে তুলে ধরে। মরিসন বলেন, যদি এটি বানানো গল্প হতো, তাহলে পুরুষ শিষ্যদের নাম দেওয়া হতো, যাতে ইহুদীরা তাদের কথা বা সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো। বরং মঙ্গলসমাচার লেখকেরা নারীদের এই উপস্থিতিকেই জোর দেন যা প্রকৃত সত্যের ছাপ বহন করে।

নারীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে এসেছিলেন, মৃত দেহে সুগন্ধি মাখাতে। খালি সমাধি তাদের হতবাক করেছিল; তাদের ভয় আর বিস্ময় *(মার্ক ১৬:৮)* ছিল সত্যিকারের মানুষের প্রতিক্রিয়া। আর সেই দেবদূতের কণ্ঠ–"তিনি পুনরুত্থিত!"–এক অলৌকিক সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। মরিসন বলেন, এই দৃশ্যের প্রাণবন্ততা সত্যের স্বাক্ষর।

যে প্রশ্ন রয়ে গেল - Who Moved the Stone? মরিসনের এই শিরোনাম তার যুক্তির হৃৎপিণ্ড। তিনি একে একে সব মানবিক ব্যাখ্যাকে বাতিল করেন, আর পুনরুত্থানকে সবচেয়ে যৌক্তিক উত্তর হিসেবে রাখেন। কিন্তু তিনি সরাসরি বলেননি, "ঈশ্বর সরিয়েছিলেন পাথরটি"। তিনি প্রমাণের উপর ভরসা করেন, যুক্তির পথে পাঠককে নিয়ে যান। এই সংযমই তার যুক্তিকে শক্তিশালী করে, যারা ধর্মের চেয়ে যুক্তিকে বেশি মানেন, তাদের কাছেও এটি পৌঁছে যায়। শূন্য সমাধি, শিষ্যদের নতুন জীবন, আর খ্রিস্টধর্মের উত্থান–সবই একটি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে: সেই ইস্টারের ভোরে কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল, যা আজও আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তোলে। ❐

CARITAS DEVELOPMENT INSTITUTE (CDI) * 1983 *

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'-র সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে পাস্কাপর্ব উপলক্ষে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০২২২২২২৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org
www.caritascdi.org

বিজ্ঞ/৭৬/২৬

বিশ্বাস ও নব জীবনের উৎসবঃ পুনরুত্থান

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি' কস্তা আরএনডিএম

বিশ্বাস ও নব জীবনের উৎসব: পুনরুত্থান। জীবন মানেই বেঁচে থাকা। বাঁচার মতো বেঁচে থাকাই হলো আনন্দ। গভীরে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় জীবন হলো একান্তই ঈশ্বরের দান বা উপহার। পরিবারে যখন একটি নতুন শিশুর জন্ম হয় তার জন্মের সাথে সাথে সেই পরিবারে আনন্দ উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। শিশুটিকে ঘিরে বেঁচে থাকার কতো চিন্তা পরিকল্পনা ও যত্ন শুরু হয়, কারণ একটি নতুন শিশু পৃথিবীতে আগমণ করেছে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় নব জীবনের গুরুত্ব শুধু মাত্র শারীরিক জন্মই নয়, এটা একটি আধ্যাত্মিক যাত্রার যত্ন ও পরিকল্পনা। মানুষ প্রতিনিয়ত তার জীবন চলার পথে অনেকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। মানব দুর্বলতা হেতু পাপের পথে ধাবিত হয়। তপস্যাকাল এমনই এক সময় যখন প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে সেই পাপের পথ ছেড়ে পুনরায় খ্রিস্টের দীক্ষা ও শিক্ষা অনুসারে সত্যের পথে চলার আহ্বান ও সুযোগ দান করা হয়। সৎ পথে চলার জন্য বিশ্বাস একটি আত্মিক শক্তি। খ্রিস্ট ঈশ্বর পুত্র হয়ে মানব মুক্তির জন্য অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছেন যেন মানব জাতি অন্যায়, মন্দতা, পাপ পরিত্যাগ করে বিশ্বাস ও নব জীবন লাভ করে।

২০২৬ খ্রিস্টবর্ষে আমরা খ্রিস্টান ও মুসলমান ভাই বোনেরা প্রায় কাছাকাছি সময়ে তপস্যাকাল ও পবিত্র রোজা পালন করেছি। এই যাত্রা অবশ্যই ত্যাগের যাত্রা, আত্মশুদ্ধির সাধনা, ঈশ্বর বা আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তার সাথে এবং মানুষ মানুষের সাথে পুনর্মিলনের অঙ্গীকারের পবিত্র ক্ষণ। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারে ন্যায়, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, পুনর্মিলন। প্রত্যেক মানুষ যেন নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত ভালো মন্দের পর্যালোচনা করার শক্তি লাভ করে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে মন্দকে পরিহার করে সুন্দর, পবিত্র জীবন যাপন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। আমাদের মুসলমান ভাইবোনেরা পবিত্র রোজার মাসে নামাজ, দান ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মশুদ্ধির সাধনা করেছে। তারা ঈদের উৎসবে মেতেছে। আমরা খ্রিস্টান ভাইবোনেরা পুণ্য সপ্তাহের মধ্য দিয়ে চল্লিশ দিনের রোজা ও তপস্যাকালের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান উৎসবে অংশী হই। মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলে মিলে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হৃদয় ও আত্মায় ঐশ পবিত্রতার আশীর্বাদ লাভ করে ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে ও সমাজে পারস্পারিক মর্যাদা, ন্যায্যতা, শান্তি ও ভক্তি প্রতিষ্ঠা করার আত্মবিশ্বাস, সাহস ও নব শক্তি লাভ করছি। এই ত্যাগ সাধনা অবশ্যই ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলের অন্তরে স্বস্থি, শ্রদ্ধাবোধ, নীরবতা, দল মতের উর্ধ্বে উঠে হিংসাত্মক কথা ও আচরণের আবদ্ধ মনমানসিকতা ঝেড়ে ফেলে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব সমীচীন বলে মনে করি।

পুণ্য সপ্তাহ বা পাস্কা পর্ব খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাস্কাপর্ব হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র। খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব। এই পর্বে নিহিত রয়েছে ঐশতত্ত্বের মূল রহস্য। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছেন এই জগতে মানুষরূপে। কেন? কারণ ঈশ্বর হলেন প্রেমের ঈশ্বর। তিনি ভালোবেসে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন নর ও নারীরূপে। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসার আজ্ঞা ভুলে গিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। সেই অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথ দেখাতে তাঁর প্রিয় পুত্রের মানুষ রূপ ধারণ করা। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে একজন নারীর গর্ভে মানুষ হয়ে এ মর্তে জন্মেছেন, তাঁর ঈশ্বরত্বকে আঁকড়ে না ধরে মনুষত্বকে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি মানুষ হয়ে মানুষের বেশে জীবন যাপন করেছেন। অন্ধকার রাজ্যে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর আশ্চর্য কাজ দ্বারা অসুস্থকে সুস্থতা দান করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন। প্রভু যিশুর শিক্ষা ও আমাদের বিশ্বাস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, যিশু খ্রিস্ট ও পিতা এক। পিতার ইচ্ছা পালন করে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন ইহুদী সমাজ নেতাগণ তার এই পরিচয় গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তাকে বরণ করতে হয়েছে যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও ক্রুশীয় মৃত্যু। কিন্তু এই ক্রুশীয় মৃত্যুই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ছিল না। তাকে কবরস্থ করা হয়েছিল। তাঁর বাণী অনুসারে তৃতীয় দিবসে তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে বলা আছে, "তাঁর মধ্যে ছিল জীবন; সেই জীবন ছিল মানুষের আলো। অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস; আর অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি" *(যোহন ১:৩-৪)*।

প্রভু যিশুর এই পাস্কা পর্ব খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য, প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের জন্য সর্বোত্তম আনন্দঘন উৎসব যা মঙ্গলসমাচার প্রচার করে- মৃত্যুর উপর জীবনের জয়, অন্ধকারের উপর আলোর জয়, এবং হতাশার উপর আশার জয়। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাস যা নিশ্চিত করে যে ঈশ্বরের ক্ষমা ও ভালোবাসা কষ্ট ও পাপের চেয়ে শক্তিশালী ও চিরন্তন। পুনরুত্থান কোন সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, এটা জীবন অভিজ্ঞতা। প্রাত্যহিক জীবনে ভয়, অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্যেও পরম করুণাময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, ভরসা রেখে আমাদের বিশ্বাসকে পুনর্নবীকরণ করার আহ্বান জানায়। পুনরুত্থান পুরাতন জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন জীবনকে আলিঙ্গন করতে প্রেরণা যোগায়, পাপের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করে নতুন আশা নিয়ে বাঁচতে শেখায়। তপস্যাকাল প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও দান এর মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমা চাওয়া পাওয়ার মধ্যে আনন্দের সাক্ষী হতে, গরীব দুঃখী ভাইবোনদের সাথে সহভাগিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে শান্তি ও প্রেমের সাক্ষ্য দানের উত্তম সময় ও সুযোগ।

পুনরুত্থানের বাহ্যিক চিহ্ন শূন্য কবর স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বর পুত্র যিশু জীবনের উৎস কখনো মৃত্যুতে ধ্বংস হতে পারে না। শূন্য সমাধি একদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান, অন্যদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের রূপান্তর মানব জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয়, তা সম্ভব পুনরুত্থিত খ্রিস্টে আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। চার দিন লাজার কবরে থাকার পরও নব জীবন লাভ করেছিল তার বোনের বিশ্বাস ও প্রভু যিশুতে আত্মসমর্পণের ফলে *(যোহন ১১:১৭-৪৪)*। লাজারের মৃত্যুতে যেমন তার বোনেরা ও আত্মীয়রা মনে করেছিল সব শেষ, মৃত্যু তাদের প্রিয় লাজারকে কেড়ে নিয়েছে, ঠিক তদ্রুপ প্রভু যিশুর মৃত্যুতেও শিষ্যরা ও অন্য সকলে ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেল *(লুক ২৩:৪৮)*। আর ফরিসীরা ও সৈন্যরা তো খুবই নিরাপদ বোধ করছিল যিশুকে নির্যাতন করে, ক্রুশে মেরে, কবর দিয়ে ভেবেছে একেবারে সব শেষ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যিশুই পথ, সত্য ও জীবন, তাঁর শিক্ষা ও সত্য কখনো ধ্বংস হতে পারে না। তাই তিনি লাজারকে নবজীবন দান করেছেন। তিনি নিজ জীবনের দেহ মন্দিরের অবিনশ্বরতা

(বাকি অংশ ৩৮ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

আজ প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পার্বণ। পুনরুত্থান মানে পুনরায় উত্থান। অর্থাৎ ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র যিশু মানব জাতিকে পাপে পরিপূর্ণ জীবন হতে মুক্তি দিতে জন্ম নিয়েছেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পৃথিবীর ইতিহাসে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন। প্রভু যিশুর এই পুনরুত্থানকে স্মরণ করেই এই পুনরুত্থান পার্বণের সূচনা হয়। এই পার্বণকে অনেকে বলে ইস্টার সানডে, অনেকে বলে পাস্কা পার্বণ আবার অনেকে বলে পুনরুত্থান পার্বণ। এক কথায় যিশুর মৃত্যু হতে পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে এই পার্বণ। আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্বে যিশু যখন ঐশবাণী প্রচারকাজ করে খ্রিস্টবিশ্বাসের অগ্রগতি করছিলেন এবং ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় অনেক আশ্চর্য কাজ করছিলেন, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে এবং পাপময় জীবন হতে পরিত্রাণ দিতে, যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয় যেন যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। যিশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন আমাদের জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দিতে। যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী। যিশু পুনরুত্থিত।

আমরা খ্রিস্টে বিশ্বাসীরা দীর্ঘ চল্লিশ দিন প্রায়শ্চিত্তকালীন ত্যাগস্বীকার, আরাধনা, সাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান, দান, ক্রুশের পথ, পাপস্বীকার এবং পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে আজ পুনরুত্থান পার্বণ পালন করছি। আজ আমরা বিশ্বের খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তগণ অনেক আশা, আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে এই পার্বণ পালন করছি। সত্যিকার অর্থে পুনরুত্থান পার্বণ হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় আনন্দ উৎসব। যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় বিশ্বাস জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যিশুর মৃত্যু হতে পুনরুত্থান হলো পৃথিবীর এক অনন্য ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মূলমন্ত্র হলো যিশুর পুনরুত্থানে শর্তহীন বিশ্বাস। যিশুর পুনরুত্থান মানব জাতির জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পুনরুত্থানই প্রমাণ করে তিনি ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র। যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি পুনরুত্থিত। পুনরুত্থান করেছেন আমাদের পাপময় জীবন হতে মুক্তি দিতে এবং স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করতে। আর পুনরুত্থানই প্রমাণ করে তিনি ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র। যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি পুনরুত্থিত।

যিশুর পুনরুত্থান হলো আমাদের জন্য এক বিশেষ ক্ষমার দিন। যিশু যেমন মৃত্যুর পূর্বে ক্রুশে থেকেও শত্রুদের ক্ষমা করেছেন, ঠিক তেমনি এই শুভ দিনে যিশুর ক্ষমা আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে। আজকের দিনে আমাদের দায়িত্ব হলো অতীতের সব ভুলত্রুটি ও মনোমালিন্যের জন্য পরস্পর পরস্পরের কাছ হতে নিঃশর্ত ক্ষমা দিয়ে ও ক্ষমা নিয়ে যিশুকে জীবনে গ্রহণ করা।

আজ আনন্দের দিন কারণ আজ আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুকে অন্তরে পেয়েছি। তাই তো সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে মনপ্রাণ ভরে আনন্দ করা প্রয়োজন। যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ ছোট-বড়, ধনী-গরিব তথা সবার সঙ্গে সহভাগিতা করি। আজকের দিনে আমার কোন প্রতিবেশি ভাইবোন যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাকে দেখা প্রয়োজন। কেউ যদি অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকে তাকে খাবার দিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারি। আমরা নিশ্চয় শুভ পার্বণে নতুন পোশাক পরবো, কিন্তু যদি বস্ত্রহীন থাকে, তাহলে তাকে একটা বস্ত্র দিতে পারি। কারণ, পাস্কাপার্বণ হলো সহভাগিতা দিন।

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পার্বণ হলো ভালবাসার দিন। যিশুর মঙ্গলবাণী প্রচারের মূল কথাই ছিল, "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস।" যিশু আমাদের এতই ভালবেসেছেন যে, আমাদের মুক্তি দিতে স্বেচ্ছায় ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। আজ আসুন, সবাইকে আমরা মনপ্রাণ ভরে ভালবাসি। যিশুর পুনরুত্থান হলো, আমাদের মুক্তির দিন। যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করে আজ আমাদের মানবজাতিকে পাপময় জীবন হতে মুক্তি দিয়েছেন।

সত্যিকার অর্থে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আজ আমরা পাপের কঠিন দাসত্ব হতে মুক্ত। তাঁর পুনরুত্থান হলো মহাগৌরবের দিন। আজ যিশু নিজ গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে মৃত্যুকে জয় করেছেন। কবর যিশুকে ধরে রাখতে পারেনি, পাথর যিশুকে বেঁধে রাখতে পারেনি। যিশুর মহাগৌরবের এই পুনরুত্থানে আমরাও আজ গৌরবান্বিত। আজ নতুন আশার দিন। কারণ আজ আমরা আশা করতে পারি যে, মৃত্যুর পর আমরাও স্বর্গে যেতে পারব যেখানে থাকবে শুধু শান্তি, একতা ও ভালোবাসা।

পুনরুত্থান হলো আমাদের নতুনভাবে জেগে ওঠার উৎসব। পুনরুত্থান হলো বিশ্বাসের দিন। তাই আসুন, যিশুতে বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করার সংকল্প করি। সে সঙ্গে ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে সর্বত্র আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করার মনোভাব গড়ে তুলি। আজ যিশুকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। আজ প্রশংসার দিন। যিশু যে আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে পুনরুত্থান করেছেন, তাই যিশুকে মনপ্রাণ ভরে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করার শপথ নেই।

"তোমাদের শান্তি হোক।" যিশু পুনরুত্থান করে প্রথম দিন তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে দেখা দিয়ে প্রথম কথাই বলেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'। পুনরুত্থান হলো শান্তির বার্তার মহান দিন। যিশু তো নিজেই শান্তির মহান বার্তা নিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন। যিশু আজও আমাকে, আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে বলছেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'। যিশুর শান্তি বর্তমান এই অশান্তময় পৃথিবীতে বড্ড বেশি প্রয়োজন বিশেষ করে ইস্রায়েল আমেরিকার সাথে ইরানের যুদ্ধের দামামায় পৃথিবীর মানুষ আজ বড় আতঙ্কিত ও পৃথিবী আজ বড় হুমকির মুখে। আরা আর যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। বিশ্বময় আজ যে অস্থিরতা, অরাজকতা, অবিশ্বাস ও অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে, যিশুর পুনরুত্থানের শান্তি এই মুহূর্তে খুব বেশি প্রয়োজন। আমাদের দেশে যিশুর দেওয়া শান্তি বিরাজ করুক। আনন্দময় এবারের পুনরুত্থানের উৎসবের দিনে আমাদের প্রত্যেকের একটাই প্রার্থনা হোক-পুনরুত্থিত যিশুখ্রিস্টের বিশ্বাস, ক্ষমা, ভালোবাসা এবং শান্তি বর্তমান আমাদের বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে নেমে আসুক অজস্র ধারায়। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর হয়ে উঠুক মানব জাতির জন্য এক শান্তির তীর্থভূমি। ❐

সালেসিয়ান মিশনারিজ অব মেরী ইম্মাকূলেট সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

“সালেসিয়ান সিস্টারস” সংঘটি একটি আন্তর্জাতিক মিশনারী সন্ন্যাসব্রতী সংঘ।

জন্ম : ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ ১৫ অক্টোবর, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে।

প্রতিষ্ঠাতা : ফাদার হেন্‌রী সঁমো।

সহ প্রতিষ্ঠাত্রী : মাদার মারী গেট্রুড।

কর্মক্ষেত্র : বিশ্বের ২২টি দেশে সালেসিয়ান সিস্টারগণ কর্মরত আছেন। বাংলাদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও দিনাজপুর, এই ৬টি ধর্মপ্রদেশে সিস্টারগণ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রিয় বোনেরা,

তোমরা যারা প্রভুর ডাক শুনতে পাও ও তাঁর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাও তোমাদের জন্য একটি বিশেষ আমন্ত্রণ। ভালবাসাময় ঐশ আহ্বানে সাড়াদানে তোমাদের সহযোগীতা করতে আমরা সালেসিয়ান মিশনারিজ অব মেরী ইম্মাকূলেট সিস্টারগণ আগামী ১৫ জুন হতে ২০ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত “এসো দেখে যাও” কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচীতে যোগদান করার জন্য আগ্রহী এসএসসি ও তদূর্ধ্বে পড়াশোনারত সকল ছাত্রীদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ১৫ জুন ২০২৬
(হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট ,ময়মনসিংহ)
প্রস্থান : ২০ জুন ২০২৬

সিস্টার তৃপ্তি দ্রং এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর : ০১৯২০৪৪৩২৮০
ইলুয়াকুড়ি, সীডস্টোর, ভালুকা

যোগাযোগের ঠিকানা
সিস্টার জাসিন্তা বেলী রেগো এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর : ০১৩১৭৯৯৬৩৫৪
হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ

বিপ্র/৩৪/২৬

তোমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

ড্যাঞ্জেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্তনু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

উষা রাণী পালমা

শিখা বার্নাডেট রোজারিও

“সত্যনিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।”

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালোবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমাদেরই সংসার পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

বিপ্র/৩৩/২৬

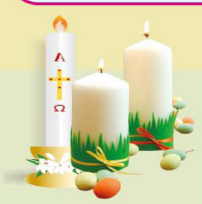

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

তোমার চলে যাবার সাতটি বছর

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় পুত্রগণ, কন্যা, স্ত্রী, নাতি-নাতনী, পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূন্য তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে।

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

তোমার শোকার্ত পরিবার
ছেলে-পুত্রবধু, মেয়ে-মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীগণ, আপনজনেরা ও
স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও

মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া
গ্রামের বাড়ি : দড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৬৩/২৬

সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে বহুমূল্য তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু।
গীতসংহিতা (১১৬:১৫)

IN LOVING MEMORY OF

Mary Margaret Costa

February 15, 1960 - March 19, 2026

তোমার হঠাৎ চলে যাওয়া হৃদয়ে বড় যন্ত্রণা ...

প্রকৃতির অমোঘ বিধান, "জন্মিলে মরিতে হইবে"। তুমি হঠাৎ করেই চলে গেছো না ফেরার দেশে, স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমার স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, হৃদয়গ্রাহী ভালোবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। কিন্তু তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালোবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

স্বামী: ক্লেমেন্ট বিনয় কস্তা
বড় ছেলে ও ছেলে বউ: ভিনসেন্ট মেবি কস্তা ও ক্যাথি পেরেরা
ছোট ছেলে ও বউ: মেথিও মিকি কস্তা ও এলিস ক্যাথরিন গমেজ
ও ভাই বোনেরা
(ঠিকানা : ১৬ সি পূর্ব রাজাবাজার
সাধনপাড়া ফার্মগেট, তেজগাঁও, ১২১৫)

বিজ্ঞ/৬৭/২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৬ বছর
সংখ্যা - ১১
পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৬
৫ - ১১ এপ্রিল, ২২ - ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

The Prayer I say the Every Other day

By Hubert Francis Sarkar

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here, with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা: ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

বিজ্ঞ/৫৮/২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

"তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা, নিশীথিনী সম"

দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাদ্বর বাড়ি
গ্রাম: নতুন তুইতাল, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মনিকা গমেজ

জন্ম: ২২ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাদ্বর বাড়ি
গ্রাম: নতুন তুইতাল, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা

প্রিয় পাপা, মা,

ব্যস্ত পৃথিবীতে সময়টা খুব দ্রুতই চলে গেল। দেখতে দেখতে মায়ের প্রথম এবং পাপার দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী চলে এলো। তোমাদের জন্য সবসময়ই বুকের মাঝে এক শূন্যতা অনুভব করি। ঘরগুলো সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে তোমাদের ছাড়া। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকালে তোমাদেরকে আরো বেশি বেশি মনে পড়ে। তোমরা কাছে থাকলে জীবন চলার পথটা আরো সহজ হতো। কখনো কখনো হয়তো তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছি, তোমাদের কথার অবাধ্য হয়েছি। কিন্তু আজ মনে হয় এখন তোমরা থাকলে, আমরা তোমাদের কথা মতই চলতাম। জীবন চলার পথে এখন, প্রতি নিয়তই তোমাদের কথা মনে পড়ে। তোমরা স্বর্গে থেকে আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করো, যেন আমরা সঠিক পথে চলতে পারি।

আমরা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তোমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরশান্তিতে থাকতে পার।

"The Echo in the Hall"

The house is quiet, the air is still,
A space no other soul can fill,
The hands that held us, firm and kind,
Are now the treasures of the mind.

We see you in the morning light,
And hear your voice in dreams at night,
Though you have stepped beyond the gate,
The love you gave remains our state.

You are the roots that hold us fast,
The gentle shadows of the past,
Not gone, but moved to every part
A permanent dwelling in the heart.

শোকাহত -

বড় মেয়ে ও পরিবার	:	লিলি, প্রভাত, ব্লেস
ছোট মেয়ে ও পরিবার	:	বেবী, জন, গ্রেস, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে ও পরিবার	:	ডঃ জেমস্, অপর্না, উপাসনা, ফ্র্যাঙ্কলিন
ছোট ছেলে ও পরিবার	:	রিচার্ড, সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

বিশ্ব/৫৯/২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

খোলা জানালা

বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের খ্রিস্টধর্ম

ড. ইসিদোর গমেজ

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা প্রচণ্ড ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, সংঘাত এবং বহুমুখী সংকটে জর্জরিত। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে-বিশেষভাবে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা, অস্থিরতা বৈশ্বিক নিরাপত্তায় বিরাট ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ফলস্বরূপ জ্বালানী সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরাশক্তিগুলোর, বিশেষ করে চীন-যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

রাজনীতির ভাষা এখন কুটনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই। চলছে সামরিক শক্তি ও সরাসরি হামলা আক্রমণ। ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক মিসাইল-রকেট-ফাইটার-ক্লাসটার বোমা ব্যবহারে একে অপরের প্রতি হামলায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, আহত ও বাস্তুচ্যুত হওয়া, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও সিভিল স্থাপনা ধ্বংস, হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়া, গ্যাস ও তেল শোধনাগারে বোমা/মিসাইল বিস্ফোরণ বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে বড় ধরনের মেরুকরণ তৈরি করেছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রতিযোগিতা বিশ্ব রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। চীন সর্বদা তার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে সচেষ্ট। কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া কোভিড মহামারীতেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দাবা খেলা প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র পৃথিবী। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল খাদ্যসংকট, মানসিক বৈকল্যতা, বিঘ্নিত হয়েছিল সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারিবারিক বন্ধন।

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টধর্ম বৈশ্বিক রাজনীতিতে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে রক্ষণশীলতা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে এক প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ডানপন্থী মতাদর্শের সাথে খ্রিস্টান মৌলবাদের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, সামাজিক সেবামূলক ও মানবিক কাজের মাধ্যমেও খ্রিস্টীয় আদর্শের প্রভাব বিদ্যমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশে "খ্রিস্টান রাইট" বা ডানপন্থী গোষ্ঠী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা সমকামীতা, গর্ভপাত, এবং পাবলিক এডুকেশনের মতো সামাজিক ইস্যুতে বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টান রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করে।

ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো "খ্রিস্টান ডেমোক্রেসি", যা রোমান কাথলিক ধর্মের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি প্রগতিশীল মূল্যবোধের সাথে ঐতিহ্যবাহী চার্চ ও পারিবারিক মূল্যবোধের সমন্বয় করে।

খ্রিস্টধর্মের মূল ভিত্তি হলো ভালবাসা, ন্যায়বিচার ও ক্ষমা। অনেকে বিশ্বাস করেন, খ্রিস্টানদের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা উচিত, যাতে তারা সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে, যেমনটি বাইবেলের যোসেফ করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অবদান রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সরাসরি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে খ্রিস্টধর্মের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে, খ্রিস্টধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রগতিশীল ধারণার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে, যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বর্তমান বিশ্বে খ্রিস্টধর্ম কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারণে এক জটিল এবং সক্রিয় উপাদান হিসেবে কাজ করছে। খ্রিস্টান গণতন্ত্র, রাজনৈতিক আন্দোলন যা রোমান কাথলিক ধর্ম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

১৯৮০ এর দশকে, এটি (খ্রিস্টধর্ম) ধর্মতাত্ত্বিকতা ছাড়িয়ে রূপ নেয় এক সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিতে। মোরাল মেজরিটি ও রিলিজিয়াস রাইট এর হাত ধরে খ্রিস্টীয় মৌলবাদ ঢুকে পড়ে।

রাজনৈতিক সমস্যায় আমাদের খ্রিস্টধর্ম: রাজনৈতিক সমস্যায় আমাদের খ্রিস্টধর্ম মূলতঃ ন্যায়বিচার, শান্তি এবং নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলার শিক্ষা প্রদান করে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে রাজনৈতিক অস্থিরতায় সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং মানবিক সেবামূলক কাজের (যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নার্সিং) মাধ্যমে অবদান রাখছে, যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক। খ্রিস্টীয় শিক্ষা সহিংসতা বর্জন করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজার ওপর জোর দেয়। এটি অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা প্রায়শই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নিজেদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন থাকেন এবং রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংহতি বজায় রাখেন। খ্রিস্টানগণ রাজনৈতিক মতবিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মানবসেবা ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যা সমাজের বিভেদ দূর করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাত ও বিভাজন দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বজায় রাখাই খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের একটি অন্যতম লক্ষ্য। মূলত, রাজনৈতিক অস্থিরতায় খ্রিস্টধর্ম মানুষকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শিক্ষা দেয়।

বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২৪০ কোটি, যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। এটি মূলতঃ রোমান কাথলিক (১৩০ কোটি), প্রটেস্টান্ট (৯২ কোটি এবং অর্থোডক্স (৩৫ কোটির বেশী)- এই প্রধান শাখাগুলোতে বিভক্ত। যিশু খ্রিস্টের জন্ম ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এই খ্রিস্টধর্ম বিশ্বজুড়ে, বিশেষত: ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপ্ত। খ্রিস্টান ধর্মের সকল সম্প্রদায় (Denomination) যিশু খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। আরো বিশ্বাস করে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা সমন্বয়ে এক ঈশ্বর।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৮,৮৮,৫৩৩ জন খ্রিস্টান বাস করেন (০.০৩%), যাদের বেশি সংখ্যক কাথলিক। বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের মধ্যে বাঙালি ছাড়াও সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া,

ত্রিপুরা, ওঁরাওসহ বিভিন্ন আদিবাসী খ্রিস্টান সম্প্রদায় আছে। যারা কোন না কোন খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য।

এ মুহূর্তে আলোচিত রাশিয়া-ইউক্রেন, ইরান-ইস্রায়েল-যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আরব দেশসমূহ, সিরিয়া-লেবানন ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

বর্তমানে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ, গৃহযুদ্ধ ও অস্থিরতা চলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সুদান, সোমালিয়া, ডেমোক্র্যোটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথওপিয়া ও নাইজেরিয়া উল্লেখযোগ্য। সাহেল অঞ্চলের বুরকিনাফাসো, মালি ও নাইজার এবং গ্যাবলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে।

সুদানে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সেনাবাহিনী (এসএএফ) এবং আধাসামরিক বাহিনী (আরএসএফ) এর মধ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সোমালিয়ায় আল-সাবাব জঙ্গিদের সহিংসতা এবং উপজাতীয় সংঘাতের কারণে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা অস্থিরতা চলছে। বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার দেশে আল-কায়েদা ও আইএস-সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং সামরিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী অস্থিরতার কারণে এই দেশগুলোতে সহিংসতা ও সংঘাত চরম পর্যায়ে রয়েছে। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি)-র পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ চলে। ইথিওপিয়ার টাইগ্রে অঞ্চলে দীর্ঘদিনের যুদ্ধের পর বর্তমানে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে আন্তর্জার্তিক সহিংসতা ও রাজনৈতিক সংঘাত বিদ্যমান। উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ায় বোকা হারাম ও মোজাম্বিকে ইসলামপন্থী জঙ্গীগোষ্ঠীর বিদ্রোহ চলমান। এই অঞ্চলগুলোতে ক্ষমতার লড়াই, জাতিগত সংঘাত, ধর্মীয় চরমপন্থা এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

আমাদের নিকট প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমার-এর রাজনৈতিক ও জাতিগত সংঘাত, যুদ্ধাবস্থায় বাংলাদেশ চরমভাবে ভুক্তভুগী। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিত সহিংসতা, গণহত্যা, ধর্ষণ ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের কারণে প্রাণভয়ে প্রায় দশ বছর আগে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় বার লক্ষ। তাদেরকে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। তাদের বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও মানবিক সহায়তায় করছে বিভিন্ন সংস্থা, যাদের বেশীরভাগই খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান, এদের মধ্যে কারিতাস বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এখনও রোহিঙ্গা সমস্যার রাজনৈতিক কোন সমাধান হয়নি।

দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মেরুকরণ, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি দেশ। বামপন্থী ও ডানপন্থী আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভেনেজুয়েলার মতো দেশে রাজনৈতিক সংকট, এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রাজিলের মতো বড় দেশেগুলোতেও রাজনৈতিক মেরুকরণ তীব্র। তবে উরুগুয়ের মতো দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং দুর্নীতির কারণে চিলি, পেরু ও অন্যান্য দেশে বারবার গণবিক্ষোভ ও সরকার বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, ফলে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকা একটি জটিল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে বামপন্থী সরকারগুলো সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

বর্তমানে চলমান ইস্রায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে পোপ চতুর্দশ লিও এর বার্তা:

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ইস্রায়েল, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধকে সমগ্র মানব পরিবারের জন্য "কলঙ্ক" বলে উল্লেখ করেছেন পোপ চতুর্দশ লিও। তিনি নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সহিংসতা বন্ধ এবং সংলাপের মাধ্যমে শান্তির পথ খোঁজার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। চলমান সংঘাতকে "কলঙ্কজনক" ও "বিপর্যয়কর" উল্লেখ করে অবিলম্বে যুদ্ধ থামানোর আবেদন জানিয়েছেন।

মানবিক বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ: স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকায় হামলায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনায় পোপ শোক ও সংহতি জানিয়েছেন। বলেছেন, সহিংসতার মাধ্যমে কখনোই ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা বা শান্তি অর্জিত হতে পারে না, তাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশের, বিশেষ করে লেবাননের চলমান সংকট নিয়েও তিনি গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন।

সংক্ষেপে, পোপ লিও চলমান এই সংঘাতকে শান্তির পথে বাধা এবং মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করেন এবং সব পক্ষকে অস্ত্র সংবরণের আহ্বান জানিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে "কলঙ্কিত" যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান পোপ চতুর্দশ লিও'র।

২২ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অনলাইন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধে মৃত্যু ও যন্ত্রনাকে পুরো মানব পরিবারের জন্য একটি "কলঙ্ক" বলে মন্তব্য করেছেন পোপ চতুর্দশ লিও। একই সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে---

ভাটিকান নিউজ: মার্চ ১৫, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পোপ লিও। তিনি ইরান যুদ্ধে ভয়াবহ সহিংসতার নিন্দা করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন। রোববার ১৫ মার্চ ভাটিকানের সেন্ট পিটারস স্কয়ারে সাপ্তাহিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন – ইরান ইন্টারন্যাশনাল। পোপ বলেন, এই সংঘাতে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং আরও অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সহিংসতা কখনোই মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা বা শান্তি আনতে পারেবে না। পোপ সংঘাতের সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলোর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানান।

উপসংহার: মানব সভ্যতার বিকাশ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমান তালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময়ের রাজতন্ত্র, বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন রাষ্ট্র, রাজা-বাদশার-সম্রাটের শাসনের বিপরীতে এসেছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে হয়েছে আমুল পরিবর্তন। রাজনীতিতে যুক্ত হলো কুটনীতি। তবে থেমে থাকলো না সংঘাত, যুদ্ধ ও ভূমি দখলের রাজনৈতিক ডামাডোল। যে আবিষ্কার হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য তা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে মারণাস্ত্র হিসেবে। এর মাঝেও শান্তির বাণী নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা যিশুর পথে চলার চেষ্টা করছে- কারণ যিশু বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই জীবন- যে আমাকে অনুসরণ করে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। পুনরুত্থানের বিশ্বাস আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে। ❐

মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়: যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে ইস্টার ও মানবিকতা

থিওফিল নকরেক

মানুষ মরণশীল সেটা ধ্রুব সত্য। মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না। তাকে একদিন সেই মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে। মানব ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে যা যুগে যুগে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার ঘটনা পুরো মানবজাতিকে অবাক করেছে। যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান তেমনই এক মহান ঘটনা, যা "মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়"-এর এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর জীবন, আত্মত্যাগ এবং পুনরুত্থান মানবজাতির জন্য 'আশার আলো' হয়ে আছে।

যিশু খ্রিস্ট জগতের কাছে ছিলেন প্রেম, ক্ষমা ও মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সত্য ও ন্যায়ের পথই তাঁকে শত্রুর মুখোমুখি করে তোলে। অবশেষে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এক অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানজনক মৃত্যু। তাঁর এই মৃত্যু অনেকের কাছে এক ট্র্যাজেডি মনে হলেও, খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী এটি ছিল মানবজাতির পাপের জন্য এক মহান আত্মত্যাগ।

তবে যিশু খ্রিস্টের কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পর তিনি পুনরুত্থিত হন এই ঘটনাই তাঁর জীবনের প্রকৃত বিজয়কে প্রকাশ করে। পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে মৃত্যু চূড়ান্ত নয়; জীবনের শক্তি মৃত্যুকেও পরাজিত করতে পারে। এই বিশ্বাস খ্রিস্টানদের মধ্যে নতুন আশা ও সাহসের সঞ্চার করে এবং তাদের জীবনকে নতুন অর্থ দেয়। জীবনে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। মানুষ এই জগতে বেঁচে থাকার যেমন স্বপ্ন দেখে তেমনি ভালো ও কল্যাণকর কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

যিশু খ্রিস্টের এই বিজয় শুধু একটি ধর্মীয় ঘটনা নয়, বরং একটি গভীর মানবিক শিক্ষা। এটি আমাদের শেখায় যে সত্য, ন্যায় এবং ভালোবাসা কখনোই পরাজিত হয় না। জীবনের পথে যত বাধা, কষ্ট বা মৃত্যু আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্য ও জীবনেরই জয় হয়। তাঁর জীবন আমাদের উৎসাহিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং ভালোবাসা ও ক্ষমার পথ অনুসরণ করতে।

এছাড়া, যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান মানুষকে নতুন জীবনের বার্তা দেয়। এটি আত্মিক পুনর্জাগরণের প্রতীক অর্থাৎ, মানুষ তার ভুল ও পাপ থেকে ফিরে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, "মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়" শুধু শারীরিক অর্থেই নয়, মানসিক ও আত্মিক অর্থেও প্রযোজ্য।

এক্ষেত্রে বলা যায় যে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন প্রেরণা। তাঁর জীবনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে মৃত্যু শেষ কথা নয়; জীবনের শক্তি সর্বদা মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তাই তাঁর এই মহান ত্যাগ ও বিজয় আমাদের জীবনে আশা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে রাখে। যাদের মধ্যে মৃত্যু ভয় সর্বদা কাজ করে তাদের জন্য আশার আলো জাগিয়ে দেয়। এই জীবনই শেষ নয় বরং অনন্ত জীবন আমাদের জন্য আছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে ইস্টার ও মানবিকতা:

বর্তমান বিশ্ব নানা সংঘাত, যুদ্ধ ও সহিংসতায় বিপর্যস্ত। 'ইউক্রেন' ও 'রাশিয়া'র যুদ্ধ দু'বছরের অধিক চলমান। কত নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এযুদ্ধে। অন্যদিকে 'ইসরায়েল' ও 'আমেরিকা'র সঙ্গে 'ইরান' এর যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা, ভয় এবং দুঃখের ছায়া। 'ইউক্রেন' ও 'রাশিয়া'র যুদ্ধের ভয়াবহতা বা রেশ কাটতে না কাটতেই মধ্যপ্রাচ্যের এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ পুরো বিশ্বকে টালমাতাল করে তুলেছে। আগ্রাসী শক্তি কখনো প্রকৃত বিজয় এনে দেয় না। হাজার মৃত্যু মানবিকতাকে পরাভূত করে অশান্ত করে তোলেছে। এমন এক সময়ে "ইস্টার" উৎসব মানবজাতির জন্য এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং আশা, পুনর্জাগরণ এবং মানবিকতার এক শক্তিশালী বার্তা।

ইস্টার মূলত যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের স্মরণে উদযাপিত হয়। আমরা জানি যে খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর যিশু পুনরায় জীবিত হন। এই পুনরুত্থান প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়, অন্ধকারের ওপর আলোর বিজয় যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে এই বার্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে হতাশার মধ্যেও আশার আলো দেখতে শেখায়।

যুদ্ধ মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হিংসা, প্রতিশোধ এবং স্বার্থপরতা মানুষের মনকে কঠোর করে তোলে। কিন্তু ইস্টারের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি আমাদের ভালোবাসা, ক্ষমা এবং সহানুভূতির পথে আহ্বান জানায়। যিশু খ্রিস্ট তাঁর জীবনে যেমন শত্রুকেও ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, তেমনি ইস্টার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে ক্ষমা ও করুণায়।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের কষ্ট বোঝা এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এটাই প্রকৃত মানবিকতা। যুদ্ধ আক্রান্ত মানুষকে যদি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা দিয়ে সহায়তা করতে পারি তখনই হবে সেই মানবিকতার মহান প্রকাশ। ইস্টারের চেতনা আমাদের সেই দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি শুধু প্রার্থনা বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

এছাড়া, ইস্টার আমাদের নতুন করে শুরু করার প্রেরণা দেয়। যেমন যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে নতুন জীবনের সূচনা করেছিলেন, তেমনি মানবজাতিও যুদ্ধ ও ধ্বংসের পথ ছেড়ে শান্তি ও সহাবস্থানের পথে এগোতে পারে। এই পুনর্জাগরণই মানবিকতার আসল ভিত্তি।

সবশেষে বলা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে ইস্টার একটি আশার প্রতীক। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, আলো একদিন অবশ্যই ফিরে আসবে। মানবিকতা, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমেই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। ইস্টারের এই চেতনা আমাদের সকলের জীবনে পথ প্রদর্শক হয়ে থাকুক। ইস্টার হয়ে উঠুক আশার আলো ও মানবিকতার মহান পথ প্রদর্শক। ❐

প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজ-এই তিন স্তম্ভের মাধ্যমেই শুরু হয় পুনরুত্থানের অংশীদার হওয়ার আধ্যাত্মিক যাত্রা

আগষ্টিন ডি'ক্রুজ

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি প্রতিটি ভক্তবিশ্বাসীর জীবনে এক নতুন সূচনার প্রতীক। প্রার্থনা, উপবাস এবং দয়াকাজ--- এই তিনটি স্তম্ভের মাধ্যমে আমরা আমাদের পুরনো স্বভাবকে বিসর্জন দিতে পারি। যিশুর পুনরুত্থানের মহিমায় অংশীদার হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে বাইবেলের বাণী এবং নিয়মিত প্রার্থনা অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। কিভাবে আমাদের এই আধ্যাত্মিক যাত্রাকে আরও গভীর করতে পারি এবং খ্রিস্টের নতুন জীবন বা পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারি, তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

১. প্রার্থনা: ঈশ্বরের সাথে গভীর সংযোগ

প্রার্থনা হলো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস। পুনরুত্থানের অংশীদার হতে হলে খ্রিস্টের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা জরুরি।

▪ **পুরনো সত্তার মৃত্যু:** প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ইচ্ছা নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করি। এটি আমাদের ভেতরের 'অহংকার'কে মেরে ফেলে।

▪ **নতুন জীবনের আলো:** প্রার্থনায় যখন আমরা নিজেদের পাপস্বীকার করি, তখন আমরা যিশুর ক্ষমা ও নতুন জীবন বা পুনরুত্থানের আলোকে প্রবেশ করি।

উপায়: প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো 'ঈশ্বরমুখিতা', যার প্রত্যাশিত ফলাফল হলো, 'আধ্যাত্মিক জাগরণ'। প্রতিদিন কিছুটা সময় গোপনে নিরিবিলিতে ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন, যাতে আপনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান এবং উদ্বেগের বদলে প্রার্থনায় শান্তি খুঁজে পান। বাইবেলের যে অংশ প্রার্থনা এবং অনুধ্যান করার জন্য মনোনিবেশ করতে আমাদের সাহায্য করবে *(ফিলিপীয় ৪:৬-৭ পদ এবং মথি ৬:৬ পদ)*। "হে প্রভু, প্রার্থনার মাধ্যমে আমার হৃদয়কে তোমার পবিত্র আত্মার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।"

২. উপবাস: আত্মসংযম ও শুদ্ধিকরণ

উপবাস মানে কেবল খাবার বর্জন নয়, বরং আত্মার শুদ্ধি। যিশু যেমন মরুপ্রান্তরে প্রলোভন জয় করেছিলেন, উপবাস আমাদেরকেও তেমনি পাপের ওপর জয়ী হতে সাহায্য করে।

▪ **ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ:** শারীরিক ক্ষুধা দমনের মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করি। এটি আমাদের শেখায় যে, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না।'

▪ **খ্রিস্টের কষ্টের সহভাগী:** উপবাসের মাধ্যমে আমরা যিশুর ত্যাগ ও কষ্টের সামান্য অংশ অনুভব করার চেষ্টা করি, যা তাঁর পুনরুত্থানের মহিমা বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে।

উপায়: উপবাস করুন, লোকদেখানো নয়; বরং ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য। প্রকৃত উপবাস হলো, 'আত্মত্যাগ', অবিচার দূর করা ও অভাবীকে সাহায্য করা, যার ফলাফল হলো, 'পাপের উপর বিজয়'। বাইবেলের যে অংশ উপবাস এবং অনুধ্যান করার জন্য মনোনিবেশ করতে আমাদের সাহায্য করবে *(ইসাইয়া ৫৮:৬-৭ পদ এবং মথি ৬:১৭-১৮)*। উপবাসের সময় যে অর্থ বা সময় সাশ্রয় হচ্ছে, তা ভালো কোন কাজে ব্যয় করুন। "হে প্রভু, উপবাসের মাধ্যমে আমাদের ভেতরের স্বার্থপরতা ও খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে সাহায্য করো।"

৩. দয়াকাজ: ভালোবাসার মূর্ত প্রকাশ

যিশুর পুনরুত্থান হলো অন্ধকারের ওপর আলোর এবং ঘৃণার ওপর ভালোবাসার জয়। দয়াকাজ বা দানকর্মের মাধ্যমে আমরা যেন সেই ভালোবাসাকে বাস্তবে রূপ দিই।

▪ **মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে দেখা:** যিশু বলেছিলেন, "ক্ষুধার্তকে অন্ন দিলে তা আমাকে দেওয়া হয়", আর্তমানবতার সেবা করাই হলো পুনরুত্থানের প্রকৃত সাক্ষ্য।

▪ **স্বার্থপরতা ত্যাগ:** নিজের সম্পদ বা সময় অন্যের জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিই, যা পুনরুত্থানের পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

উপায়: কেবল মুখে নয়, কাজ ও সত্যের মাধ্যমে অন্যদের ভালোবাসুন। আপনার আশেপাশে যারা একাকী বা অসহায়, তাদের পাশে দাঁড়ান। ছোট একটি হাসি বা দয়ালু শব্দও একটি বড় দয়াকাজ হতে পারে। ক্ষুদ্রতম মানুষের সেবা করাই হলো যিশুর সেবা। বাইবেলের যে অংশ দয়াকাজ এবং অনুধ্যান করার জন্য মনোনিবেশ করতে আমাদের সাহায্য করবে *(১ যোহন ৩:১৮ এবং মথি ২৫:৪০)*। "হে প্রভু দয়াকাজের মাধ্যমে যেন আমি অন্যের দুঃখ বুঝতে পারি এবং তোমার ভালোবাসা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি।"

প্রার্থনা আমাদের উপরে তোলে (ঈশ্বরের দিকে), উপবাস আমাদের ভেতরে তাকানো শেখায় (আত্মশুদ্ধি), আর দয়াকাজ আমাদের বাইরে প্রসারিত করে (মানুষের দিকে)। যখন এই তিনটির সমন্বয় ঘটে, তখনই আমরা যিশুর পুনরুত্থানের শক্তিতে নতুনভাবে জেগে উঠি। "হে দয়াময় ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তুমি তোমার পুত্র যিশুর মাধ্যমে আমাকে নতুন জীবনের আশা দিয়েছ। এই পবিত্র সময়ে আমাকে তোমার আরও কাছে টেনে নাও। হে প্রভু, আমার অহংকার দূর কর এবং আমাকে তোমার নম্র সেবক হিসেবে গড়ে তোল, যেন আমি যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দে প্রকৃতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি।" আমেন।।

(৩৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা এ মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনে তা গড়ে তুলবো *(যোহন ২:১৯)*। ঠিক তেমনি পুণ্য শুক্রবারে যিশুকে সমাধি দেওয়া হলেও, তিন দিন পর যিশু খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান নবজীবনের জয়ের ঘোষণা ও বিশ্বাসের নব যাত্রার দিগন্ত নির্দেশ করে *(যোহন ২০:১-৯)*, আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পরিবার, সম্প্রদায় এবং বিস্তৃত বিশ্বে শান্তির বাহক হয়ে উঠার নতুন চেতনা জাগিয়েছে। পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাসী ভক্তজনগণ তাদের কথা ও কাজ দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়, অন্যের অন্ধকার জীবনে আলো নিয়ে আসে তাদের নম্রতা ও শোনার হৃদয় দিয়ে দুঃখীকে আশ্বস্ত করে। তারা ধ্যান ও প্রার্থনার গভীরে প্রবেশ করে বিশ্বাস ও আশায় উত্থিত খ্রিস্টের আনন্দ, শান্তি, ভালোবাসা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। তারা প্রতিদিন শিখে ধ্যান সাধনায় মগ্ন থেকে আনন্দের মানুষ হতে। আসুন আমরা প্রত্যেকে এই বিশ্বকে একটি সুশৃঙ্খল প্রশান্তিময় স্থান ও স্বচ্ছ পরিবেশরূপে গড়ে তুলি। আমাদের সকলের উপর পাস্কা পর্বের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। ❐

অগ্রগতি না সংকট: বদলে যাওয়া মান্দি সমাজের গল্প

জ্যাষ্টিন গোমেজ

অগ্রগতি না সংকট এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের মান্দি (গারো) সমাজ। একদিকে শিক্ষা, শহরমুখী অভিবাসন ও পেশাগত সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার দরজা; অন্যদিকে ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে শিকড়ের বন্ধন, ভাষা, সংস্কৃতি, পারিবারিক কাঠামো ও আধ্যাত্মিক চর্চা। একসময় বন ও কৃষিনির্ভর, শান্তিপ্রিয় ও মাতৃতান্ত্রিক এই সমাজ আজ দ্রুত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। মেয়েরা এখনও বংশধারা ও সম্পত্তির ধারক হলেও, আন্তঃধর্মীয় বিবাহ, নগরজীবনের চাপ ও সামাজিক রূপান্তরের ফলে সেই কাঠামোতেও তৈরি হচ্ছে নতুন জটিলতা। উল্লেখ্য, আদিবাসী এই সম্প্রদায় শুরু থেকে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস যেটাকে তারা 'সাংসারিক' বলে তা চর্চা করতো। এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে দীর্ঘদিনের মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ধীরে-ধীরে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়া হাজারো মান্দির জীবনে যেমন এসেছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও শিক্ষার সুযোগ, তেমনি তৈরি হয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ, সংস্কৃতি হারানোর ভয়, ভাষার বিলুপ্তির আশঙ্কা, এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে ওঠা দূরত্ব। শহরে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অনেকেই নিজেদের মাতৃভাষায় আর সাবলীল নয়, আবার গ্রামে পড়ে থাকা প্রবীণদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে ধর্মীয় চর্চা, সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধতাও এক নতুন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন।

তবে এই পরিবর্তন কি শুধুই সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে, নাকি এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে এক নতুন সম্ভাবনার বীজ? অগ্রগতি ও অস্তিত্বের এই টানাপোড়নের ভেতর দিয়ে মান্দি সমাজ আজ নিজস্ব পথ খুঁজছে, যেখানে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য মান্দি সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ধর্মীয় নেতা, সামাজিক সংগঠক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক ও সাধারণ অভিবাসী সদস্যদের মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, তারা এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখছেন।

থিওফিল নকরেক (চেয়ারম্যান, নকমান্দি গারো কমিউনিটি সেন্টার ও সামাজিক নেতা): থিওফিল নকরেক মান্দিদের শহরমুখী হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১৯৭৮-৮০ দশকের দিকে মান্দিদের মাইগ্রেশন শুরু হয় এবং বর্তমানে ঢাকা ও এর আশেপাশে প্রায় ৩০,০০০ মান্দি বসবাস করছে। তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে বড় জায়গা করে নিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে গ্রামে অনেকের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এবং কাঁচা ঘরের বদলে পাকা ঘর তৈরি হয়েছে। তবে নেতিবাচক দিক হিসেবে তিনি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কথা বলেন। শহরে বড় হওয়া শিশুরা বাংলা পরিবেশে থাকার কারণে নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলছে। এছাড়া তিনি কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার এবং পার্লার কর্মীদের জন্য আইনি সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, শহরে টিকে থাকতে হলে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা অপরিহার্য।

রোজিনা রংমা (আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস, ময়মনসিংহ): রোজিনা রংমা তার দীর্ঘ এনজিও অভিজ্ঞতার আলোকে মাইগ্রেশনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক রূপান্তর নিয়ে জানান, বর্তমানে গ্রামগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ছে, যেখানে কেবল বৃদ্ধ ও শিশুদের দেখা যায়। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী শহরে চলে যাওয়ায় গ্রামে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে এবং সামাজিক কাঠামো দুর্বল হচ্ছে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় ঐতিহ্যবাহী বনজ খাদ্যাভ্যাসও আজ হুমকির মুখে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ মানুষ শহরমুখী হয়েছে। তিনি মনে করেন, আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ পেলেও নিজের শিকড় ভুলে যাওয়া উচিত নয়। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি প্রবাসে বা শহরে থাকলেও গ্রামের মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানান।

ফাদার রিগান ক্লেমেন্ট ডি'কস্তা (পালপুরোহিত, পবিত্র জপমালা ধর্মপল্লী, চট্টগ্রাম): ফাদার রিগান চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে মান্দিদের অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি জানান, চট্টগ্রামে প্রায় ৫,০০০ থেকে ৫,৫০০ মান্দি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করছে, যারা মূলত কাজ ও জীবিকার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে এখানে আসে এবং কাজ শেষে আবার মূলে ফিরে যায়। তিনি অভিবাসীদের চার্চের জন্য 'আশীর্বাদ' হিসেবে দেখেন। চার্চের পক্ষ থেকে তাদের কাছে গিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক সেবা, স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াইসিএস এবং শিশুদের জন্য 'শিশুমঙ্গল' কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মেধা বিকাশে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সঠিক পালকীয় যত্নের মাধ্যমে এই অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখা সম্ভব।

মল্লিনিয়র ফাদার পিটার রেমা (ময়মনসিংহ): ফাদার পিটার রেমা মান্দি সমাজের ঐতিহ্য এবং বর্তমান নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মান্দি সমাজ একটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যেখানে মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তবে বর্তমানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিয়ের ফলে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে জটিলতা তৈরি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে জমিজমা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ ও 'সিঙ্গেল মাদার'-এর সংখ্যা বাড়ছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, জাগতিক সুখের আকর্ষণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সন্ন্যাস জীবন বেছে নেওয়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন, শুধু যাজকদের ওপর নির্ভর না করে সাধারণ মান্দিদেরও সমাজের প্রতি দায়িত্ব বুঝতে হবে। জাতিসত্তা রক্ষার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ এখন সময়ের দাবি।

ফাদার বাইয়োলেন চাম্বুগং (চ্যান্সেলর ও লেখক, ময়মনসিংহ): ফাদার বাইয়োলেন অর্থনৈতিক সংকটকে শহরমুখী হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে পড়াশোনা চালাতে না পেরে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে নার্সিং পেশায় আসার একটি বড় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মান্দিদের আগমনে ঢাকার নন্দা বা বাড্ডার মতো এলাকাগুলোর উন্নয়ন হয়েছে এবং বাড়ির মালিকরা লাভবান হয়েছেন। তিনি মনে করেন, শহরের পরিবেশে নিজস্ব সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা কঠিন হলেও একে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার পর যুবকদের জন্য খ্রিস্টীয় গঠনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে যাতে

তারা নিজেদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়।

ফাদার রুবেন স্টেফান গমেজ (পালপুরোহিত, ডিভাইন মার্সি চার্চ, ঢাকা): ফাদার রুবেন তার প্যারিসের অভিজ্ঞতায় বলেন যে, তার এলাকায় প্রায় ৮,০০০ এর বেশী মান্দি বসবাস করেন। তিনি মান্দিদের অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও পরমতসহিষ্ণু হিসেবে অভিহিত করেন। গির্জার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ ও উদারতা প্রশংসনীয়। তিনি সবসময় তাদের উৎসাহিত করেন যেন তারা নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখে। তিনি নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করেন এবং মাঝেমধ্যে মান্দি যাজকদের আমন্ত্রণ জানান যেন বিশ্বাসীরা তাদের মাতৃভাষায় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা পায়।

পিটারসন কুবি (শিক্ষক, নর্দা, ঢাকা): শিক্ষক পিটারসন কুবি বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকার লড়াই নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও এর ফলে গ্রামে দক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে। অতীতে সরলতার সুযোগ নিয়ে এবং ঋণের অজুহাতে মান্দিদের অনেক জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে যা এখনো একটি বড় ক্ষত। শহরে বসবাসের ক্ষেত্রেও তারা বাসা ভাড়া না দেওয়া বা কিশোর গ্যাংয়ের হয়রানির মতো বৈষম্যের শিকার হন। তবে তিনি আশাবাদী যে, বর্তমানে মান্দি সমাজ থেকে প্রচুর আইনজীবী, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে যা প্রতিকূলতা মোকাবিলায় সাহায্য করবে।

ধীরেস চিরান (উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ময়মনসিংহ হাউজিং সোসাইটি): ধীরেস চিরান শিক্ষার প্রসারকে মান্দি সমাজের প্রধান শক্তি হিসেবে দেখেন। তিনি জানান, বর্তমানে মান্দিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার প্রায় শতভাগ এবং এই শিক্ষা তাদের আচরণ ও জীবনধারায় আধুনিকতা এনেছে। তিনি মনে করেন না যে মাইগ্রেশন অস্তিত্বের জন্য হুমকি; বরং বিবর্তনের জন্য এটি প্রয়োজন। তার নিজের পরিবারের সদস্যরা সফলভাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও একাউন্ট্যান্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যা সমাজের উন্নতির উদাহরণ। বারমারি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ঐক্য গড়া এবং ভারত ও বাংলাদেশের সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে মিলে ভাষা রক্ষার কাজ করার বিষয়ে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়েই আমাদের নিজস্ব পরিচয় টিকিয়ে রাখতে হবে।

সবকিছু মিলিয়ে স্পষ্ট যে, শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, শহরমুখী অভিজ্ঞতা এবং বৈশ্বিক সংযোগ মান্দিদের সামনে এমন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যা তাদের অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও সক্ষম করে তুলছে। আজ এই সম্প্রদায় থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী ও দক্ষ পেশাজীবী তৈরি হচ্ছে, যারা শুধু নিজেদের নয়, পুরো সমাজের জন্যই আশার প্রতীক।

হ্যাঁ, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ছে সচেতনতা, নতুন প্রজন্মের আগ্রহ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্যোগ। পরিবারে মাতৃভাষা চর্চা, শহরে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন, চার্চ ও সামাজিক সংগঠনের সক্রিয়তা সব মিলিয়ে একটি ইতিবাচক পুনর্জাগরণের ইঙ্গিতও স্পষ্ট। পরিবর্তন এখানে কোনো হুমকি নয়, বরং একটি সুযোগ নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তোলার, বিশ্বমুখী হওয়ার, এবং একই সঙ্গে শিকড়কে আরও সচেতনভাবে ধারণ করার। একটি সমাজ তখনই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়, যখন তা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোয়, কিন্তু নিজের পরিচয় হারায় না। মান্দি সমাজের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনাই সবচেয়ে বড় শক্তি। যদি তারা ঐক্য, সচেতনতা ও সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, তবে এই পরিবর্তনই হয়ে উঠতে পারে তাদের পুনর্জাগরণের পথ। তাই বলা যায়, মান্দি সমাজের গল্প শুধু অগ্রগতি না সংকটের নয়; এটি এক নতুন সম্ভাবনার গল্প, যেখানে চ্যালেঞ্জকে শক্তিতে রূপান্তর করে একটি সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে।

আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আমি ঝুমা রোজারিও, সাং বাগবাড়ী, পোঃ উলুখোলা, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর। মনিক রোজারিও এর স্ত্রী। আমি বিগত ১ বৎসর যাবত লিভার ক্যান্সার এ আক্রান্ত। ডাক্তারের পরামর্শে ৮টি থেরাপি নিয়েছি। ১টা থেরাপি ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা আর ঔষধ ১০,০০০/- (দশ হাজার)টাকা মোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) টাকা করে লাগে। বর্তমানে ডাক্তার আরো ৪টি কেমো নিতে বলেছে। এই পর্যন্ত আমার প্রায় ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার মত খরচ হয়ে গেছে। আমার দ্বারা এত ব্যয় বহুল চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাই আপনাদের প্রার্থনা ও আর্থিক সাহায্য একান্ত যাচ্না করছি।

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

ঝুমা রোজারিও
মোবাইল: ০১৩২৪৫২৮৭৩৮ (বিকাশ)
স্বামী- মানিক রোজারিও
মোবাইল: ০১৮৫০৪৫২০৭১ (বিকাশ)

অকৃত্রিম ভালোবাসা

সপ্তর্ষি

গলগাঁথার সেই নিঃশব্দ নীরব প্রান্তরে
রক্তে ভেজা মাটির উপর সোজা দাঁড়িয়ে
ক্রুশ কাষ্ঠে দেখো ভালোবাসা আছে ঝুলে
যে ভালোবাসা দেখিয়েছে ভাষাহীন নীরবে।

ব্যথাভরা কন্টক মুকুটে নিজেকে সাজিয়ে
কাঁপাকণ্ঠে ক্ষমার বাণী পিতার চরণে তোলে
বলেছিলে "তারা জানে না তারা কি করে"
নিষ্ঠুর মানুষের মাঝে দয়ার আলো ওঠে জ্বলে।

ক্রুশের সে ভালোবাসা নয় ইতিহাস, নয় শুধু স্মৃতি
ক্রুশের প্রতিটি পেরেক যন্ত্রণা আর চাবুকের বারি
মানব হৃদয়ের গভীরে লেখা একটি চিরন্তন বাণী
সেখানে আছে সত্য, পথ আর জীবনের মুক্তি।

এই ভালোবাসা শিখায় ক্ষমা আর ত্যাগের মহিমা
যে ভালোবাসা প্রশ্ন করে না, চায় না কোন প্রতিদান
নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে রচনা করে ইতিহাস
এটাই ক্রুশের মহিমার অকৃত্রিম ভালোবাসার অবদান।

এই ক্রুশ যে আজও কথা বলে নীরবে গভীরভাবে
যে ভালোবাসা আজও অমর মৃত্যুকেও হার মানাবে
যেখানে দয়া জয়ী হয় পাপী ক্রুশে দিকে তাকালে
অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিলে প্রতিটি রক্তের ফোঁটাতে।

পরিবার ও ধরিত্রী রক্ষায় নারীর ভূমিকা

অর্পা কুজুর

পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন। মৌলিক এবং আদিম সংগঠন। একটি পরিবার ছাড়া বৃহত্তর সমাজকে কল্পনা করা যায়না। পরিবার সমাজের একক। পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র। একটি রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের সংযুক্তি একটি বিশ্বের পরিচিতি। সুতরাং, সব কিছুর মূলে রয়েছে পরিবার। পরিবার যত সুন্দর হবে সমাজ, দেশ রাষ্ট্র তত সুন্দর হবে। পরিবারে নীতি নৈতিকতার শিক্ষা যত মজবুত হবে, সেই সমাজ তত আদর্শিক সমাজ হবে। নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাগুলি পরিবার থেকেই শুরু হয়। যেখানে বাবা মা এবং পরিবারের বড়রা আমাদের শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাগুলি কোন দিন ভুলবার নয়। পরিবারের শিক্ষাগুলি- ক্ষমা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, গ্রহণ করা, সাহায্য করা, যত্ন করা, একে অপরকে শোনা ও বোঝা, একত্রে খাবার খাওয়া, একত্রে প্রার্থনা করা, এক সঙ্গে গির্জায় যাওয়া, সময়ের এক ফাঁকে এক সঙ্গে বসে গল্প করা সেই সাথে মজার, আনন্দের এবং দুঃখের বিষয়গুলি সহভাগিতা করা ইত্যাদি এবং এই বিষয়গুলি পরিবারকে আরও প্রাণবন্ত করে এবং আরও সমৃদ্ধ করে। পরিবারে মা একটি কেন্দ্রিয় চরিত্র। পরিবারে মা'ই অনেক বিষয়গুলি নেতৃত্ব দেন। মা ছাড়া আমরা কোন পরিবারকে চিন্তা করতে পারিনা। মা ছাড়া পরিবারের কোন সৌন্দর্য নেই। মা'র হাত ধরে প্রথম স্কুলে যাওয়া যেমন বড় হয়েও ভুলতে পারিনা তেমনি ভুলতে পারিনা অসুখের সময় মায়ের সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকা অথবা কোন সমস্যার কথা সহভাগিতা করলে মা'র সেই আশ্বাসের কথা- জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে মা বলেন, "চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে"। ঠিক একইভাবে বাবার বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। বাবা মা ভাইবোন নিয়েই পরিবার গঠিত হয়। পরিবারে মা একজন নারী যিনি পুরো সংসারকে আগলিয়ে রাখেন, ভালোবাসেন, যত্ন করেন সব কিছু গুছিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।

মা একজন নারী। তিনি কিভাবে একটি পরিবারকে সুরক্ষা দেন বা রক্ষা করেন? এই প্রশ্নটি সবার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে মা একজন নারী হিসেবে কিভাবে একটি পরিবার এবং সমাজকে পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করে চলেছেন। এখানে নারীর ভূমিকা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নারী। ইতিহাস বলে সভ্যতার সূচনা (Mother of Civilization) করে নারীরা। দেশের অর্থনীতির মূলে রয়েছে নারীরা যা পরবর্তীতে অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক (Industrial Revolution) পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৃষি কাজের সূচনা করে নারীরা (Primitive communal)আদিম যুগে মানুষ গুহায় বসবাস করত। জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে গুহায় বসে একসঙ্গে খেত, মাংস পুড়িয়ে অথবা কাঁচাও খেত। ফলমূল খাওয়ার পরে নারীরা সেই ফলের বীজগুলি গুহার বাইরে চারিপাশে ফেলে দিত এভাবে সেখানে জন্ম নিত অনেক গাছ। এভাবে নারীরা কৃষি কাজের সূচনা করেছিল যা আমরা অনেকেই জানিনা। আদিম যুগে নারীরা যেভাবে পরিবারের এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের যত্ন করেছে তা তুলনাহীন। পরিবার রক্ষায় নারীর ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার ও পৃথিবীকে গতিশীল রাখতে সন্তান গর্ভে ধারণ ও জন্ম দান নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নারী যদি গর্ভধারণ ও সন্তান জন্ম না দিত তা হলে আমাদের পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সবকিছু থেমে যেত। গতিশীল হতো না। এখানেই নারীর দায়িত্ব শেষ হয়না। পরিবারে সন্তানদের মানুষ করা। সন্তানদের সুস্বাস্থ্য ও লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের সমাজের জন্য দায়িত্বশীল ও যোগ্য করে তোলার ভূমিকাও পরিবারে একজন নারীকেই পালন করতে হয়। যে আজ শিশু বড় হয়ে সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ব্যবসায়ী, উকিল, কৃষক, সচিব বা উদ্যোক্তা ইত্যাদি পেশা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে বেছে নেয়। এভাবে নারী পরিবারকে তার সৃজনশীলতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিবার রক্ষায় নারীর সন্তানদের মানুষ করার কাজ শুধু করে না, পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা অপরিসীম। লেখাপড়া জানা, উচ্চশিক্ষিত নারীই শুধু সংসারে আর্থিক সহায়তা প্রদানে সক্ষম তা কিন্তু নয়। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত নারী যেমন চাকুরি বা ব্যবসা বা উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে অর্থ উর্পাজন করে পরিবারকে আর্থিক সুরক্ষা দেয় ঠিক তেমনি লেখাপড়া না জানা বা স্বল্প শিক্ষিত নারী তার দক্ষতানুসারে উদ্যোক্তা বা ব্যবসা বা ছোট চাকুরির মাধ্যমের পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করে। একজন পোষাককর্মী খুব বেশী লেখাপড়া জানে না কিন্তু তার স্বল্প আয় তার পরিবারকে বদলে দিয়েছে। এইরকম হাজারো উদাহরণ রয়েছে যেখানে নারী তার দক্ষতা দিয়ে পরিবারকে রক্ষা করে চলেছে। বিশেষ করে দুর্যোগের সময় পরিবারের প্রতি নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুর্যোগের সময় বাবা দূরে কাজের সন্ধানে চলে নারী সন্তানদের আগলিয়ে রাখেন। ঘরের আশেপাশে যা পান তাই সন্তানদের খাওয়ান। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে সন্তানদের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেন সুতরাং পরিবার রক্ষায় নারীর যে অবদান তা বলে শেষ করা যাবেনা। নারী পরিবারের বন্ধনকে রক্ষা করেন। নারী বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা হলেও যদি পরিবারে সন্তান থাকে তাহলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দেন না। দ্বিতীয় বিয়ের চেয়ে সন্তানদের লালনপালন, তাদের মানুষ করা একজন নারীর কাছে মূখ্য বিষয়। পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ বাবা মা একজন নারীর কাছে নিরাপদ ও সুরক্ষিত। পরিবার রক্ষায় নারীদের ভূমিকা একটি বিশেষ বিশ্লেষণের বিষয়। অনাদিকাল হতে নারীরা পরিবারের প্রতি নিষ্ঠার সাথে যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তা প্রকৃত এবং অনেক মূল্যবান।

ধরিত্রী একটি মহান বিষয়। এর পরিধি বিশাল। আমরা যখন ধরিত্রীর কথা বলি তখন শুধু আমাদের চারপাশের পরিবেশকে গণনা করলেই হবে না। আমাদের চারিপাশের শুধু গাছপালাই নয়, ধরিত্রী হলো সমগ্র বিশ্বভ্রমাণ্ডের মাটি পানি, বায়ু আকাশ, সুর্যের আলো, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা বনজঙ্গল, নদীনালা, খালবিল, সমুদ্র, বরফ, বরফের পাহাড়, মরুভূমি, মানুষ, জীবজন্তু, পশু পাখি, পোকামাকড় এসবকিছু মিলেই ধরিত্রী। এই বিশাল ধরিত্রীকে রক্ষায় নারীর বিশেষ ভালোবাসা ও যত্ন রয়েছে। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তক গ্রন্থে বর্ণিত আছে

ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তিনি তার প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং নর-নারী করে সৃষ্টি করলেন। তিনি নর-নারী করে সৃষ্টি করলেন এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী ও যাবতীয় সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিলেন। সুতরাং পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার দায়িত্ব নর-নারী হিসাবে আমাদের সকলের। মানুষ প্রকৃতির অংশ। সন্তান জন্ম দান প্রাকৃতিক এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব। নারী যখন গর্ভে সন্তান ধারণ এবং সন্তান জন্ম দান করেন তখন তিনি ধরিত্রী রক্ষায় প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পালন করেন কারণ মানুষ ছাড়া পৃথিবীকে কল্পনা করা যায়না। মানুষ এই ধরিত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী যাদের বিবেক ও জ্ঞান রয়েছে।

নারী ধরিত্রী রক্ষায় বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আদিম যুগে কৃষি কাজের সূচনা করেছিল মেয়েরা- নারীরা। যেখানে তারা পরিবারের সকলের খাবারের পর শস্য ও ফলমূলের বীজ ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিত সেখান থেকে অনেক গাছগাছালির জন্ম হতো। যে গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ঠান্ডা বাতাস দেয় এবং পরিবেশকে নির্মল রাখে। যখন তথ্য প্রযুক্তি ছিলনা, বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন সীমিত ছিল কিংবা ছিলনা বললেই চলে তখন নারীরা ঘরে নিজেদের তৈরী বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করত এবং সেই সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদনে অনেক বেশী কার্যকর ও সহায়ক ছিল। কৃষি ব্যবস্থায় নারীদের এই অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের প্রকৃতিতে ছোট বড় বিভিন্ন জলাশয় রয়েছে। আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে নারীরা বিভিন্ন কাজে জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে। তাদের এই জলাশয় সমূহের পানি ব্যবহারের কারণে জলাশয় যেমন পরিস্কার থাকে তেমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই জলাশয়গুলিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত থাকে যা প্রকৃতির অনন্য দান। এই মাছগুলি স্থানীয়দের সুপ্রিয় খাদ্যরূপে বিবেচিত। জলাশয় সমূহে শুধু মাছ নয় বিভিন্ন ধরণের প্রাণী ও শৈবাল রয়েছে যা প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করেছে। যেখানে জলাশয়, নদী, নালা, খাল, বিল রয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন তৈরি হয় এবং পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে। বন সুরক্ষায় নারীদের ভূমিকা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জরিপ করলে দেখা যাবে যে কোন পরিবারের নারী গাছ কাটার সিদ্ধান্ত দেয় না। অথবা নিজে গিয়ে কখনও কোন গাছ কাটে না বা দলবদ্ধভাবে কখনও গাছপালা কেটে ফেলা বা বন নিধনে নারীর কোন অংশগ্রহণ নেই। নারীর এই মনোভাব ও আচরণ প্রকৃতি সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বরং নারী ঘরের আশেপাশে বিভিন্ন ধরণের গাছের যত্নের বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যখন গাছ কাটা বন্ধ হয় বা গাছ কাটার মতো সিদ্ধান্তগুলি রহিত থাকে তখন বন জঙ্গলগুলিও সুরক্ষিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষিত থাকে কারণ বন জঙ্গলগুলিতে যে গাছপালা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরণের প্রাণী বসবাস করে বিভিন্ন ধরণের পশু পাখি রয়েছে। এই জীববৈচিত্র্য একে অপরের পরিপূরক। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় বৃক্ষরাজি নিধনে নারীর হৃদয় ও মন কখনই সায় দেয় না যা আমাদের ধরিত্রী সুরক্ষায় একটি বিশেষ সহায়ক।

পৃথিবীর বহু দেশে নারীরা কৃষি কাজের সাথে যুক্ত বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নারীরা বিশেষভাবে কৃষি কাজে অন্তর্ভুক্ত। নারীরা পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা দেয়। নারীরা বাইরে ফসল উৎপাদনে যেমন সহায়ক তেমনি আবার ঘরের চারিপাশে শাকসবজি আবাদ করেও পরিবারে খাদ্য নিশ্চয়তা বিধান করে। খাদ্যের সাথে পুষ্টির যোগানও দেয় নারীরা। নারীরা যখন ঘরের আশেপাশে শাকসবজি বা অন্যান্য গাছপালা উৎপাদন করে তখন তারা পরিবেশ থেকে কার্বনডাই অক্সাইড কমাতে সহায়তা করে। কারণ ছোট বা বড় সব ধরণের গাছ প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণে সহায়তা করে। যেখানে পৃথিবী দ্রুত গরম উষ্ণ হওয়া থেকে সুরক্ষিত হয়। এভাবেই নারীরা ধরিত্রীকে সুরক্ষিত করে চলেছে।

নারীরা পরিবেশকে দূষিত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়। গ্রামীণ নারীরা যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে হাস,মুরগী, গরু, ছাগলের ময়লা একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে। গৃহস্থালী ময়লা অথবা রান্না ঘরের কাঁচা সবজির ময়লাগুলি প্রতিদিন তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে ফলে পচাঁ দুর্গন্ধ বাইরে ছড়ায় না। পঁচা ময়লাতে সাধারণত মিথেন গ্যাস তৈরি হয় এবং মিথেন গ্যাস যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন এটি কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয় এবং বাতাসকে গরম করে তোলে যা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ। অতিমাত্রায় উষ্ণতাই পৃথিবীতে অনেক রকমের সমস্যা সৃষ্টি করছে। পরিবেশ বৈচিত্রের বিলুপ্তি জন্য পরিবেশের মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতা একটি বড় কারণ। বিভিন্ন প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় নারী একটি আদর্শ হতে পারে কারণ নারী একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলে কিন্তু অন্যরা নয়। রাস্তায় বা বাজারে গেলেই দেখা যায় যত্রতত্র ময়লা ফেলার প্রতিযোগীতা। এতে পরিবেশ দুষিত হয় এবং জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। নারীর কার্বন ফুটপ্রিন্ট খুবই কম। আগে নারীরা জ্বালানীর জন্য কাঠ খড় লতা পাতা ব্যবহার করতো যা জীবাশ্ম জ্বালানী উত্তোলনের প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে পৃথিবীতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের গৃহস্থালী কাজসমূহ খুব সনাতন মনে হলেও তা ছিল পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ সহায়ক। এভাবেই নারীরা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় প্রকৃতি সুরক্ষায় নারীর এই উদ্যোগগুলিকে খুব পশ্চাৎপদ হিসেবে গণ্য করা হয় যদিও বা তা নয়।

প্রকৃতি সুরক্ষায় নারী একজন ভাল এবং দক্ষ শিক্ষক। তিনি যখন প্রকৃতি সুরক্ষার কাজগুলি করেন এবং সন্তানদের শিক্ষা দেন তখন সেই শিক্ষাগুলি আর নিজের মধ্যে থাকে না কিন্তু শিক্ষাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়া শিক্ষাগুলি সমন্বিত উদ্যোগ তৈরি করতে পারে। জাপান ও চায়নাতে এইপদ্ধতি চালু আছে। সেখানে শিশুরা পরিবারে মা ও বাবার কাছ থেকে পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলি শিখে। তারা পরিবারে শিখে পানি বা জল সৃষ্টি করা যায়না তাই জল বা পানি নষ্ট করা সকলের জন্য ক্ষতি ও অন্যায়। তারা শিখে কিভাবে গাছপালার যত্ন নিতে হয়। তারা জানে কৃষক কত কষ্ট করে খাদ্য উৎপাদন করেন সুতরাং খাদ্য নষ্ট করা যাবেনা। প্রকৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষক হলেন মা এবং তিনি একজন নারী।

পরিবার ও ধরিত্রী রক্ষায় নারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের প্রিয় ধরিত্রী আজ কাদঁছে কারণ আমরা প্রতিমুহূর্তে তার ক্ষতি করে চলেছি। এই ধরিত্রী আমাদেরই বাসস্থান। ধরিত্রী ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। পরিবার ও ধরিত্রী সুরক্ষায় নারীর উদ্যোগ ও কাজগুলি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। নারী যেমন তার হৃদয় ও ভালোবাসা দিয়ে পরিবারকে সুরক্ষিত করেছে তেমনি ধরিত্রীকেও করেছে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এবং প্রকৃতির বায়ুকে করেছে নির্মল। পরিবার ও প্রকৃতির প্রতি নারীর দায়িত্ব ও ভালোবাসা সর্বদাই অটুট থাকুক এবং ধরিত্রী হোক ধন্য। ❐

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৬ বছর
সংখ্যা - ১১
পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৬
৫ - ১১ এপ্রিল, ২২ - ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মহান খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী-এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের-যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

বিজ্ঞ/৬১/২০২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৬

৫ - ১১ এপ্রিল, ২২ - ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংখ্যা - ১৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

গৌরবময় পথচলার ৮৬ বছর

প্রিয় দাদু, তুমি আছো হৃদয়ে অম্লান

প্রয়াত জর্জ যোসেফ গমেজ
জন্ম: ৮ অক্টোবর, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ মার্চ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
তুমিলিয়া মিশন।

বিশিষ্ট জ্ঞানসাধক, সুরকার, গীতিকার এবং খ্রিস্টীয় ভক্তিমূলক গানের প্রখ্যাত গায়ক প্রয়াত জর্জ যোসেফ গমেজের ত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বোয়ালী গ্রামের কৃতি সন্তান প্রয়াত জর্জ গমেজ ছিলেন একাধারে সমাজসেবক এবং অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তিত্ব। বাইবেলের উপর তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সমাজ ও মণ্ডলীতে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় চড়াখোলা গ্রামের দুঙ্গু পণ্ডিতের একনিষ্ঠ শিষ্য। তাঁর নিকট তালিম গ্রহণ করে পরবর্তীতে জর্জ গমেজ অসংখ্য কীর্তন ও বৈঠকি গান রচনা করেন। এছাড়াও, দুঙ্গু পণ্ডিত রচিত 'কষ্টের গান' তিনি অনুমতি সাপেক্ষে পুনরায় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে নিজস্ব দল গঠন করেন এবং পিএইচবি এলাকায় তা প্রচলন করেন। পরবর্তীতে এসব গান বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে, দুঙ্গু পণ্ডিত রচিত 'সাধু আন্তনীর পালা' গানও তিনি পরিমার্জন করে নিজস্ব দল গঠন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি ছিলেন সাধু আন্তনীর একনিষ্ঠ ভক্ত। যিশু খ্রিস্টের জন্ম, সাধু যোহনের জীবন এবং মা মারীয়ার ওপর তিনি অসংখ্য গান ও কীর্তন রচনা করেন, যা আজও পিএইচবি ও আশেপাশের এলাকার ভক্তগণ বিভিন্ন উৎসবে পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্যগণ আজও তাঁর রচিত কীর্তন, বৈঠকী গান, কষ্টের গান, সাধু আন্তনীর পালা গান পরিবেশন করে প্রভুরবাণী প্রচার করছেন এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অত্যন্ত সৎ, ধার্মিক ও পাণ্ডিত্যময় এই মহান ব্যক্তি আজীবন মণ্ডলী ও সমাজের সেবা এবং সংস্কারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। স্থানীয় মণ্ডলী ও খ্রিস্টীয় মণ্ডলীতে তাঁর অবদান অপরিসীম।

তাঁর বর্ণিল জীবনের ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। খুব শীঘ্রই তাঁর সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করা হবে। পিএইচবি এলাকার গর্ব এবং তুমিলিয়া মিশনের কৃতি সন্তান জর্জ জোসেফ গমেজের সকল রচনা সংরক্ষণের এই মহৎ উদ্যোগে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সফল ও বাস্তবায়িত হোক।

আমাদের প্রিয় দাদু, জর্জ যোসেফ গমেজের আত্মার মঙ্গলের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা কামনা করছি। বিশ্বাস করি তিনি ঈশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আছেন। আমরাও যেন তার আদর্শে বেঁচে থাকতে পারি।

তোমার আশীষ ধন্য

নাতি : দোলন যোসেফ গমেজ — **নাতি বউ :** জ্যাকলিন গমেজ ও ছেলে- মেয়ে
নাতনি : জুঁই গমেজ ও ববি গমেজ, ছেলে মেয়ে — **তোমার স্নেহের ছেলের বউ :** আগ্নেস স্কলাস্টিকা গমেজ
মেয়ে : সিস্টার মেরী ক্লটিল্ডা গমেজ (এসএমআরএ)

তুমি রবে নীরবে

প্রয়াত নীহার আন্তনী গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ এপ্রিল ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
তুমিলিয়া মিশন

প্রিয় বাবা,

এখনও প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অভাব অনুভব করি। ত্রিশ বছর পূর্বে তুমি যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমরা ছিলাম দিশেহারা। তোমার স্নেহমাখা মুখ, ভালোবাসার পরশ আর মধুমাখা ডাক আমাদের বুকে আজও প্রতিমুহূর্তে সতেজ অম্লান। তোমাকে হারানোর কষ্ট আর শূন্যতা আমৃত্যু বয়ে যেতে হবে। তুমি ছিলে সহজ, সরল, নির্লোভ এক আদর্শবান মানুষ। ঈশ্বর কত সহজেই তোমাকে বেছে নিলেন তার বাগান সাজাতে। আমরা এই জটিল পৃথিবীতে বেঁচে আছি তোমার আদর্শ বুকে ধারণ করে। তুমি আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। আদর্শের আলোকবর্তিকা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, সবাই তোমাকে ভালোবেসে স্মরণ করে। জানি পরম পিতার কোলে তুমি আছ আশ্রিত ও মহাসুখী। আমাদের ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা ও ছোট ভাই দীপংকর গমেজ (দীপু) আর তুমি নিশ্চয় স্বর্গে ঈশ্বর বন্দনায় অবিরামরত। পৃথিবীতে আমাদের প্রিয় মাকে নিয়ে তোমার দেখানো আদর্শের পথে আমৃত্যু হেঁটে যেতে চাই। মা প্রতি মুহূর্তে তার ভালোবাসার আঁচলে আমাদের ঢেকে রাখে। তোমার অভাব পূরণের চেষ্টা করে। তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ যাচনা কর যেন আমাদের মা, আত্মীয়-স্বজন ও তোমার নাতনী ও নাতিনদের নিয়ে সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে, তোমার মত আদর্শবান বাবার সন্তান জন্মানোর সৌভাগ্য দিয়েছেন। এ ভালোবাসা সীমাহীন আকাশের মত।

তোমার স্নেহের

আমাদের মা : আগ্নেশ স্কলাস্টিকা গমেজ
ছেলে : দোলন যোসেফ গমেজ
ছেলে বৌ : জ্যাকলিন গমেজ
মেয়ে ও জামাই : জুঁই ট্রিনিটা গমেজ ও শেখর গমেজ
ববি মারীয়া গমেজ ও উজ্জ্বল দরেছ
নাতনী : ঝুমঝুম এগ্নেশ গমেজ ও রিনঝিন
নাতি : মাধুর্য আন্তনী, মুগ্ধ ম্যাথিও ও সমৃদ্ধ আন্তনী (শুদ্ধ)

বিজ্ঞ/৭০/২০২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

জীবনের কিছু কথা ও অন্তিম শয্যায় অনন্ত বিশ্রাম

চিত্রা রোজারিও

"স্বর্গীয় নাগরিত্বে তীর্থযাত্রীর মত
খ্রিস্টের নেতৃত্বে এবং পবিত্রাত্মার একত্বে
যাচ্ছি মোরা পিতার সমীপে।"

জন্ম থেকে স্বর্গস্থ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত খ্রিস্টান হিসাবে আমরা এই পৃথিবীতে এক মহা তীর্থযাত্রার যাত্রী হয়ে সময় অতিবাহিত করছি। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে মহা পরিকল্পনা তা হলো, আমরা যেন ঈশ্বরকে চিনতে ও জানতে পারি, তাঁর দেখানো পথে চলতে পারি, এক ঈশ্বরেরই পূজা করি এবং তাঁর সেবা করি এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে তাঁর সাথেই থাকতে পারি। এই চরম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের পৃথিবীতে জীবিতদের দেশে তীর্থযাত্রায় আমরা সমাসীন! এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা জীবনের প্রতিধাপে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে ও সহজ সরল পথে হতে খ্রিস্টীয় ভাবে চলতে, সমস্যার সম্মুখীন হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনাসহ তাঁর উপর ভরসা করে জীবন যাপন করতে সচেষ্ট হই।

এই পৃথিবীতে বিশ্বাসের এবং আশার তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিলো যবে থেকে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার শক্তির আলোতে বলীয়ান হয়ে পথ চলা শুরু করেছিলাম। একে একে কৈশোর যৌবন পার করে এখন বার্ধক্যের পথে যাত্রায় কখন কোন মুহূর্ত পর্যন্ত চলবে অথবা অবসান হবে কিনা তা একমাত্র আমাকে যিনি সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। সেই মহেন্দ্রক্ষণটি আমি নিজেও জানতে পারবোনা! একমাত্র জানবে আমার আপনজনেরা - তারা কাঁদবে, প্রিয়জনেরা শোক করবে, যে ভাবে তারা আমার আগমনের দিনটাতে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলো। শুনেছি আমার জন্মের শুভ দিনটি ছিল ইস্টার সানডেতে। ৪ ভাইয়ের পর এক মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারণে আনন্দের বন্যা বইছিলো; কিন্তু এই আনন্দ ১৫ দিনের মধ্যেই দুঃখে রূপান্তরিত হয়েছিলো। যে বছর আমি জন্মেছি অর্থাৎ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে, তখন বসন্তের খুব প্রাদুর্ভাব, মিডফোর্ড হাসপাতালে তখন বসন্ত রোগীর ছড়াছড়ি - আমিও ১৫ দিনের মাথায় আক্রান্ত হয়ে মা-বাবাকে যাত্রণায় ফেলেছিলাম। এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সার্বক্ষণিক আমাকে দেখাশুনা করতো বলেই আমার কোনো অঙ্গহানি বা বসন্তের বেশি দাগ ছিলোনা; তার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল বলেই আজ বেঁচে আছি।

জীবনের পার হওয়া প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে এখন বার্ধক্যের দিকে যাচ্ছি। আমার বাবা বলতো, আমরা যদি আমাদের বিশেষ বিশেষ দিনগুলো উদ্‌যাপন করার জন্য পরিকল্পনা করে উৎসব পালন করতে পারি তেমনি ভাবে অসম্ভাবী "হঠাৎ" চলে যাওয়ার পর চির নিদ্রায় শায়িত হওয়ার জায়গার বিষয়ে কেন কোনো প্রস্তুতি নিবোনা। তার উপর আমি বর্তমানে যে দেশে আছি উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে যেখানে মরলে যন্ত্রণা বাড়ে বইকি কমেনা, তাই লোকে বলে এই দেশে মরেও শান্তি নাই কারণ এখানে কবর দিতে অনেক খরচ কমপক্ষে ৮/১০,০০০ ডলার। সামর্থ্য না থাকলে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়, আবার নির্ভর করে এলাকা বা কবরস্থানের লোকেশন এর উপর। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে আমার মতো মানুষ যে নাকি সারাজীবন নিজের পরিবারের পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাবার বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য হতাম, সেখানে ঈশ্বর আমাকে আমেরিকার মতো জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত হতে, ভালো চাকুরী, মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স করে এইদেশে এর উপর কাজ পেয়ে ভালো পজিশন পেতে, ছেলেমেয়ে ভালোভাবে পড়াশুনা শেষে নিজের জীবন গড়তে, তার উপর বিভিন্ন দেশে তীর্থযাত্রায় যেতে পাড়ার সৌভাগ্য, এই তীর্থ যাত্রার - যাত্রা শুরু হয়েছিল, পুণ্যভূমি ইস্রায়েল থেকে অতঃপর একে একে ইতালি, রোম, পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন, ইন্ডিয়ার গোয়া'সহ বিভিন্ন স্থান, জার্মানির মতো দেশের অধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে পরম পাওয়া ও বিশেষ আশীর্বাদ। নিজের মনে নিজেই অবাক হই; উপরোন্ত গায়ের রং কালো হওয়াতে প্রথম প্রেম ও অবজ্ঞা !!.... আর সেখানে আমি নিজের চেষ্টাতে আমেরিকা এসে, নিজের বাড়ি সম্পূর্ণ লোন পরিশোধসহ সন্তানদের বাড়ি বুঝিয়ে দেয়া, সব ধরণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, কাঁধের উপর কোন রকমের ঝামেলা নেই, তবে এই দেশে স্বাস্থ্য সেবার পলিসি অনুসারে ৬৭ বৎসর পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে বলে, এখনো অফিসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। অন্য দিকে সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত রয়েছি প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ইউসএ, ইনক্ বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। তবে এই পদের চেয়ে আমার বড় দায়িত্ব হলো গির্জার গান পরিচালনা করা; এই দায়িত্ব পেয়েছিলাম,আমি যখন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুল এ ৪র্থ শ্রেণী পড়ি, লক্ষীবাজারে পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করার সময়-ই; স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, সিস্টার পলিন গমেজ আমাকে শুধুমাত্র হারমোনিয়াম বাজাতে পারতাম বলে দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলো, "গির্জার গান মানুষকে শুনানোর জন্য নয় বরং গান টা লিড দেওয়া যেখানে গির্জায় অংশগ্রহণকারী সকলে সমসুরে গানে অংশ নিতে পারে, এবং গানের মাধ্যমে মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জেগে উঠতে পারে, এই পবিত্র দায়িত্ব মনে রেখে গান পরিচালনা করবে। প্রবাসের মাটিতেও আমি সিস্টারের সেই কথা মনে রেখে আজও গির্জার গান পরিচালনা করে যাচ্ছি। এর পাশাপাশি নিউইয়র্ক এর কুইন্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জপমালা রাণীর প্রেসিডিয়াম সেনাসংঘের কার্যক্রম পরিচালনা করছি, তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সক্রিয়ভাবে জড়িত। যে কথাটা বলার জন্য আজ এতো কিছু লেখার আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হচ্ছে, নিউইয়র্ক এর লং আইল্যান্ড এলাকায়, সেন্ট চার্লস কবরস্থানে ৬১ নম্বর কবর ক্রয়; সম্প্রতি প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এর পক্ষে বর্তমান সভাপতি মিস্টার গ্যাব্রিয়েল তাপস গমেজ সেন্ট চার্লস কবরস্থানে নিউইয়র্কের স্বল্পআয়ীদের জন্য ১০০ কবর বুকিং দিয়েছে, যার সিংহ ভাগ অর্থাৎ ৮০ ভাগ কবর ইতিমধ্যেই বাঙালি খ্রিস্টানগণ কিনে নিয়েছে, বাকি কবরও বুকিং এর পথে, আমিও প্রিয়জনদের সাথে নিয়ে "৬১" নম্বর কবর কেনে ফেলে, হেড স্টোন এর পরিকল্পনাও করে ফেলেছি। আগে ভাবতাম এটি ভয়ের বা কষ্টের বিষয় কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কবর কেনার পর থেকে অনুভব করছি এক পরম তৃপ্তি , অনাবিল আনন্দ, তা সত্যি ভাষায় বুঝানো যাবেন। বার বার মনে হচ্ছিল যিশুর সেই কথা, "সমস্তই সমাপ্ত হয়েছে" , যেখানে আমাকে শায়িত করা হবে সেই কবরখানার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে, ছেলেমেয়েদের পাঠালাম, যেন কি এক বিরাট অসমাপ্ত কাজ সাধন করলাম। বাসায় আসার পর চিন্তা আসলো আমি তো মানুষ, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে একমাত্র পিতাই জানেন আমার কিভাবে মৃত্যু হবে এবং আদৌ আমি এই কবরে শায়িত হতে পারবো কিনা। তাই নতুন করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা থাকলো সুস্থ সুন্দর থেকে যেন এই পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে ক্রয়কৃত ৬১ নম্বর কবরে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হতে পারি। এই কামনায় আমার পড়ন্ত বেলার, প্রত্যাশার আরো এক তীর্থ যাত্রার নতুন যাত্রা শুরু হলো। ❐

যুব তরঙ্গ

মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু খ্রিস্টের সুসমাচার বিস্তারেঃ যুবরাই হোক প্রচারদূত

দোলন যোসেফ গমেজ

যুগে যুগে পৃথিবীর যুগান্তকারী পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে আছে যুবসমাজ। সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্র বিনির্মাণ কিংবা ধর্মীয় প্রবর্তন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে তেজস্বী, সাহসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুব ব্যক্তিত্বরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের অদম্য উদ্যম, সৃজনশীল চিন্তা এবং পরিবর্তন সাধনের তীব্র আগ্রহ মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায়। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যখনই পৃথিবীতে নতুন কোনো দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে, তার পেছনে যুবকদের প্রেরণা, সংগ্রাম এবং নেতৃত্ব ছিল সর্বাগ্রে। যুবকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, নতুন পথ দেখাতে এবং পরিবর্তনের সূচনা করতে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নির্ভীক ও আদর্শবাদী যুব ব্যক্তিত্বরা সমাজের স্থবিরতা ভেঙে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমাদের খ্রিস্ট ধর্মে ত্রাতকর্তা যিশু খ্রিস্ট এবং সাধু যোহন(সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট) এর মতো ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও আমরা সেই যুবশক্তির তেজ, সাহস ও আত্মত্যাগের উদাহরণ দেখতে পাই। যা সমাজ পরিবর্তন ও ধর্মীয় চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং বিশ্বব্যাপী ধর্ম চিন্তায় পরিবর্তন এনে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করেছে। যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে মানব মুক্তির ইতিহাস, পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে যুবকদের আত্মত্যাগ ও সম্পৃক্ততা সর্বদাই গৌরবময়।

যিশু খ্রিস্ট আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেন এবং প্রায় তিন বছর প্রচার কাজ চালান। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল আনুমানিক তেত্রিশ বছর। তবে জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সাল নিয়ে ভিন্নমত থাকায় এটি একটি অনুমানভিত্তিক হিসাব। লূকের সুসমাচার ৩:২৩ পদে বলা আছে, "যিশু খ্রিস্ট যখন তাঁর কার্য শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর ছিল; এবং লোকেরা তাঁকে যোসেফের পুত্র বলে মনে করত"। অর্থাৎ যিশু একজন পরিপূর্ণ টগবগে যুবক ছিলেন। বুকে অসীম সাহস নিয়ে তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে তার প্রচারকার্য শুরু করেন। এই বয়সটি ইহুদি সমাজে পরিপক্কতা ও দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সময় হিসেবে ধরা হতো। যিশু সমাজ ও পরিবারের সাথে বেড়ে ওঠেন এবং একই সাথে নিজেকে প্রস্তুত করেন প্রচারকার্যের জন্য অর্থাৎ তিনি কেবল বয়সে প্রাপ্তবয়স্কই ছিলেন না, বরং মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে প্রস্তুত একজন ব্যক্তি ছিলেন।

এই সময়ে যিশুর কাজ ছিল অত্যন্ত সাহসী

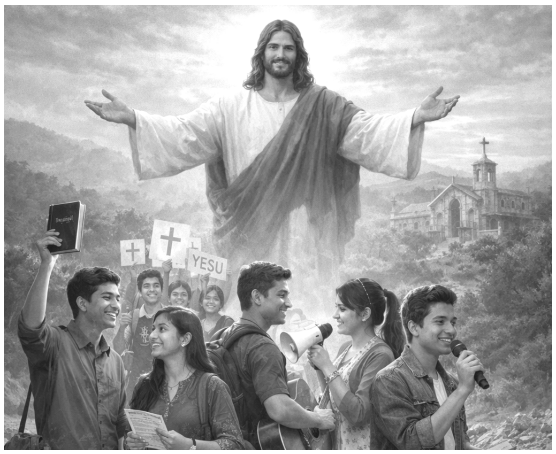

ও ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় ভণ্ডামি, কপটতা এবং কঠোর মানবতা বিবর্জিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে কথা বলেন। বিশেষ করে ফারিসী ও শাস্ত্রবিদদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃত ধর্ম কেবল বাহ্যিক আচার নয়, বরং হৃদয়ের পরিবর্তন, ভালোবাসা, দয়া ও ন্যায়বিচারের মধ্যে নিহিত। যা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে কঠিন কুঠারাঘাত। যিশু সমাজের প্রান্তিক মানুষদের বিশেষ করে গরিব, অসুস্থ, পাপী বলে গণ্য ব্যক্তিদের কাছে টেনে নেন। তিনি তাদের সম্মান দেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার সকলের জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই সময়ের সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, কারণ তখন ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজন ছিল প্রবল। তাঁর মধ্যে ছিল এক অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা। তিনি সত্য কথা বলতে পিছপা হননি, এমনকি তা তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর শিক্ষা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোই প্রকৃত ধার্মিকতা। যিশু একজন পরিপক্ক, সাহসী এবং মানবকল্যাণে নিবেদিত "যুবক" হিসেবে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন, যিনি সমাজের অন্যায় ও ভ্রান্ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে সত্য, ভালোবাসা ও ন্যায়ের বার্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

সাধু যোহনও কিন্তু একজন দুর্দান্ত সাহসী, স্পষ্টভাষী ও তেজী যুবক ছিলেন। বাইবেলে সাধু যোহন সম্পর্কে যতটুকু বলা আছে তাতে বুঝা যায় তিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। পাহাড়, পথ, ঘাট প্রান্তর চষে বেরিয়েছেন। চিৎকার করে যিশুর আগমনের কথা প্রচার করেছেন এবং মানুষকে সতর্ক করেছেন। এবং তিনি অনবরত ও প্রতিনিয়ত এই কাজ করে বেরিয়েছেন। বাইবেল অনুযায়ী তাঁর নির্দিষ্ট বয়স সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি যিশু খ্রিস্টের চেয়ে প্রায় ৬ মাস বড় ছিলেন। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় বয়স যদি তেত্রিশ বছর হয় সেই হিসাবে সাধু যোহনের মৃত্যুর সময় বয়স আনুমানিক ৩১-৩২ বছর হতে পারে। সাধু যোহন ছিলেন এক নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ ও ত্যাগী যুবক, যিনি সমাজের ভ্রান্তি ও পাপের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে কথা বলেছেন। তাঁর জীবন ও কার্য গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি ছিলেন এক কঠোর জীবনযাপনকারী, দৃঢ়চিত্ত এবং আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান "যুবক প্রবক্তা"। যোহনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল তাঁর নির্ভীকতা। তিনি ক্ষমতাবানদেরও সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি রাজা হেরোদের অন্যায় সম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। এই স্পষ্টভাষিতার কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে কারাবন্দী করা হয় এবং শিরচ্ছেদ করা হয়। অর্থাৎ, তাঁর কাছে সত্য ছিল জীবনের

চেয়েও মূল্যবান। তিনি মিথ্যা বা অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। সাধু যোহন ছিলেন একজন নির্ভীক প্রচারক, যিনি যিশু খ্রিস্টের আগমনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

যিশুর শিষ্য যোহন (সেন্ট জন দ্য অ্যাপোস্টল) যিশুর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন। এ বিষয়ে বাইবেলের সরাসরি তথ্য নেই। কিন্তু মণ্ডলীর ঐতিহ্য, গবেষণা ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় যিশুর সাথে থাকার সময় তাঁর বয়স হতে পারে আনুমানিক ১৮-২৫ বছর। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় তিনি তুলনামূলকভাবে তরুণ ছিলেন। তাঁকে "যুবক শিষ্য" হিসেবেই ধরা হয়। মারীয়া মাগদালীনা খালি সমাধি দেখে প্রথমে যিশুর পুনরুত্থানের সংবাদ শিমোন পিতর ও যোহনকে জানান। ফলে এই দুই শিষ্য পিতর ও যোহনই যিশুর পুনরুত্থানের খবর প্রথমে শুনে সমাধির দিকে ছুটে যান। যিশুর মৃত্যুর পর সাধু যোহন সেই যুবক বয়স থেকে প্রচারকার্য শুরু করেন। যিশুর শিষ্যদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন এবং প্রচার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আনুমানিক ৯৩ বছর বয়সে প্রাকৃতিকভাবে মারা যান এবং প্রেরিতদের মধ্যে একমাত্র অ-শহীদ।

গবেষণা অনুযায়ী, যিশু খ্রিস্টের অধিকাংশ শিষ্যই ছিলেন তরুণ বা যুবক। সাধারণত বিশ এর কোঠা থেকে সর্বোচ্চ ত্রিশ বছরের নিচে। ইহুদি সংস্কৃতি অনুযায়ী, একজন রাব্বি বা গুরুর অনুসারীরা সাধারণত তাঁদের কিশোর বয়সের শেষ দিকে বা বিশ বছরের শুরুর দিকেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। ফলে ধারণা করা যায়, যিশুর শিষ্যরাও সেই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুসরণ করেই অপেক্ষাকৃত কম বয়সে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। (সূত্রঃ biblehub.com এবং সংশ্লিষ্ট বাইবেলীয় গবেষণা)

মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর সুপরিকল্পিতভাবে যুবকদেরই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ যুবক বয়সে মানুষের মন থাকে শেখার প্রতি আগ্রহী, নতুন সত্য গ্রহণে উন্মুক্ত, এবং আত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত। তাঁদের হৃদয়ে নমনীয়তা ও পরিবর্তনের শক্তি থাকে, যা ঈশ্বরের রাজ্যের বাণী গ্রহণ এবং বহন করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিত্রাণের এই মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যিশুর নিজস্ব প্রস্তুতি, ত্যাগ, পরিশ্রম ও সাধনা সবই ছিল ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনার অংশ। যিশু নিজে ঐশ্ব রাজ্য বিস্তারের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন। আর এই প্রচারকার্য প্রসারের জন্যই তিনি শিষ্যদের বেছে নেন। যিশুর শিক্ষা, বিশ্বাস, ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম প্রথমে গ্রহণ ও বহন করার জন্য এমন মানসিকতার প্রয়োজন ছিল যুবকদের। যুবকদের সামনে ছিল দীর্ঘ জীবন, যা তাদেরকে বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশ, শহর ও জনগোষ্ঠীর মাঝে গিয়ে পরিত্রাণের বার্তা প্রচার করতে সাহায্য করেছে।

যিশুর শিষ্য যোহনের প্রেরিতের দীর্ঘজীবন এ সত্যকে আরও স্পষ্ট করে (বলা হয় তিনি প্রায় ৯৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন)। প্রথম যুগের খ্রিস্টীয় প্রচারকাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। কারণ সুসমাচার বহন করে শিষ্যদেরকে শহর থেকে শহরে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হতো, কঠোর নির্যাতন ও সামাজিক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হতো এবং রোমান শাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও বিশ্বাসে অটল থাকতে হতো। এমন কঠিন দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল যৌবনের শক্তি, সাহস, সহনশীলতা এবং মানসিক দৃঢ়তা। যা প্রথম যুগের শিষ্যদের জীবনে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

যিশু ও সাধু যোহনের জীবনেও আমরা এই যৌবনের তীব্রতা, তেজ ও প্রাণশক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আগুন জ্বলছিল, তা পরবর্তীতে অন্য শিষ্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এই যৌবনের উদ্যম, স্থিরতা এবং আত্মত্যাগের মনোভাবই প্রথম যুগের খ্রিস্টধর্মকে বিরোধিতার মধ্যেও দ্রুত বিকাশ লাভ করতে সাহায্য করেছিল। যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান শিষ্যদের জন্য শক্তি সঞ্চয় ও নবজীবন লাভের এক গভীর উৎস হিসেবে কাজ করেছে। পুনরুত্থানের মহিমা তাঁদের হৃদয়ে নতুন সাহস, দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রচেষ্টার শক্তি জাগিয়ে তোলে। যার ফলে তারা অটল প্রত্যয়ে সুসমাচার প্রচারের কাজ করতে সমর্থ হয়।

আমরা যদি বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করি ও আধ্যাত্মিকতায় যুবকদের অবস্থান কোথায় তা দেখতে পাই। এখানে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দু'টি বিষয়ই বিবেচ্য। একদিকে, কিছু যুবক আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও সমাজসেবার মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে; অন্যদিকে, আধুনিকতার প্রভাব, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, ভোগবাদী মানসিকতা এবং সামাজিক চাপে পড়ে অনেকেই ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তবুও, এই পরিস্থিতির মধ্যেই সম্ভাবনার আলো রয়েছে। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যখনই যুবসমাজ আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগ্রত হয়েছে, তখনই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তাই প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা এবং জীবন্ত আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা। যাতে বর্তমান প্রজন্ম আবার সেই তেজ, সাহস ও আত্মত্যাগের পথ অনুসরণ করে সমাজ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নতুন জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, প্রযুক্তির প্রসার, দ্রুত নগরায়ণ এবং বিশ্বায়নের পরিবর্তনের মধ্যেও যুবসমাজ আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উঠে আসছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়, যুবকদের হৃদয় সাধারণত সত্য গ্রহণে উন্মুক্ত, পরিবর্তনকে দ্রুত গ্রহণ, এবং আত্মিক চেতনায় দ্রুত প্রবুদ্ধ হয়। এসব গুণ তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নেতৃত্বের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করে তোলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের ধর্মপল্লী, গির্জা, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের অনুষ্ঠানগুলোতে যুবকদের বেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই অংশগ্রহণের সংখ্যা সবসময় আশানুরূপ নয়। অনেক যুবকই এখন প্রার্থনায় আসক্ত হচ্ছে, মানবিক সেবা, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ এবং অনলাইন আধ্যাত্মিক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে বিশ্বাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পরিবার ও সমাজ যখন নৈতিক চ্যালেঞ্জ, আসক্তি, হতাশা কিংবা বিভ্রান্তির মুখে দাঁড়াচ্ছে, তখন যুবকরাই ঈশ্বরের সত্য, নৈতিকতা এবং পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে মণ্ডলী এবং অভিভাবকদের প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে যুবকদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের উৎসাহ দিতে হবে। সাহস দিতে হবে এবং তাদের কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। ডিজিটাল এই যুগে তরুণ ও যুব সম্প্রদায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যরকম আসক্ততায় মগ্ন। তাই অনুগতিক চিন্তা ধারা থেকে বের হয়ে মণ্ডলীকে ভাবতে হবে যুবকদের সহায়তায় কিভাবে এই ডিজিটাল প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা যায় যিশু খ্রিস্টের

বাণী প্রচার কাজের জন্য। তরুণ ও যুবকদের মেধা, সময় ও আগ্রহকে কাজে লাগানোর সর্বোত্তম সময় এখনই। পরিবর্তনশীল এই যুগে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে যুবকরাই নতুনভাবে সুসমাচার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যিশু খ্রিস্টের জীবন ও বার্তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, আর সেই বার্তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন উদ্যমী, সৃজনশীল ও আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত যুবসমাজ।

এই সত্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন সাধু কার্লো আকুটিস। তিনি একজন তরুণ কিন্তু তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে খ্রিস্টের বাণী প্রচারে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, বয়স নয়, বরং বিশ্বাস, আগ্রহ ও সঠিক ব্যবহারই একজন মানুষকে বড় কাজের জন্য প্রস্তুত করে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে, ১২ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। পরবর্তীতে, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাধু ঘোষণা হয়।

সুতরাং, বর্তমান সময়ের যুব ও তরুণরাই পারে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, সৃজনশীলতা ও বিশ্বাসের শক্তিকে একত্র করে, মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের বাণী বিশ্বব্যাপী আরও কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। যুবকদের ব্যবহার করতে হবে সততার সাথে কোন ক্ষুদ্র স্বার্থে না। আজকের তরুণরা দ্রুতগতির জীবনে অর্থপূর্ণতা, পরিচয় এবং উদ্দেশ্য খুঁজছে। এই সন্ধানের জায়গায় আধ্যাত্মিকতা যেন তাঁদের কাছে নিরাপত্তা ও দিকনির্দেশনার আলো হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ, মণ্ডলী বা ধর্মীয় নেতারা যখন যুবকদের কথা শোনে, তাদের ক্ষমতায়ন করে, তাদের স্বপ্ন ও নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করে–তখন তারা খ্রিস্ট বিশ্বাসকে শুধু ধারণই করে না, বরং যুবরা সমাজে জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে।

এখনো কিন্তু অনেক যুবক-যুবতি বেছে নিচ্ছে ব্রতধারী-ব্রতধারিণীর জীবন। তাদের জীবন উৎসর্গ করছে খ্রিস্টের বাণী প্রচারে। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রটি যুবকদের মাধ্যমেই নবজাগরণের মুখ দেখছে। তারা আজ ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবর্তনের বাহক, মানবসেবার সেতুবন্ধন, এবং বিশ্বাসের নবপ্রজন্মের নির্মাতা হিসেবে উঠে আসছে।

তাই যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা না করে গঠনমূলক পর্যালোচনা করে তাদের ভালো কাজের জন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করা উচিত। আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে খ্রিস্টের বাণী শোনা ও প্রচারকার্যের জন্য তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই কাজের জন্য সবাইকে যুব শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে এবং তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করতে হবে। খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার জন্য সকলকে ব্রতধারী ব্রতধারিণী হতে হবে এমন নয়। বরং প্রয়োজন নিজের ইচ্ছা শক্তি। মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তরুণ ও যুব সম্প্রদায় বিশেষভাবে সক্ষম। তারা আধুনিক জীবন, শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে এই বাণীকে প্রায়োগিক ও বৈপ্লবিকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং, ত্রাণকর্তা পরিত্রতা মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুর সুসমাচার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ই হতে পারে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী প্রচারদূত। ❐

আমি পুনরুত্থান

মালা চিরান

এই নশ্বর পৃথিবীতে যিশু ছিল পবিত্র
যিশুর কোন পাপ ছিল না শুধু মানব জাতির
পাপের জন্য এবং পাপীকে ভালোবেসে
ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিল।

এই নশ্বর পৃথিবীতে সমাজে গ্রামে প্রতিটি পরিবারে
পাপ প্রাধান্য পায় যে নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাসাক্ষ্য।
সমাজে গ্রামে, প্রতিটি পরিবারে এবং জ্ঞানী এবং ধনী যারা
তারা গরীবদের অবহেলা করেও কর আদায়কারীদের

মত আচার ব্যবহার করে থাকে।
তেমনি করে আমরা যিশুর দুঃখভোগে
মন পরিষ্কার করতে পারি এবং মানব জাতিকে
যিশুর আদেশে ভালোবাসতে পারি।

এই নশ্বর পৃথিবীতে শুধু ক্ষণিকের জন্য আমার বসবাস করি
একে একে সবাই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে হবে
তাইতো লাজারের মৃত্যুতে মার্থা যিশুকে বলে ছিল
প্রভু আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে
আমার ভাই মারা যেত না।

যিশু মার্থাকে বলেছিল, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন,
কেউ যদি আমাকে বিশ্বাস করে, তবে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।
তাইতো যিশু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন এবং
পাপীকে স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন।

স্বাস্থ্যকথা

জরায়ু মুখ ক্যান্সার - আসুন সচেতন হই, প্রতিরোধ করি

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকায় নোবেল বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন বলেছেন - বাংলাদেশের সাথে উপমহাদেশের নারীদের পার্থক্য কোথায়? তিনি বলেছেন ১৯৭১ এর পর বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকাই এ অঞ্চলের নারীদের অন্যদের চেয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ মার্চ ২০১৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বলেছেন- বাংলাদেশে নারীরা কি না করছে- তারা আকাশে বিমান চালাচ্ছে, প্রশাসনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে, পুলিশ বাহিনীতেও তারা পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতা দিয়ে সমানতালে বিভিন্ন পদে কাজ করছেন। আজ নারীরা বিভিন্নভাবে সচেতন হচ্ছেন, সচেতন থাকছেন - তাদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও সচেতন হবার দরকার আছে।

বিশ্বব্যাপী নারীর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারন জরায়ুমুখ ক্যান্সার। এটি সারা পৃথিবীতে নারীর দেহে ক্যান্সারের ৪র্থ কারণ এবং মৃত্যুরও ৪র্থ কারণ। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৩,৫০,০০০ নারী জরায়ুমুখ ক্যান্সারে মারা যান / ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে ৬ লাখেরও বেশী নারী জরায়ু মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন ও ৩ লাখের বেশি নারী এ রোগে মারা যান। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৫,২৮,০০০ নারী জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ২,৬৬,০০০ নারী এতে মারা যান। জরায়ুমুখ ক্যান্সার সকল ক্যান্সারের ৮% । প্রায় ৭০% জরায়ুমুখ ক্যান্সার আক্রান্ত নারী উন্নয়নশীল দেশের নারী। এটি নারীর স্তন ক্যান্সারের পর নারী মৃত্যুর ২য় সর্বোচ্চ কারণ। নিম্ন আয়ের দেশে এটি নারী মৃত্যুর প্রধান কারণ। বর্তমানে সচেতনতার কারণে ও নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে উন্নত বিশ্বে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কমে গেছে।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার কি ও কারণ?

● নারীর জরায়ুমুখে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর টিউমার হলো জরায়ুমুখ ক্যান্সার।

● হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) নামক একটি ঘাতক ভাইরাস এই রোগের প্রধান কারণ। এইচপিভি ১৬ ও এইচপিভি ১৮ তে ৭৫% নারী আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

● এইচ.আই.ভি ভাইরাস এ আক্রান্ত নারীরা এ রোগে বেশি অক্রান্ত হতে পারেন।

● এটি কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়।

বাংলাদেশে এর অবস্থা:

● বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১২, ৯৩১ জন নারী নতুন করে জরায়ু মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন।

● প্রতি বছর ৬,৬০০ জন নারী এই ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন।

● প্রতিদিন গড়ে ১৮ জন নারী এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

● আমাদের দেশে অনেক নারীর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার ছড়ানোর উপায়:

● শারীরিক সম্পর্ক এই রোগ ছড়ালোর প্রধান মাধ্যমে যে নারীর যত বেশি শারীরিক সম্পর্কের সঙ্গী রয়েছে, তার এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি তত বেশি।

● শারীরিক সম্পর্ক / যৌন সক্রিয় প্রতিটি নারীই এই ক্যান্সারের ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

● অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে একাধিকবার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

● ধূমপান এ রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

● একজন নারীর সহজাত শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বা জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি/ কনডমের ব্যবহার কখনো এই ইনফেকশনের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধকারী হিসেবে কাজ করতে পারে না।

● তাই এই সংক্রমণ (২-২০) বছর সময়ের মধ্যে ক্যান্সারে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

● এই ক্যান্সার ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ:

● জরায়ু মুখ ক্যান্সারের কোন পূর্ব লক্ষণ নেই।

● অল্প বয়সে বা শারীরিক সম্পর্ক শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে সাধারণত কোন লক্ষন দেখা যায় না।

● শারীরিক সম্পর্কের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা/ অস্বাভাবিক রক্তপাত।

● মাসিক বন্ধের পরে রক্তপাত।

● শারীরিক সম্পর্কের পর রক্তপাত।

● দুর্গন্ধময় সাদস্রাব।

● মাসিকের পথে টিউমার - জটিলতা বা খারাপ ধরনের ক্যান্সার (খাবারে অরুচি, ওজন কমে যাওয়া, ক্লান্তি, পিছনে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, পা ফুলে যাওয়া, মাসিকের পথে তীব্র রক্তপাত, হাঁড় ভেঁঙে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে।

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের শনাক্তকরণ:

● প্যাপ স্মিয়ার :

২১-৬৫ বছর বয়স্ক নারীরা প্রতি ৩-৫ বছর অন্তর অন্তর এ পরীক্ষা করাতে পারেন। তাতে ৮০% ক্ষেত্রে ক্যান্সার পূর্ববর্তী অবস্থা শনাক্ত করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যত তাড়াতাড়ি রোগ শনাক্ত করা যাবে তত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে মৃত্যু বিলম্বিত করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৪৮ বছর বয়সে অনেকের এ রোগ শনাক্ত করা হয়। ঐ দেশে হিস্প্যানিকরা এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। ঐ দেশে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১২,৮০০ নারী এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৪,৮০০ জন এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে আনুমানিক ১২,৩৬০ জন মার্কিন মহিলা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন এবং ৪,০২০ জন মারা যেতে পারেন বলে তাদের স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছিলেন। গত ৫০ বছরে আমেরিকাতে ৭৪% জরায়ুমুখ ক্যান্সার কমে গেছে কেননা তারা নিয়মিত সচেতনভাবে এ বিষয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছেন, পরীক্ষা করিয়েছেন ও টিকা নিয়েছেন। এতে প্রতি বছরে গড়ে তাদের ৬০০ কোটি টাকা এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় কমে গেছে।

● কলপোস্কপি

● বায়োপসি ও

● কোন বায়োপসি চিকিৎসার দ্বারা জরায়ুমুখ ক্যান্সার শনাক্ত করা যায়।

আক্রান্ত হবার পর চিকিৎসা:

● অপারেশন

● রেডিওথেরাপি

● কেমথেরাপি।

অনেক ক্ষেত্রে জরায়ু কেটে ফেলে দিতে হয়। তখন নারী আর মা হতে পারেন না। কেমোথেরাপী ও রেডিওথেরাপি অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল।

প্রতিরোধঃ

● জরায়ুমুখ ক্যান্সারের টিকা গ্রহণ (Cervarix or Gardasil)। এতে

চিত্রঃ তাইওয়ানে এ রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা ক্যাম্পেইন চলছে

৯৩% ঝুঁকি কমতে পারে।

● প্রতিটি ধর্মের আলোকে বিবাহিত জীবনে প্রতি স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি বা প্রতি স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকা দরকার। বহুবিবাহ বা বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ক বা বিবাহ পরবর্তী একের অধিক শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা ।

● বাল্যবিবাহ থেকে বিরত থাকা ।

● নিয়মিত জরায়ুমুখের পরীক্ষা।

● ধুমপান বর্জন করা।

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের টিকাঃ

● ১০ বছর থেকে ১৭ বছর বয়সী নারীর জন্য দুইটা ডোজ প্রযোজ্য। এ বয়সে শারীরিক সম্পর্ক শুরুর পূর্বে এ টিকা গ্রহণ করলে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাপানে এ রোগের টিকা বিনামূল্যে সরকার প্রতিটি নারী যারা তা নিতে চান তাদের তা দিয়ে থাকেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে এ টিকা এফডিএ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ।

● ১৮ কিংবা তার বেশী বয়সী

● নারীদের জন্য সমান তিন ডোজ প্রযোজ্য।

● টিকার ডোজ ০, ১ ও ৬ মাস পর পর নিতে হবে।

● একটি ডোজও বাদ দেওয়া যাবে না।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাউয়ার্ডের স্ত্রী জেনেট হাওয়ার্ড জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। উনি ভয় না পেয়ে সাহসের সাথে এ রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করেন এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সকলের কাছে প্রকাশ করেন যে তিনি এ রোগে আক্রান্ত। যদিও অনেকে মনে করতেন যে তিনি স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। এখনও তিনি বেঁচে আছেন এবং এ বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, নারীদের জীবনে কেবল সচেতনতাই পারে এ রোগ থেকে নারীর অমূল্য জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে। সকল নারীরই সচেতন হওয়া দরকার ও প্রয়োজনে টিকা নিয়ে নিজের জীবনকে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো

সওস্ টেকস্টবুক অব গাইনোকোলজী

ইন্টারনেট

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৪ খ্রী:, রেজি. নং-২৬/১৯৮৪
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন,
পো: অ: কালীগঞ্জ, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ই-মেইল: ঃ cccul@yahoo.com

ম্যানেজার ২০২৫/২০২৬ (৮৮)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৮ মার্চ ২০২৬ খ্রি:

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের শূণ্য পদ পূরণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত পদে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ/মহিলাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:

ক্র. নং	পদের নাম	বেতন	বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	এসিস্ট্যান্ট চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার	আলোচনা সাপেক্ষে	(১) বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ হিসাব বিজ্ঞান/ফিন্যান্স/মার্কেটিং/ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর। (৩) অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (৪) অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

শর্তাবলী:

(১) সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। **(২)** ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। **(৩)** সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। **(৪)** ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। **(৫)** প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। **(৬)** প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভুয়া প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। **(৭)** প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

আগ্রহীদের আগামী ১৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, দুপুর ১২টার মধ্যে জীবন-বৃত্তান্ত, সদ্যতোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, মোবাইল নম্বরসহ আবেদনপত্র "ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি, তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন, পোঃ অঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর"- এই ঠিকানায় জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

জ্যাকশন পিউরীফিকেশন
ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি

রিংকু লরেন্স গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিজ্ঞ/৭৭/২৬

অবুঝ মন

মিল্টন রোজারিও

নিলয় খুব শান্ত প্রকৃতির একটি ছেলে। গ্রামের সবাই ওকে খুব ভালো একটি ছেলে বলেই জানে। ব্যতিক্রমধর্মী একটি ছেলে। সে কখনও কারো সাতে পাঁচে থাকে না। গ্রামের সমবয়সি ছেলেদের দেখা যায়, তারা এখানে সেখানে বসে আড্ডা মারছে, নেশা করছে, মোবাইল টিপছে। একেক সময় এদেরকে দেখে মনে হয়, কেউ যেন ওদের দেখার নেই। ওদের না আছে অভিভাবক। না আছে সচেতন কোন মা-বাবা। নিলয়ের সাথে একমাত্র নিখিলের ভালো এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক। আড্ডাবাজি ওর একদম ভালো লাগে না। এমন কি মোবাইলেও তার আসক্তি নেই বললেই চলে। বন্ধু নিখিলের সাথে দাবা খেলতে সে খুব ভালোবাসে।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান নিলয়।

নিলয়ের বাবা ভিক্টর ঢাকা বিজি প্রেসের একজন উচ্চ পদস্ত অফিসার। মা বিনীতা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমাকে নিয়ে নিলয়দের পরিবার।

বান্দুরা হলি ক্রস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে দোহার-নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে নিলয়। এবার ইন্টার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সে। বান্দুরা হলিক্রস হাই স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও নিলয় দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়েছে শুধু কলেজ কলেজ ভাব আছে বলে। বান্দুরা থেকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে সে বাসে চড়ে কলেজে যাতায়াত করে।

অর্চিতা এবার ম্যাট্রিক পাস করে দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার বাড়ি মোলাশীকান্দা গ্রামে। বাড়িতে ঠাকুরমা আর এক পিসিকে নিয়ে অর্চিতাদের ছোট একটি সংসার। পিসি তুলি হাসনাবাদ ক্রেডিট অফিসে কাজ করে।

ইউফ্রেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অর্চিতা পাস করে নিজের ইচ্ছায় দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়েছে। অর্চিতার মা বলেছিলো ইউফ্রেজি থেকে দ্বাদশ শ্রেণীটা কমপ্লিট করতে। অর্চিতা বলেছিলো, না মা আমি এখন কলেজের ছাত্রী। তাই কলেজে পড়তে চাই। ইউফ্রেজি আমার কাছে এখনও স্কুল স্কুল মনে হয়। কলেজ বলে মনে হয় না। অর্চিতার বাবা জাস্টিন বারমুদা'য় চাকুরী করে। একমাত্র মেয়ের ইচ্ছা পূরণই হচ্ছে তার স্বপ্ন। তাই কলেজের ব্যাপারেও সে কোন আপত্তি করেনি। শুধু বলেছে, মা তুমি এখন বড় হয়েছো। কলেজে ভর্তি হয়েছো। একটু দেখে শুনে চলাফেরা করবে। কেউ যেন কিছু বলতে না পারে। অর্চিতার মায়ের ইচ্ছা ছিলনা মেয়ে নবাবগঞ্জ কলেজে গিয়ে পড়ে। কারণ, কলেজ বলতেই রাজনীতি, মারামারি, হরতাল, গন্ডগোল ইত্যাদি। নবাবগঞ্জ কলেজ নিয়ে সব সময় সব মা বাবা অভিভাবকদেরই একটা টেনশনে থাকে। ইউফ্রেজি থেকে পাশ করে এলাকার আরো কয়েকজন মেয়ে অর্চিতার সাথে নবাবগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়েছে। অর্চিতার মা তাই একটু সাহস পায়। মেয়েকে বলেছে, ওদের সাথে কলেজে যাবি আবার ওদের সাথেই ফিরবি।

অর্চিতা নবাবগঞ্জ কলেজে ঢুকে নিলয়কে প্রথম দর্শনেই পছন্দ করে ফেলে। মনে মনে ভাবে কি করে নিলয়ের মন জয় করা যায়। ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের দেখলে প্রথমে অফার দেয় এবং ভালোবেসে কাছে আসে। ঠিক তেমনি মেয়েরাও সুন্দর ছেলে দেখলে মনে মনে ভালোবাসতে চায়। প্রেমিক হিসাবে কাছে পেতে চায়। কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের মত এতো সাহসী নয় বলে সেটা প্রকাশ করতে পারে না। তবে মেয়েরা দল বেঁধে ছেলেদের কাছে কাছে ঘুরতে খুব পছন্দ করে।

তারপর থেকে অর্চিতা নিলয়কে ধরার জন্য আগেই বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলতে চায়। কলেজে সবার সামনে কথা বলতে সাহস পায় না সে। কারণ, কেউ যদি কিছু মনে করে। নিলয় অর্চিতার এক বছরের সিনিয়র। অনেক বার তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু কথা হয়নি। একই কলেজে পড়া সত্ত্বেও ওদের মধ্যে এখনও আলাপচারিতাও হয়ে ওঠেনি। কয়েকদিন পর এক সকালে আসে সেই প্রত্যাশিত ক্ষণটি। বাস স্ট্যান্ডে নিলয়ের সাথে অর্চিতার দেখা। নিলয় তার স্বভাবসূলভ আচরণে মাথা নিচু করে অর্চিতাকে পাশ কাটিয়ে বাসে উঠে সোজা মাঝামাঝি একটি সিটে গিয়ে বসে। অর্চিতা নিলয়ের পিছনে পিছনে উঠে গিয়ে তার পাশেই বসে পরে। নিলয় একবার অর্চিতার দিকে আঁড়চোখে তাকিয়ে দেখে, চটজলদি চোখ ঘুরিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অর্চিতা মনে মনে দুই তিনবার হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর বলে বুকে তিন বার ফুঁ দিয়ে সাহস করে কথা বলতে যাবে এমন সময় পিছনের সিট থেকে লিপি বলে ওঠে,

- কিরে অর্চি, আজকে তুই সামনের সিটে বসলি যে? আমি তো তোর জন্য সিট রেখেছি। ওহ বুঝতে পেরেছি। যাক, বস। কামিয়াব হ।

অর্চিতা সাথে সাথে জিব কেঁটে ফিস ফিস করে বলে ওঠে,

- তোর মাথা। যেখানে সিট পেয়েছি সেইখানে বসে পড়েছি।

লিপি বলে,

- তোর সাথে অনেক কথা আছে অর্চি।

- ঠিক আছে বাস থেকে নেমে নিই, তারপর শুনবো।

মনে মনে বলে, আমাকে আগে নিলয়ের সাথে একা কথা বলতে দে, শয়তান। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর অর্চিতা নিলয়কে বলে,

- আমার নাম অর্চিতা।

নিলয় এবার অর্চিতার দিকে তাকায়। বলে,

- হ্যাঁ। আমি জানি। আপনি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট।

এইটুকু বলে নিলয় চুপ হয়ে যায়। আবার বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে দেখি অর্চিতা কি করে। ওপর দিকে অর্চিতা মনে মনে ভাবে, এ দেখি লজ্জার ঢেপু। ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা বলতে ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর এ ছেলে এমন লাজুক কেন? আমাকে চেনে, জানে, অথচ আমি তার পাশে বসে আছি একটি কথা ও বলছে না, আশ্চর্য। অর্চিতা বলে,

- আপনি ভালো আছেন?

নিলয় না শোনার ভান করে চুপ থাকে। কোন উত্তর না পেয়ে অর্চিতার মনে মনে ভীষণ রাগ করে। ভাবে, এখন আর কিছু বলবো না। ইতিমধ্যে বাস নবাবগঞ্জ বাজারের কাছে এসে পরে। কলেজের প্রায় ১০/১২ জন ছেলেমেয়ে ফটাফট বাস থেকে নেমে যায়। বাসের যাত্রীরা সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অর্চিতা নিলয় সবার শেষে নামে। তখন নিলয় পেছন থেকে অর্চিতার কানের কাছে এসে বলে,

- ভালো আছি।

অর্চিতা মনে মনে খুব খুশি হয়। পিছন ফিরে বলে,

- আপনি তো খুব দুষ্টু।

নিলয় বাড়িতে এসে অর্চিতার কথা ভাবতে থাকে। ওর সাথে কথা বলার পর আমার ভেতরটা এমন ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠছে কেন! হৃদয়ের মধ্যে প্রেম প্রেম ভাব উদিত হয় নিলয়ের! এতদিন তো কোন মেয়ে আমাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি! কেন অর্চিতাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করছে!

পরদিন আবার অর্চিতা বাস স্ট্যান্ডে এসে নিলয়ের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কয়েক মিনিট পর নিলয় বাস স্ট্যান্ড এসে দেখে অর্চিতা দাঁড়িয়ে আছে। নিলয় হেসে বলে,

- শুভ সকাল। ভালো আছেন? কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে আছেন যে? কারো জন্য অপেক্ষা করছেন বুঝি?

অর্চিতা মনে মনে ভাবে নিলয়ের সাথে একটু ফান করা যাক। বলে,

- হ্যাঁ। না না। কারো জন্য অপেক্ষা করবো কেন? এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছেন না বাসটা এই মাত্র ছেড়ে গেলো। হাত তুললাম, ড্রাইভার থামালোই না।

- তাই নাকি! ড্রাইভার বেটা তো ভীষণ পাজি। ঐতো বাস আসছে। চলুন উঠে পড়ি। নতুবা এই বাসও চলে যাবে।

নিলয় অর্চিতা বাসে উঠে পরে। দুজন একই সিটে পাশাপাশি বসে। অর্চিতার মনটা আজকে মুহূর্তের মধ্যে প্রেমাবেগে ভরে ওঠে। মনটাতে খুশিতে ফাগুনের হাওয়া বইতে থাকে। কাউকে এই আনন্দের কথা বলে বুঝাতে পারবে না সে। এখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে তার, নিলয় আমার সাথে কথা বলেছে। আমি নিলয়কে ভালোবাসি। নিলয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করেই অর্চিতা বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। আনন্দে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে শারুখ খানের মত মনে মনে বলে ওঠে "I love you....

নিলয় অর্চিতাকে বলে,

- আরে কি ব্যাপার? কি হলো অর্চিতা? দাঁড়ালেন কেন?

- না না এমনি!

লজ্জায় সে বসে পড়ে। অর্চিতা ভাবে, লিপি, সীমার সাথে আজকে দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে। ওরা হয়তো আগের বাসে চলে গেছে। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় সে। নিলয় জিজ্ঞেস করে,

- হঠাৎ করে কি হলো? আপনাকে এতো খুশি খুশি লাগছে কেন?

- আপনি এখন নয়, পরে বুঝতে পারবেন কেন আমি এমনটা করলাম।

পিছনের সিট বসে লিপি অর্চিতা আর নিলয়ের কর্মকান্ড সব দেখছিলো। আর ভাবছিল, বাব্বা ওদের মধ্যে এই কয়দিনেই এমন ভাব হয়ে গেছে দেখছি। নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারে না। বলে ওঠে,

- অর্চিতা বোস বোস; পরে যাবি তো!

অর্চিতা লিপির কথা শুনে চমকে ওঠে! পিছন ফিরে লিপিকে দেখে বলে,

- কিরে তুই কখন উঠলি বাসে?

- আমি তোদের আগেই বাসে উঠে বসে আছি। তোদের জন্যই এই সিটটি রেখে দিয়েছিলাম। কাউকে বসতে দেই নাই। এই কথা বলে লিপি হাসতে থাকে বলে,

- যা তোরা কথা বল।

নিলয়ের কানে কথাটি যেতেই ঘুরে লিপির দিকে তাকায়। বলে,

- আপনি ভাল আছেন?

লিপি বলে,

- হ্যাঁ। ভালো আছি নিলয়দা। আর ভালো আছি বলেই তো কলেজে যাচ্ছি।

নিলয় প্রসঙ্গটি ঘুরিয়ে অর্চিতাকে জিজ্ঞেস করে,

- আপনাদের বাড়ি? আপনি কি এই ভাবেই রোজ বাসে চড়ে কলেজে যান?

অর্চিতা বলে,

- হ্যাঁ। আমার বাড়ি মোলাশীকান্দা। গিলবার্ট কাকাকে চেনেন? তার বাড়ির পাশের বাড়িটি আমাদের। আমার বাবার নাম জাস্টিন গমেজ। আমি রোজ এই ভাবেই বাসে যাতায়াত করি। কারণ, ইজিবাইকে যেতে আমার ভয় করে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে অর্চিতা। তারপর বলে, আপনার বাড়ি তো নয়নশ্রী টনেসদের বাড়ি? কি ঠিক বলেছি না?

- হ্যাঁ। আপনি আমাকে চেনেন?

- হ্যাঁ। আমি আপনার গুষ্টি শুদ্ধ সবাইকে চিনি।

বাস নবাবগঞ্জ চৌরাস্থার মোড়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভের কাছে আসতেই কলেজের সব ছেলেমেয়েরা নেমে যায়।

কলেজে নিলয় তার বন্ধুদের সাথে কোথায় থাকে অর্চিতা তাকে খুঁজেই পায় না। অথচ আজকে নিলয় নিজেই দুতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে অর্চিতার জন্য। লিপি ক্লাস থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, দেখে নিলয় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। নিলয়কে দেখে লিপি এগিয়ে যায়। বলে,

- দাদা, অর্চিতার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বুঝি? ওতো ক্লাসে বসে আছে।

- কেন? কি ব্যাপার?

- মনে হয় শরীর খারাপ লাগছে।

নিলয় অর্চিতার ক্লাসে যায়। দেখে অর্চিতা মাথা নিচু করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে,

- অর্চিতা কি হয়েছে? এমন করে বসে আছো কেন?

অর্চিতা নিলয়েকে তার ক্লাসে দেখে অবাক হয়। বলে,

- নিলয়দা আপনি!

- হ্যাঁ। কি হয়েছে?

- খুব মাথা ব্যথা করছে।

- এসো আমার সাথে নিচে যাই। আমি তোমার জন্য মাথা ব্যাথার ঔষধ নিয়ে আসছি। লিপিরা ক্যান্টিনে গেলো দেখলাম।

অর্চিতা নিলয়কে না বলতে পারে না। মনে মনে খুশি হয় কারণ, নিলয় অর্চিতাকে আজকে তুমি বলেছে। মাথা ব্যথার কষ্ট সয়ে ধীরে ধীরে ক্যান্টিনের দিকে যায় ওরা। গিয়ে দেখে লিপিরা বসে চা-সিঙ্গারা খাচ্ছে। লিপি অর্চিতাকে দেখে ডাকে,

- অর্চিতা আয়। কি ব্যাপার ক্লাসে বসেছিলি কেন? শরীর খারাপ?

অর্চিতাকে লিপিদের কাছে বসিয়ে রেখে নিলয় ঔষধ আনতে যায়। বসতে বসতে অর্চিতা বলে,

- ভীষণ মাথা ব্যথা করছে।

- নিলয়দা কোথায় গেলো আবার?

- আমার জন্য মাথা ব্যাথার ঔষধ আনতে গেছে।

- তুইও। সাথে নাপাটাপা রাখতে পারিস না!

- তোর কাছে আছে? থাকলে দে।

- গরম গরম চা খা। মাথা ব্যথা চলে যাবে।

মাঝখান থেকে সুলতনা বলে ওঠে,

- না-রে এই মাথা ব্যথা চায়ে যাবে না। নিলয়দার ঔষধ লাগবে। ঐ তো নিলয়দা এসে পড়েছে।

- অর্চি এই নাও। এখনই একটা খেয়ে ফেলো।

লিপি বলে,

- নে নে জলদি খেয়ে ফেল। নতুবা ঔষধের

অ্যাকশন নষ্ট হয়ে যাবে।

লিপির কথা শুনে সবাই হেসে দেয়।

সামনে ইস্টার। অর্চিতার বাবা এসেছে বারমুদা থেকে। গ্রামে আরো অনেকে এসেছে বিদেশ থেকে। অনেকে বাড়িতে এসেই ছেলের জন্য মেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। অনেকে আবার বিদেশ থেকে মেয়েকে দেখতে নিয়ে এসেছে বিয়ে দেবে বলে। কেউ কেউ আগে থেকেই মেয়ে দেখে রেখেছে, কিন্তু সম্বন্ধ নিয়ে এখনও মেয়ের বাড়িতে যায়নি। অর্চিতার ঘটনাটি ঠিক এমনি। কানাডা প্রবাসী অর্চিতার বাবার বন্ধু বাদল এসেছে স্বপরিবারে ছেলেকে বিয়ে করাবে বলে। অর্চিতার বাবা তার বন্ধু বাদলকে বলেছিলো, দোস্ত তুই বাংলাদেশে আয়। আমি যাচ্ছি ইস্টারের আগে। তুই বাড়িতে এলেই কথা হবে। বাদল বাড়িতে এসেই জাস্টিনকে মোবাইল করে। অর্পিতার বাবা ফোন রিসিভ করে বলে,

- দোস্ত কেমন আছিস? অবশেষে তুই বাংলাদেশে আসলি। কত বছর পর এলি রে?

- তা ১০/১২ বছর তো হবেই। তুই তোরা সবাই ভালো আছিস তো?

- হ্যাঁ দোস্ত। ভালো আছি।

- শোন। আগামীকাল আমরা তোদের বাড়িতে আসছি।

- সকালে আসবি না বিকেলে?

- আরে না সকালে আসা সম্ভব নয়। বিকেলে আসবো।

- ঠিক আছে। তোরা সবাই আসবি তো? রাত্রে ডিনার করতে হবে কিন্তু।

- না না দোস্ত। আজকে না। আজকে শুধু চা নাস্তা। অন্যদিন হবে। আরো কতদিন পড়ে আছে। তখন তো দুই দোস্ত, না না দুই বেয়াই.. এই কথা বলেই বাদল হাসতে থাকে। ওপাশ থেকে জাস্টিন ও হাসতে থাকে। বলে,

- ঠিক আছে দোস্ত। আজ তাহলে রাখি। গুডনাইট।

বাদল ও গুডনাইট বলে মোবাইলটা রেখে তার স্ত্রী জেনিকে ডেকে বলে,

- আরে কোথায় গেলে? শোনো, ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেললাম। আমরা আগামীকাল মেয়ে দেখতে যাবো।

- ঠিক করে ফেললাম বলছো কি? আগে মেয়ে দেখো। ছেলেকে দেখাও। ছেলে যদি পছন্দ করে তবে আমাদেরও পছন্দ হবে।

- ডিন কোথায়? ওকে ডাকো। আমি আর দেরি করতে পারছি না।

- ডিন এখনও ঘরে ফেরেনি। এতো দিন পরে পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা। হয়তো সেখানেই আড্ডা মারছে।

এমন সময় ডিন আসে। ঘরে ঢুকে মাকে বলে,

- মা। খুব খিদে পেয়েছে ডিনার দাও।

ডিনের বাবা এসে বলে,

- কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

- দীপক, শশীদের সাথে। ওরাই আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

- গুড। অনেক বছর পর দেশে এসেছো। রাস্তা ঘাট অনেক বদলে গেছে। তুমি ঠিক চিনবে না। কোথাও গেলে সন্ধ্যার আগে ঘরে আসবে। শোন, কালকে বিকেলে কোথাও যেও না। আমরা এক জায়গায় যাবো। তোমার জন্য একটি মেয়ে দেখতে।

ডিন কথাগুলি সুবোধ ছেলের মত শুনে মাকে বলে,

- মা খুব খিদে পেয়েছে।

- তুই বোস আমি খাবার দিচ্ছি।

পরদিন বাদল তার পরিবার এবং সাথে দুই তিনজন আত্মীয়, পাঁচ কেজি মিষ্টি নিয়ে বন্ধু জাস্টিনের বাড়িতে যায়। জাস্টিন ঘরে আগে থেকেই সবাইকে সব বলে রেখেছিল। তাই সব সুন্দর মত গোছগাছ করে সাজানো ছিলো। শুধু অর্চিতাকে কিছু বলা হয়নি। অর্চিতা জানেও না যে তাকে আজকে তার বাবার বন্ধু দেখতে আসছে। অতিথিদের আগমনে অর্চিতাদের ড্রয়িংরুমটা ভরে গেছে। লিপি পিসি আর অর্চিতা অতিথিদের আপ্যায়ন করছে। ওদিকে ডিনের মা আর অর্চিতার মা পাশের ঘরে বসে কথা বলছিলো। এমন সময় অর্চিতা তার মায়ের ঘরে ঢুকে শোনে তার বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছে। এই কথা শুনে সে তক্ষুণি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাঁদতে থাকে। তাকে আর ঘর থেকে কোন অবস্থায়ই বের করা সম্ভব হয় না। বাবার বন্ধুরা চলে যাবার পর তার বাবা নিজে অর্চিতাকে অনেক ডাকাডাকি করেছে। কিন্তু অর্চিতা ওঠেনি। দরজাও খোলেনি। রাত্রে সে না খেয়েই শুয়ে থাকে। সকালে অর্চিতা কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। মা এসে বলে,

- তুই বড় হয়েছিস। কলেজে পড়ছিস। ভালো একটা সম্বন্ধ এসেছে। আমাদের সবার পরিচিত তাই তোকে কিছু বলিনি। আর তুই কি করলি? সবার সামনে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বসে রইলি। কাজটা কি ঠিক হলো?

অর্চিতা ঠিক তেমনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো,

- আমি মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। এখনও ইন্টার পাস করলাম না। আর এখনই তোমরা আমাকে বিয়ে দিতে উঠেপরে লেগেছো। কেন তবে আমাকে কলেজে ভর্তি করালে?

ড্রয়িংরুম থেকে অর্চিতার বাবা কথাগুলি শুনে কাছে আসে। বলে,

- এমন কাজ করা তোমার উচিৎ হয়নি মা। আমার বন্ধুর ছেলে। তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই? ওরাও তোমাকে দেখেছে। এখন তোমার পছন্দ হয়েছে কি না সেটা বললেই আমরা ওদের সাথে কথা বলবো। যাক, ওকে খেতে দাও। ও কলেজে যাবে। পরে কথা হবে এ বিষয়ে।

অর্চিতা বলে,

- আমার খুদা নাই।

এই কথা বলে সে কলেজের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ঘড়িতে দেখে ক্লাস শুরু হতে আরো কুড়ি মিনিট বাকি। একরকম দৌড়ে সে বাস স্ট্যান্ডে আসে। ভাবে আজকে সবাই ওকে রেখে কলেজে চলে গেছে। কিন্তু না। বাস স্ট্যান্ডে এসে দেখে নিলয় তখনও অর্চিতার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। অর্চিতার বুকের মধ্যে থেকে একটা প্রশান্তির নিঃশ্বাস নির্গত হয়ে যায়। মুখে হাসি এনে নিলয়ের কাছে এসে বলে,

- তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি জানতাম।

- তুমি আজকে এতো দেরি করলে কেন অর্চিতা?

- সব বলবো তোমাকে। চল, বাস এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।

- হ্যাঁ চলো।

বাসে উঠে অর্চিতা নিলয়কে হতবাক করে দিয়ে একরকম বোবা হয়ে যায়। নিলয়ের কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। নিলয় কিছু বুঝতে পারে না। অর্চিতার মাথায় হাত রেখে বলে,

- কি হয়েছে অর্চিতা? মাথা ব্যথা করছে?

অর্চিতা চুপ থাকে। সারা পথ কিছুই বলে না। নিলয় ভাবে হঠাৎ কি হল ওর? বাসে ওঠার সময় নিলয় অর্চিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মলিন মুখ। প্রতিদিনের মত উচ্ছল সুন্দর মুখটি আজকে ক্লান্ত মনে হয়। বাস কন্ডাক্টর নবাবগঞ্জ এসে ডাকে, নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ। অর্চিতা চোখ মুখ মুছে নিলয়ের সাথে বাস থেকে নেমে যায়। তখনও ক্লাস শুরু হতে ৫/৬ মিনিট বাকি। অর্চিতা নিলয়ের হাত ধরে বলে,

- আজকে আর ক্লাসে যেতে মন চাইছে না। চলো আমরা আজকে কোথাও ঘুরে আসি। *(চলমান)*

ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের
কফিশপ ইজারা চুক্তির জন্য দরপত্র আহ্বান

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিমিটেড, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সমবায়ী উদ্যোগে নবনির্মিত একটি ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট সুবিশাল ও অত্যাধুনিক হাসপাতাল যা ০৭ তলা বিশিষ্ট এবং এর মোট আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গফুট। সমবায় উদ্যোগে গঠিত এটি দেশের একটি বৃহৎ হাসপাতাল যা গাজীপুর জেলার, কালিগঞ্জ থানার, মঠবাড়ী এলাকায় অবস্থিত। হাসপাতালে আগত রোগী তাদের আত্মীয়-স্বজন, স্টাফ এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য হাসপাতাল বিল্ডিং এর নীচতলায় (গ্রাউন্ডফ্লোর) অবস্থিত মনোরম ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২৩০ বর্গফুট (প্রায়) আয়তনের কফিশপটি ইজারা প্রদান করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকৃত, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:

১. কফিশপটি প্রকৃত আগ্রহী ও যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে মাসিক ভাড়ায় সর্বোচ্চ দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে আগামী ০৩ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হবে।
২. চুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অগ্রীম বাবদ টাঃ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা মাত্র) চুক্তি সম্পাদনের সাত কর্মদিবসের মধ্যে এককালীন প্রদান করতে হবে যা চুক্তির মেয়াদ শেষে ফেরৎযোগ্য। মাসিক ভাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ দর প্রস্তাবের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
৩. আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে **এপ্রিল ১৬, ২০২৬** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ এর সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট হতে নির্ধারিত দরপত্র সংগ্রহ করে অথবা নিম্নোক্ত লিংক থেকে দরপত্র ডাউনলোড করে বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতঃ **এপ্রিল ১৮, ২০২৬** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দরপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪. দরপত্র জমাদানের সময় অবশ্যই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করতে হবে (দরপত্রের ১৯ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখিত)।
৫. বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ (শুধু অফিস চলাকালীন সময়)ঃ **০৯৬৭৮৭৭৭৮৯৫ (এক্সটেনশন-৭২০)**

SL NO	Item Name	Link
01	Lease Agreement of Coffee Shop of Divine Mercy Hospital Limited	https://www.cccul.com/attachments/1774352847.pdf

মাইকেল জন গমেজ চেয়ারম্যান, ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ	**ডাঃ আহ্‌মেদ শফিকুল হায়দার** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ
মঠবাড়ী, উলুখোলা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ
ফোন ঃ- ০৯৬৭৮৭৭৭৮৯৫।
ই-মেইল ঃ- info@divinemercyhospital.com

নোটঃ যদি কোন ব্যক্তি, দরদাতা হিসেবে বিজয়ী হোন, তাহলে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে তার মালিকানায় প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড লাইসেন্স করে ডিভাইন মার্সি হাসপাতালে জমা দিতে হবে। চুক্তিটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে সম্পাদিত হবে।

বিজ্ঞ/৭২/২৬

ওসমান ও অনুপমার প্রেম

ফাবিয়ান সুমন কোড়াইয়া

ফরিদা রাস্তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে বাসায় এসেছিল। মা ওকে বলে দিয়েছেন, ওসমান বাসায় নেই। এখন ফরিদা বাসার নিচের রাস্তায় পায়চারি করছে। পাশের মুদিদোকানীর কাছে জানতে পেরেছে ওর সহপাঠী বাসায়ই আছে। ওসমানকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্স দিল সে, বাসার নিচে যেতে বললো। পঞ্চম তলার পর্দা সাবধানে সরিয়ে সে দেখলো ফরিদা নিচে আছে কিনা। দেখলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট টানছে। ধোঁয়া ছাড়ছে। পরেছে শার্ট ও জিনস্ প্যান্ট।

ওসমানকে দশ মিনিটের মধ্যে বাসা থেকে বের হতে হবে। নয়তো অনুপমার সাথে দেখা করতে ওর দেরি হয়ে যাবে। সে চাচ্ছে না ফরিদার সাথে ওর আর দেখা হোক। ওর প্রিয় সাদা শার্ট আর ব্লেজার পরেছে। রিহাব সেন্টার থেকে সে বাড়িতে ফিরেছে আজ দুইদিন হলো। মায়ের সামনে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেছে সে। মাকে বললো, মা আমাকে দোয়া করে দাও। আমি যেন মাদকের প্রতি আর দুর্বল না হয়ে পড়ি। অসৎ সঙ্গে আর না জড়াই।

মা বললো, আমি তো তোকে সব সময়ই আশীর্বাদ করি বাবা। আমার দোয়া আল্লাহ শুনবেন নিশ্চয়ই। মাকে জড়িয়ে ধরে আবেগে কেঁদে ফেলেছে মাদকের চোড়াবালিতে ডুবতে থাকা ওমসান। এই চোরাবালি থেকে যারা টেনে তুলেছে, তাদের মধ্যে ওর মা নার্স শান্তা আক্তার একজন। সাথে ছিল ওর ছোট ফুপু ও অনুপমা। সে যখন রিহ্যাবে ছিল, তখন শুধু তারা তিনজনই ওকে দেখতে যেতো। দীর্ঘ ছয় মাস প্রায় প্রতি সপ্তাহে ওর মা ও ফুফু ওকে দেখতে যেতো। মাঝে মধ্যে যেতো অনুপমা।

ওর মা ওকে বলেছিলেন, ওসমান, তুই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবি। তোকে পারতে হবেই বাবা। দেখছিস না আমরা তোকে কত ভালোবাসি! আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ নিশ্চয়ই কবুল করবেন।

ছেলের পকেটে তিন হাজার টাকা গুজে দিলেন শান্তা।

বুকে ধুক ধুক শব্দ নিয়ে নিচে নামলো ওসমান। যে করেই হোক ফরিদাকে ইগনোর করতে হবে। ভাগ্য তার সুপ্রসন্নই বলা যায়। ফরিদা আর বাসার সামনে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ফরিদার সাথেই সে প্রথমে ই-সিগারেট, পর্যায়ক্রমে গাঁজা, ইয়াবা সেবনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। শুধু ইয়াবা সেবন নয়, সে কয়েকমাস ইয়াবা বিক্রিও করেছে নিজে নেশার টাকা যোগানোর জন্য। ফরিদাই তাকে ইয়াবা বিক্রি করতে দিতো। ইয়াবা বিক্রি করে তার হাত খরচ হয়ে যেত। সে বাসায় বলতে সে টিউশনি করে। তাই তাকে কেউ কোথা থেকে সে টাকা পায় এই বিষয়ে আর প্রশ্ন করেনি। বরং সে তার মা ও ফুফু শারমিনকে মাঝে মধ্যে এটা সেটা কিনে দিতো। তারা খুশি হতো। মনে মনে বলতেন, এই তো, ওসমান টাকা আয় করা শিখছে। আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছে। শান্তার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে মাস্টার্স পড়ানোর জন্য জাপান পাঠাবে, কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হলো না।

ওসমান যখন রিহ্যাবে যায়, তখন ফরিদাকেও বলেছিল সেখানে যেতে। ফরিদা ওকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, রিহাবে গিয়ে কেউ সুস্থ হতে পারে না। ফিরে আসতেই হবে নেশার এই অন্ধকার জগতে। এখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। সেই থেকে ওকে ইগনোর করা শুরু করেছে ওসমান। এই ফরিদার বিরুদ্ধে মাদক বিক্রির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।

শান্তা একজন নার্স। তার স্বামী লুৎফর রহমান একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। দুইজন চাকরির সুবাদে ছেলেকে সময় দিতে পারেননি। ওসমান পড়াশোনায় বরাবর ভালো ছিল। এসএসসি, এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। সমস্যা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে। সেখানে সঙ্গ দোষে না কী কারণে তাদের ছেলে প্রথমে ই-সিগারেট, তারপর নানা ধরনের মাদকের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে যায়। প্রথম দিকে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতো। সেটা গিয়ে ঠেকলো রাত দশটায়। এরপর রাত এগারটায়। এরপর সেটা হয়ে গেল রাত দুইটা। এদিকে যে বাসায় তারা থাকেন, সেটা রাত বারটার পর গেটে তালা দেওয়া হয়ে যায়। এরপর সেই তালা খোলা হয় না। কেয়ারটেকারকে কয়েকদিন অনুরোধ করে গেটের তালা খুলিয়েছিল, তারপর ভদ্র ওসমান তার পিতা-মাতাকে যেন আর কেয়ারটেকারকে অনুরোধ করতে না হয় সেজন্য সে বাসায়ই ফিরতো না মাঝে মাঝে। তখনো তার বাবা-মা কোন সন্দেহ করেনি। সে তাদের বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এসাইনমেন্ট করার জন্য বাসায় ফিরতে দেরি হচ্ছে। আর যদি বাসায় না ফিরে, তখন সে তাদের বলেছে বন্ধুর বাসায় রাতে থেকে সকালে ফিরবো। তবে ওসমান সব সময় বন্ধুর বাসায় থাকতো না। ঢাকায় একটি আবাসিক হোটেলে থাকতো। তার হাতে টাকা আছে। টাকা দিয়ে সে রাতের সমস্যা সমাধান করতো। অল্প বয়সে সে জানে, টাকা দিয়ে অনেক সমস্যা সমাধান করা যায়। হঠাৎ সে অনেক বেশি কথা বলা শুরু করে।

তাদের ছেলে মাদকের সাথে যুক্ত সেটা খবর পায় শান্তার এক সহকর্মী রত্নার মাধ্যমে। রত্নার ছেলে শফিক একদিন ইয়াবা নিয়ে পুলিশের নিকট আটক হয়। ওর সাথে আর কে কে জড়িত, তখন পুলিশের হাতে কঠিন মার খেয়ে ওসমান ও ফরিদার নাম বলে দেয় শফিক। পরে ওদের দুইজনকেও আটক করে পুলিশ। ওসমানকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে জামিন করানো হয়। তখনই জানা গিয়েছিল যে তাদের সন্তান মাদকাসক্ত। শান্তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন তিনি। গোটা অ্যাপার্মেন্টের মানুষ প্রথমে ভেবেছিল, শান্তার কোন স্বজন মারা গেছে, তাই এভাবে বুক ফাটা আর্তনাদ করছে। শান্তা ক্রমে বুঝতে পারে, পরিবারের কোন সন্তান মাদকাসক্ত হলে তাদের কত ঝামেলা পোহাতে হয়। সমাজের মানুষে কাছে কত ছোট হতে হয়।

প্রথম প্রথম নানা মিথ্যা কথা বলে পাড় পেলেও শেষে ওসমান তার মার নিকট স্বীকার করে সে মাদকের সাথে যুক্ত। তার সাহায্য প্রয়োজন। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তাকে ঢাকার অদূরে একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় অর্ধ-বছর থেকে সুস্থ হয়ে সে ফিরে এসেছে। তার ফুফু শারমিন এক বছর হলো তাদেরই বাসায় থাকছেন। তার স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে

গেছে। তার স্বামী স্বপনও একজন মাদকাসক্ত। ফুফু তিন বছর সংসার করেছেন স্বপনের সাথে। মাদকের জন্য তাকে অনেক নির্যাতন করেছেন। শারমিনকেও স্বপন মাদকের জগতে নিয়ে গিয়েছিল নিজের স্বার্থে। তাকে কয়েকবার গাজা ও ইয়াবা সেবনও করিয়েছে জোর করে। তখনই তিনি তার স্বামীকে ছেড়ে ভাইয়ের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। তিনিও জানেন মাদক একটি পরিবারকে কীভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করে ফেলে। তাই তিনি তার আদরের ভাইপো ওসমানকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলতে সাহায্য করেছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি তার ভাবি শান্তার সাথে রিহ্যাব সেন্টারে গিয়েছেন। তার জন্য ভালো ভালো খাবার রান্না করে নিয়ে গিয়েছেন। তাকে বুঝিয়েছেন, বাবা ওসমান, তোর জীবন মাত্র শুরু, এখনই নিজেকে শেষ করে দিস না। দেখ তোর ফুফুকে তো ফিরাতে পারলাম না। তুই ফিরে আয় বাবা!

ছেলে যেন সুস্থ হয়ে ফিরে আসে তার জন্য নিয়মিত নামাজ পড়তেন শান্তা। গরীবদের সাহায্য করতেন। আর মনে মনে আল্লাহর নিকট বলতেন যেন তাদের ছেলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তিনি ভাবতেন, এক বছর পর তিনি অবসরে যাবেন, চাকরি শেষে অনেক টাকা পাবেন। এতটাকা দিয়ে তিনি কী করবেন যদি তাদের সন্তান সুস্থ হতে না পারে?

ওসমান টিএসসিতে গিয়ে দেখে লাল শাড়ি পরে আগেই বসে আছে অনুপমা। সাথে একগুচ্ছ লাল গোলাপ। মোটা চশমাটা চোখে ঠিক করে বসিয়ে উজ্জ্বল মুখ করে অনুপমা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওসমানের ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরার। জনসম্মুখে সেটা আর সম্ভব ছিল না। সে অনুপমার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে ফুলগুলো নিলো। আরেক হাত দিয়ে ধরলো অনুপমার হাত। ওরা রিক্সা করে শাহবাগে গেল। এবার অনুপমাকে একগুচ্ছ লাল ফুল কিনে দিল সে। একটি সিএনজি করে ওরা ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে গেল। এই রেস্টুরেন্টের লাইটিং, পরিবেশ এবং খাবার- সবই ভালো লাগে ওদের দুইজনের। আগে থেকেই টেবিল বুক করা ছিল। সেই টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। এরপর শক্ত করে হাত ধরলো একজন আরেকজনের। ওরা দুইজন অনেকদিন পর এক সাথে বসলো। একনজরে চেয়ে রইলো একে অপরের দিকে। সাথে মুখে মিষ্টি হাসি ঝুলে রইলো।

অনুপমার প্রিয় খাবারগুলো অর্ডার করেছিল। সেগুলো খাওয়ার পর এবার বিদায়ের পালা। শেষে বিল দেওয়া হলো। তখন অনুপমা বললো, ওসমান, তোমাকে একটা কথা বলি, আশা করি আমার কথাটা শুনে মন খারাপ করবে না। জিজ্ঞেস করলো, বল। এক মিনিট নীরব থাকার পর অনুপমা বললো, এটাই আমাদের শেষ দেখা। এরপর আর আমাদের দেখা হচ্ছে না। আমি চাই না তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক থাক।

কিন্তু কেন? অবাক হয়ে জানতে চাইলো ওসমান। অনুপমা বললো, একমাস আগে তার একটি অপারেশন হয়েছে। তখন তার জরায়ু ফেলে দিতে হয়েছে। সে কখনো মা হতে পারবে না। ওসমান যদি অনুপমাকে বিয়ে করে তাহলে তারা সন্তান নিতে পারবে না।

এতক্ষণে কালো মুখে আবার আলো ফুটে উঠলো ওসমানের। বললো, এটা কোন সমস্যাই না। আমি মাদকাসক্ত জেনেও যে মেয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করেছে, আমাকে ছেড়ে যায়নি, তাকে আমি তার দুঃসময়ে কীভাবে ছেড়ে যাই? প্রয়োজনে আমরা কোন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিব। নিজের সন্তানের মতো ওকে বড় করবো।

ছয় মাস আগের কথা মনে পড়ে ওসমানের। অনুপমার মামা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী এক পাত্রের সন্ধান এনেছিলেন কিন্তু অনুপমা মামাকে বলেছেন, তার পছন্দের মানুষ আছে। অনুপমার পরিবার ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো ওসমান মাদকাসক্ত। সেই সময়ই ওসমান ওর নিজের পরিবারকে বিষয়টি জানিয়েছিল। ওকে তখনই রিহ্যাবে ভর্তি করা হয়েছিল দুইবার অনুপমা ওসমানের মা ও ফুফুর সাথে রিহ্যাবেও দেখা করতে গিয়েছিল। প্রথমবার অনুপমা তার প্রিয়তমার জন্য নিয়ে গিয়েছিল একগুচ্ছ লাল গোলাপ। সেগুলো হাতে দিয়ে সে বলেছিল, আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলে এগুলো নিয়ে আসিনি ওসামান। এগুলো নিয়ে এসেছে তোমাকে এটা বুঝাতে যে তোমার জীবনটাও এই ফুলের মতো সুন্দর। তুমিও এই ফুলের মতো সুবাস ছড়াতে পার। কিন্তু এই ফুল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ফুল তার সৌন্দর্য হারায়। দ্বিতীয়বার যখন সে যায় তখন সে ওসমানের জন্য ১০০টি ডিম নিয়ে যায়। সে আগেরবার যখন রিহ্যাব সেন্টারে গিয়েছিল, তখন জানতে পেরেছিল সেখানে রোগী ও কর্মী মিলে ৯৫ জনের মতো আছে।

ডিমগুলো দেখে চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল ওসমানের। বলেছিল, তুমি কী পাগল? এখানে এগুলো কেন আনতে গেলে।

উত্তরে অনুপমা বলেছিল, এই ডিমগুলো এনেছি তোমকে ভালোবাসি সেই কারণে। সাথে এখানে যারা তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছে, তোমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করছে তাদের জন্যও এনেছি আমার ভালোবাসার ক্ষুদ্র উপহার হিসেবে। আর এগুলো মধ্য দিয়ে একটি কথা তোমাকে বলতে চাই, আর সেটা হলো, আমাদের জীবনও কিন্তু কাচা ডিমের মতো। একটা ডিম একবার ভেঙ্গে গেলে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের জীবনটাও কাচা ডিমের মতো। ডিম একবার ভেঙ্গে গেলে যেমন সে তার মূল্য হারায়, আমাদের জীবনটা আমরা নষ্ট করতে পারি না।

সকাল দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত অনেক গল্প করে তারা। দুইজনই দিন গুনতে থাকে কবে ছয় মাস হবে। কবে ওসমান তার নির্ধারিত চিকিৎসা নিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরতে পারবে। ছয় মাস পর সে সেখানে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

ওসমান যেদিন রিহ্যাব থেকে বাড়ি ফিরবে, সেদিন সেখানে ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ওর মা ও ফুফু উপস্থিত ছিলেন। সেখানকার পরিচালক সকলের সামনে বললেন, ওসমান এখন সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষ ওকে এই নতুন জীবন পেতে সাহায্য করেছে। একটি পক্ষ সে নিজে, আরেকটি পক্ষ এই রিহ্যাব সেন্টার এবং আরেকটি পক্ষ ওর পরিবার ও প্রিয়জন। রিহ্যাব সেন্টার একা কখনো একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করতে পারে না। কারণ একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পাগল নয় কিন্তু অসুস্থ। তার সুস্থতার জন্য তাকে পরিবারের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন হয়। এই পরিবার সেই সহযোগিতা পুরোপুরি করেছে।

রেস্টুরেন্টে অনুপমার হাতটি আবার শক্ত করে ধরলো ওসমান। এই হাতটি আর ছাড়তে চায় না সে। বললো, আমার বিবিএ করতে আরও এক বছর বাকি। তারপর একটা চাকরিতে জয়েন করে আগামী দুই বছরের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করে ঘরো তুলবো। এবার অনুপমাও আরেকটি হাত দিয়ে ওসমানের হাতটি শক্ত করে ধরলো। ওরা সেখানে চুপচাপ বসে রইলো অনেকক্ষণ। ❐

ভোরের পুনরুত্থান

নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও সিএসসি

ঢাকার প্রান্তে ছোট্ট এক খ্রিস্টান পল্লীতে থাকত মারীয়া। জীবনটা তার খুব সহজ ছিল না। স্বামীকে কয়েক বছর আগে দুর্ঘটনায় হারিয়েছে, আর একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সংগ্রাম করেই দিন কাটে। ছোট্ট একটা সেলাই মেশিন ছিল তার, সেটাই ছিল জীবনের ভরসা। তবু মারীয়ার জীবনে একটা জিনিস কখনো কমেনি, বিশ্বাস। প্রতি রবিবার সকালে সে গীর্জায় যেতো, মোমবাতি জ্বালিয়ে যিশু খ্রিস্টের সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা করতো। তার বিশ্বাস ছিল, যিশুর ভালোবাসা মানুষের সব অন্ধকার একদিন আলোয় ভরিয়ে দেয়। পল্লীরই আরেকজন ব্যক্তি যার নাম ডেভিড। কাছের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতো। শান্ত স্বভাবের একজন ব্যক্তি, কিন্তু তার ভেতরেও ছিল গভীর এক শূন্যতা। কয়েক বছর আগে তার বাগদান ভেঙে যায়, তারপর থেকে সে যেন মানুষের ভিড়েও একা হয়ে যায়। গির্জায় প্রথম মারীয়ার সঙ্গে তার পরিচয়। প্রথমে শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়, তারপর ধীরে ধীরে কথা বাড়তে লাগলো। একদিন গির্জা থেকে ফেরার পথে ডেভিড জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এত কষ্টের মধ্যেও কীভাবে হাসতে পারেন?"

মারীয়া একটু হেসে বললো,

"কারণ আমি জানি, ক্রুশের পরেই আসে পুনরুত্থান।"

ডেভিড অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। এই কথাটা তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটলো।

দিন গড়াতে লাগলো। ডেভিড মাঝে মাঝে মারীয়ার বাড়িতে এসে তার ছেলেকে পড়া দেখিয়ে দিতো। মারিয়া কখনো কফি বানিয়ে দিতো, কখনো সেলাই করতে করতে গল্প করতো। অজান্তেই দুজনের নিঃসঙ্গ জীবন যেন একে অন্যের পাশে একটু একটু করে আলো খুঁজে পেলো।

কিন্তু জীবন সব সময় মসৃণ পথ দেয় না।

হঠাৎ একদিন মারীয়া অসুস্থ হয়ে পড়লো। চিকিৎসা করানোর মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। সেলাইয়ের কাজও বন্ধ হয়ে গেল।

ডেভিড খবর পেয়ে ছুটে এলো। হাসপাতালে নিয়ে গেল, ওষুধের ব্যবস্থা করলো। মারিয়া অবাক হয়ে বললো,

"আপনি এত কষ্ট করছেন কেন?"

ডেভিড একটু থেমে বলল,

"হয়তো কারণ... আপনার হাসি আমাকে বাঁচতে শেখায়।"

সেই দিন দুজনেই প্রথমবার অনুভব করলো, তাদের সম্পর্ক শুধু সহানুভূতির নয়, এর ভেতরে আরও গভীর কিছু জন্ম নিয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ পরে ধীরে ধীরে মারীয়া সুস্থ হয়ে উঠলো। ঠিক তখনই এলো ইস্টারের সকাল, যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উৎসব।

গির্জায় সেদিন বিশেষ প্রার্থনা ছিল। মোমবাতির আলো, পুনরুত্থানের সংগীত আর মানুষের কণ্ঠে ভেসে উঠছিল সেই চিরন্তন ঘোষণা–

"খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন।"

প্রার্থনার শেষে গীর্জার উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল মারীয়া আর ডেভিড।

ডেভিড ধীরে বললো,

"তুমি জানো, আমি আগে ভাবতাম আমার জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়েছে, জীবন আবার শুরু হতে পারে।"

মারিয়ার চোখে তখন কোমল এক আলো।

"পুনরুত্থান শুধু যিশুর মৃত্যুঞ্জয় নয়," সে মৃদু স্বরে বললো, "কখনো কখনো মানুষের জীবনেও ঘটে।"

ডেভিড কিছুক্ষণ নীরব থাকলো। তারপর সাহস করে বললো,

"যদি তুমি অনুমতি দাও... আমি তোমার আর তোমার ছেলের জীবনের পাশে থাকতে চাই।"

মারীয়া আকাশের দিকে তাকালো। ভোরের সূর্য তখন ধীরে ধীরে উঠছে। মনে হচ্ছিল, যেন নতুন এক দিনের জন্ম হচ্ছে।

তার ঠোঁটে ধীরে একটি হাসি ফুটলো।

সেই হাসির মধ্যে ছিল কৃতজ্ঞতা, ছিল ভালোবাসা, আর ছিল বিশ্বাস, যে জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার রাতের পরেও একদিন ভোর আসে।

সেদিন ইস্টারের সকালে শুধু গীর্জার ঘণ্টাই বাজেনি–

দুটি ভাঙা জীবনের ভেতরেও নিঃশব্দে ঘটেছিল এক নতুন পুনরুত্থান। ❐

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজি: নং-৪১২, তারিখ: ২০/০৫/২০১৩খ্রীঃ

তারিখ: ২৫/০৩/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৯/০৩/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **১৮ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকায়, মাদার তেরেজা ভবন, হলি রোজারি চার্চ ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫'** তে ইউনিয়নের ১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সকল সদস্য-সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

বিপুল গিলবার্ট রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জুয়েল পলিনুস ক্রুশ
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৭৩/২৬

নতুন সূর্যোদয়

ফাদার নোবেল পাথাং

ভোরের আলো তখন ধীরে ধীরে পৃথিবীকে ছুঁতে শুরু করেছে। পূর্ব আকাশে সূর্যের লাল আভা যেন নতুন আশার বার্তা নিয়ে উঠছে। আজ পুনরুত্থান রবিবার খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দের দিন। কারণ এই দিনেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

রবি আজ ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে প্রস্তুতি নিচ্ছে পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগ দেওয়ার জন্য। অনেকদিন পর সে আবার গির্জায় যাচ্ছে। তার হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত অনুভূতির অনুশোচনা, আশা আর নতুন করে শুরু করার দৃঢ় সংকল্প।

কয়েক মাস আগের কথা মনে পড়তেই রবির বুকটা কেঁপে ওঠে। তখন সে পড়াশোনার দিকে তেমন মন দিত না। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, মোটরবাইকে ঘুরে বেড়ানো; এসবেই তার সময় কাটত। মা-বাবা যতই নিষেধ করতেন, সে ততই অবাধ্য হতো।

একদিন সেই অবাধ্যতার ফল ভয়াবহভাবে ফিরে এলো।

বন্ধুর মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে গিয়ে রবি ভয়ংকর দুর্ঘটনার শিকার হয়। রাস্তার ধারে পড়ে ছিল সে রক্তাক্ত, অচেতন। মোটরবাইকটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল।

যখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তখন তার কোনো জ্ঞান ছিল না। চিকিৎসা শুরু হলো, কিন্তু সামনে এল বড় সমস্যা টাকা।

রবির বাবা-মা খুবই গরিব। তবু ছেলের প্রাণ বাঁচাতে তারা সবার কাছে হাত পেতেছিলেন। অনেকের কাছে গিয়ে অপমানিতও হতে হয়েছিল।

"ওই ছেলের জন্য টাকা? সে তো শুধু দুষ্টুমি করে বেড়ায়!"

"পড়াশোনা নেই, কাজ নেই এমন ছেলের জন্য কেন টাকা দেব?"

এইসব কথায় রবির বাবা-মায়ের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তারা থামেননি। ছেলের জীবন তাদের কাছে সবকিছুর চেয়েও মূল্যবান।

শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে রবির বাবাকে তার চাষের তিনটি গরু বিক্রি করতে হয়েছিল। সেই গরুগুলো ছিল তাদের জীবিকার বড় ভরসা। গরু ছাড়া আগামী মৌসুমে কীভাবে জমি চাষ হবে এই চিন্তায় রবির বাবার অনেক রাত নির্ঘুম কেটেছে।

সুস্থ হওয়ার পর রবি তার মায়ের কাছ থেকে সব কথা শুনল।

সেদিন সে প্রথমবার নিজের জীবনের দিকে গভীরভাবে তাকাল। তার চোখ ভিজে উঠল। সে বুঝতে পারল তার অবাধ্যতা শুধু তাকে নয়, তার প্রিয় বাবা-মাকেও কত কষ্ট দিয়েছে।

নিজের মনে মনে সে বলল,

"আমি যদি মা-বাবার কথা শুনতাম, যদি ভালো ছেলে হয়ে চলতাম, তবে হয়তো আজ এই কষ্ট তাদের সহ্য করতে হতো না।"

সেইদিন থেকেই রবির হৃদয়ে পরিবর্তন শুরু হলো।

আর আজ পুনরুত্থান রবিবারের ভোরে সে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে গির্জার পথে হাঁটছে।

গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হলো। যাজক যখন ঘোষণা করলেন,

"খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থিত হয়েছেন! আলেলুইয়া!"

তখন রবির হৃদয়ে যেন আলো জ্বলে উঠল।

রবি উপলব্ধি করল, যেমন প্রভু যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর অন্ধকার শক্তিকে জয় করে পিতার মহিমায় পুনরুত্থিত হয়ে নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি মানুষও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও অনুতাপের মাধ্যমে নিজের পাপ ও ভুল থেকে ফিরে এসে খ্রিস্টের মধ্যে নতুর জীবনের পথে চলতে পারে।"

খ্রিস্টযাগ শেষে রবি বাইরে বের হলো। সূর্য তখন পুরোপুরি উঠে গেছে। চারদিকে সোনালি আলো।

রবি আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রার্থনা করল,

"প্রভু, আমাকে নতুন জীবন দাও। আমি যেন ভালো ছেলে হয়ে মা-বাবার মুখে হাসি ফুটাতে পারি।"

সেই দিন থেকে রবি সত্যিই বদলে গেল। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল, বাবা-মাকে কাজে সাহায্য করল, এবং আর কখনো ভুল পথে হাঁটেনি।

কয়েক বছর পরে রবি তার গ্রামে একজন শিক্ষিত ও দায়িত্ববান যুবক হিসেবে পরিচিত হলো। যারা একদিন তাকে নিয়ে খারাপ কথা বলেছিল, তারাই আজ তাকে দেখে সম্মানের সাথে কথা বলে।

রবির জীবনে সেই দুর্ঘটনা ছিল অন্ধকার রাতের মতো। কিন্তু পুনরুত্থান রবিবারের সেই সকাল তার জীবনে হয়ে উঠেছিল একটি নতুন সূর্যোদয়।

যেমন প্রভু যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি মানুষও পাপ, ভুল ও হতাশার অন্ধকার থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের কৃপায় নতুন জীবন শুরু করতে পারে। ঈশ্বর কখনো আমাদের ছেড়ে দেন না আমরা যদি অনুতাপ করি এবং সত্যের পথে ফিরে আসি, তবে আমাদের জীবনেও নতুন সূর্যোদয় ঘটে। ❐

প্রায়শ্চিত্তকালের শিক্ষা

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

বেশ কয়েক বছর পর ভস্ম বুধবারের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য গির্জায় এসেছে স্বল্প সময়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ী রিচার্ড। কিছুক্ষণের মধ্যে খ্রিস্টযাগ শুরু হবে। গির্জার এক কোণে বসে আছে সে; চোখে-মুখে গভীর অবসাদ এবং হতাশা। কোন এক অজানা কেরামতিতে হঠাৎ অঢেল অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার কারণে রিচার্ড এবং তার পরিবারের সদস্যদের জীবন-যাত্রায় বিরাট পরিবর্তন আসে। বারো'শ বর্গ ফুট-এর বাসা পাল্টে শহরের সবচেয়ে দামী আবাসিক এলাকায় আড়াই হাজার বর্গ ফুটের ফ্ল্যাটে ওঠে তারা। পুরাতন গাড়ি পাল্টে নতুন দামী মডেল-এর গাড়ি ব্যবহার, বড়দিন-ইস্টার সানডে উপলক্ষে সিঙ্গাপুর-ব্যাংককে শপিং-এ যাওয়া, বন্ধুদের সাথে নিয়মিত মদের বার-এ যাওয়া বা বাসায় মদের আসর বসানোর মতো পরিবর্তনগুলো উঁচু-তলার মানুষদের জন্য গতানুগতিক মনে হলেও আড়াই হাজার বর্গ ফুট-এর আধুনিক ফ্ল্যাটে বেমানান মনে হওয়াতে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার বিষয়টি চলমান অস্থির সমাজ-বাস্তবতায় আরও একটি খারাপ উদাহরণ যুক্ত করে।

রিচার্ডের হৃদয়ে হতাশা ও অবসাদের শুরু হয় সম্প্রতি তার ব্যবসায়িক পার্টনার সুমনের বাসায় ডিনারের দাওয়াতে যাওয়ার পর থেকে। সুমনের ফ্ল্যাটটি রিচার্ডের ফ্ল্যাটের তুলনায় দামী এবং সাজানো-গোছানো। দামী এবং আকর্ষণীয় এ ফ্ল্যাটটিতে স্ত্রী, পুত্র-কন্যার সাথে সুমনের বাবা-মায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ উপস্থিতি ফ্লাটটির জৌলুস যেন অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। রিচার্ড অবাক হয়ে লক্ষ্য করে ফ্ল্যাটের সবচেয়ে বড়, সুন্দর এবং সাজানো রুমটিতে সুমন তার বাবা-মা'র থাকার ব্যবস্থা করেছে। বাবা-মায়ের সাথে সুমন, সুমনের স্ত্রী-সন্তানদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রিচার্ডকে বার বার নিজের বাবা-মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাসা থেকে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ বাবা-মা'র অসহায় মুখচ্ছবি রিচার্ডের বার বার মনে পড়ে এবং বাবা-মা'র অসহায়ত্বের কথা মনে করে রিচার্ডের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রিচার্ডের নিজেকে নিঃস্ব, রিক্ত এবং এক ব্যর্থ সন্তান বলে মনে হয়। হৃদয়ে জমাট বাধা কষ্ট লাঘব করার জন্য সে ভস্ম বুধবারের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কপালে পবিত্র ছাই দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিতে দিতে ফাদারের মুখে উচ্চারিত, "হে মানব মনে রেখো, তুমি ধুলি থেকে এসেছো এবং তুমি ধুলিতেই মিশে যাবে" বাণীটি রিচার্ডের হৃদয়ে সত্যিই এক বিরাট পরিবতর্নের বার্তা নিয়ে আসে। রিচার্ড প্রভু যিশুর নিকট নিজেকে সমর্পন করে বলে- "হে প্রভু, তুমি তোমার এ পাপী সন্তানকে অনুতাপ করার সুযোগ দাও, মন পরিবর্তন করার শক্তি দাও।"

পুরো প্রায়শ্চিত্তকাল রিচার্ড সকল বদ-অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। উপবাসে সে মাছ-মাংস বর্জন করার পাশাপাশি নিজের ভেতরের ক্রোধ, পরনিন্দা, হিংসা, লোভ এবং অহংকার বর্জন করে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় সে পবিত্র বাইবেল নিয়ে আসে। সন্ধ্যায় পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রার্থনা করে এবং যিশু কিভাবে চল্লিশ দিন উপোস থেকে নির্জনে প্রার্থনা করেছিলেন এবং শয়তানের তিনটি প্রলোভনকে জয় করেছিলেন তা পবিত্র বাইবেল থেকে সকলকে পড়ে শোনায়।

প্রায় প্রতিদিন দামী মদের নেশায় মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাসায় ফেরার দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করে রিচার্ড সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই বাসায় ফিরে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত সান্ধ্য-প্রার্থনা করে। রিচার্ডের জীবন-যাত্রার এ ইতিবাচক পরিবর্তন পরিবারের সকলের মধ্যে দ্রুত সংক্রমিত হয়। বিপথে চলে যাওয়া পরিবারটি সঠিক পথ খুঁজে পায়; সত্য এবং শান্তির পথ খুঁজে পায়।

রিচার্ডের এ আমূল পরিবর্তন ও'র বন্ধুদের পছন্দ হয় না। তারা রিচার্ডকে তিরস্কার করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আড়ালে-আবডালে উল্টো-পাল্টা কেচ্ছা রটায়। রিচার্ডের অবিচল মনোভাবের কারণে বন্ধুদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং একে একে সকল বন্ধু রিচার্ডের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। বন্ধুরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় রিচার্ড মোটেও বিচলিত হয় না। কারণ রিচার্ড তো ইতোমধ্যে বন্ধু-যিশুর সন্ধান পেয়ে গেছে।

নিয়মিত প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, ক্রুশের পথ এবং খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকাল থেকে রিচার্ড শিখে- "প্রলোভন জয় করা, মানুষকে ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখাই হলো আসল আধ্যাত্মিক শক্তি"। প্রায়শ্চিত্তকালের এ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রিচার্ড তার জমানো টাকার একটি বড় অংশ অসহায়-দরিদ্রদের দান করে। সে বুঝতে পারে, প্রায়শ্চিত্ত মানে ক্ষণিকের জন্য কষ্ট অনুভব করা নয় বরং প্রায়শ্চিত্ত হলো নিজের আত্মাকে ধুয়ে-মুছে যিশুর জন্য প্রস্তুত করা।

দেখতে দেখতে শোকাতুর 'পুণ্য শুক্রবার' দরজায় কড়া নাড়ে। পরিবারের সকলকে নিয়ে সে গির্জায় যায়। এবার সে গির্জার সামনের সারিতে বসে। শ্রদ্ধেয় ফাদার ধীরে ধীরে যিশুর কষ্টের মুহূর্তগুলো পাঠ করছেন- কিভাবে যিশুকে গেৎসিমানী বাগান থেকে বন্দি করা হয়েছিলো, কিভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে যিশুর ক্রুশে অপমানজনক মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছিলো। ফাদারের কণ্ঠে যিশুর যাতনাভোগের ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই রিচার্ডের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। আর চোখ বন্ধ হতেই তার মানসপটে ভেসে ওঠে; যিশু নিজ-কাঁধে ভারী ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের উপহাস, লাঞ্ছনা, গালিগালাজ, হাসি-তামাশা সত্ত্বেও তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। কালভেরী পাহাড়ের চূড়ায় যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তখন তিনি চিৎকার করে বললেন না যে- তিনি নির্দোষ, বরং তিনি প্রার্থনা করলেন, "পিতা, ও'দের ক্ষমা করে দাও, কারণ ও'রা জানেনা ও'রা কি করছে।"

রিচার্ডের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে অনুভব করে- যিশুর শরীরের প্রতিটি ক্ষত তার মতো পাপীদের পাপের প্রতিফলন। রিচার্ড আরও বুঝতে পারে যে, যিশু নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন যেন রিচার্ডের মতো পাপী মানুষরা অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন করে।

খ্রিস্টযাগ শেষ হওয়ার পর ক্রুশ চুম্বন করার সময় ক্রুশের পথের প্রার্থনায় উচ্চারিত "হে পাপী, তোমার প্রভুকে এমন কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা তোমার জন্ম না হইলেই কি ভালো হইতো না?" বাক্যটি রিচার্ডের মনে পড়ে এবং নিজেকেও পাপী মানুষদের একজন মনে করে তার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ইস্টার সানডে'র ভোর। পূবাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই রিচার্ড স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে যায়। বৃদ্ধ বাবা-মাকে নতুন পোশাক পরিয়ে বৃদ্ধাশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে গির্জার দিকে রওনা দেয় তারা। বাবা-মাকে নিয়ে গির্জায় প্রবেশের মুহূর্তে চারিদিকে যেন এক উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ফাদার উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন- "খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন; মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, মৃত্যুঞ্জয়ী তিনি।"

রিচার্ডের মনে হয় তার হৃদয়েও যেন এক নতুন সূর্য উদিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ফাদারের উপদেশে বলা বাক্যগুলো বার বার তার কানে বাজতে থাকে। ফাদার বলেছেন- "যিশু কবর থেকে উঠে আসার অর্থ হলো- পাপ, শোক আর মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়। যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, অন্ধকার যত গভীর হোক, ভোরের আলো কেউ রুখতে পারে না।"

খ্রিস্টযাগ শেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের সাথে ইস্টার-সানডে'র শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বাবা-মাকে নিয়ে রিচার্ডরা বাসায় ফিরে। অনেক দিন পর ছেলের বাসায় এসে বাবা-মা অবাক হয়ে দেখে- তাদের থাকার জন্য ফ্লাটের সবচেয়ে ভালো রুমটি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এতেই তাদের অবাক হওয়ার পালা শেষ হয় না। ছেলে, ছেলে-বৌ এবং নাতী-নাতনীর সাথে সাজানো-গোছানো রুমটিতে প্রবেশ করার পর তাঁরা পুনরায় অবাক-বিস্ময়ে দেখে- ঘরের দেয়ালে রঙিন কাগজের ওপর স্পষ্ট অক্ষরে লেখা "বাবা-মা, দাদু-ঠাকু'মা আমরা দিনের পর দিন তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি, অনেক কষ্ট দিয়েছি এবং এ বৃদ্ধ বয়সে তোমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে আমরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি। এবারের এ প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করেছে, আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা তোমাদের নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এখন থেকে আমরা যিশুর আদর্শে পবিত্র পরিবার হিসেবে একসাথে থাকবো, কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না।" লেখাগুলো পড়তে পড়তে বৃদ্ধ বাবা-মা'র চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। তারা এগিয়ে গিয়ে নাতি-নাতনী, ছেলে-ছেলে বৌকে জড়িয়ে ধরে। মুহূর্তেই ইস্টার-সানডে'র পবিত্র আলোয় চার-জনের হৃদয় আলোকিত হয়ে ওঠে এবং এক আশ্চর্য আনন্দের হিল্লোল তাদের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরণের শান্তি এবং আনন্দের হিল্লোল তারা অতীতে কোনও ইস্টার সানডেতে অনুভব করেনি। ❐

খ্রিস্টের পুনরুত্থান

যিশু বাউল

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
আশা-আনন্দ ও গৌরবের সংকীর্তন
মৃত্যু জয়ের মহাবিজয়,
তমস্যার বিনাসে আলোর দিন শুরু
বিশ্বাস ভালোবাসার পুনরুত্থিত খ্রিস্ট জীবন গুরু।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
দুঃখ যন্ত্রণা কষ্টের অবসনে
মহানীরব তার আগল ছিন্ন করে,
প্রশংসা জয় গানে সজীব প্রাণে পথ চলা
পুনরুত্থিত যিশুই নব জীবনের সূচনা।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
মৃত্যু নাশের বিজয় কেতন
হতাশা-নিরাশা জীবনের অবসনে,
প্রত্যাশার দীপ্ত শিখার প্রজ্বলন
নব চেতনায় যিশুতেই জীবন।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
মর্তধামে মহাসংগীত "আল্লেলুইয়া" সুর বাজে
দিক-বিদিক আনন্দ রথে জীবন চলে,
পথ ভ্রান্ত মানুষ নতুন ঠিকানায় যাত্রা শুরু করে
প্রেম প্রীতির বন্ধনে 'খ্রিস্ট পুনরুত্থিত' শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
ভয় থেকে অভয়ের জীবন রচনা করে
যিশুতেই মর্ত্যময় জীবনের মহিমা কীর্তন করে,
তমস্যার পথ পেড়িয়ে জ্যোর্তিময় পথে বিচরণ করে
পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যিশুর আশিস বাণীতে হৃদয়মন ভরে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
বলিকৃত মেষের রক্ত ধারায়
জগতের শুদ্ধতা আনে তারা তাপের বন্ধন ছিন্ন করে,
জাগতির মোহন বাঁধন খুলে
মর্ত্যময় জীবনের নতুন পথ উন্মুক্ত করে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
আলোকিত প্রভাত বন্দনা চেতনা দান করে
বিশ্বলোকের আনন্দের সংকীর্তনের পূর্ণতা দান করে,
পুনরুত্থানের জয়রবে নতুন পাস্কার কথা বলে
আলোর প্রদীপ্ত শিখর হৃদয় মন আত্মা পূর্ণ করে।

সন্তান

মালা রিবেরু

পাশের বাড়ি রতনের মায়ের ৯০ বছর বয়সে এত কষ্ট দেখে মেঘলা চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। অথচ ৫ বছর আগেও রতনের মায়ের দাপটে স্বামী, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউ, মেয়ের জামাই সবই তটস্থ থাকতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একমাত্র ছেলের বউকেও কম অত্যাচার করে নাই। রতন গ্রামের স্কুলের শিক্ষক তাই ছেলে সকালে স্কুলে চলে যাওয়ার পরে সারাটা দিন বউটাকে জ্বালাতো। আর যেই না ছেলে স্কুল থেকে আসার সময় হতো, তখন রতনের মায়ের ব্যস্ততা বেড়ে যেত; দেখাতো সারাদিন সে অনেক কাজ করে বিশ্রাম নিতে পারছেনা। কিভাবে ছেলেকে বউয়ের কাছ থেকে কত দূরে রাখা যায়, তা নিয়ে চলতো যতো অজুহাত।

রতনের তিনবোনই আশেপাশে থাকতো, তাই তারা প্রায়ই আসতো এসে, যার যেটা লাগতো নিয়ে যেতো। আর এই অভ্যাসটা রতনের বাবা-মা দুইজনেই করেছে, তাদের যে একটা ছেলে আছে তার জন্য কোন চিন্তাই ছিলোনা।

আর্থিক অবস্থা মানুষের সবসময় একরকম থাকেনা। একসময় রতনের বাবা হঠাৎ করে ব্রেইন স্ট্রোক করে। রতন স্কুলের সামান্য বেতনের টাকা দিয়ে বাবার চিকিৎসার ব্যয় ও সংসারের খরচ চালাতে গিয়ে হিমসিম খেতে থাকে। সবই রত্নার চোখের সামনের ঘটনা। রত্না সম্পর্কে রতনের কাকিমা, অনেকবার সে রতনের বউকে বলেছে রতনকে বোঝাতে, কিন্তু রতন তার মাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতো, কেউ কিছু বললে তার কথা গুরুত্ব দিত না। রতনের বাবা যখন শয্যাশায়ী মেঘলা তখন তাকে অনেক সেবা করেছে, মারা যাবার আগে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছে যেন ভালো থাকে, স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হয়।

রতনের বাবার মৃত্যু পরে তার মা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর তখনই মেয়েদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। এতদিন বাবা মা দিতে পারতো তারা খুব ভালো ছিলো। এখন আর বাপের বাড়ি থেকে কোন কিছু পাওয়ার নাই তাই তাদের আসা-যাওয়া আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

কিন্তু রত্না দেখেছে, রতনের বউ মেঘলা বিয়ের পর থেকে মেয়েটা একমাত্র স্বামী ছাড়া সবার কাছ থেকে অপমান, অবহেলা পেয়েছে বিশেষ করে শাশুড়ির কাছ থেকে। রত্না মেঘলাকে বলে, তুমি কিভাবে তার প্রস্রাব, পায়খানা পরিস্কার করছো! তিন মেয়ের শ্বশুরবাড়ি তো কাছেই; কিন্তু একজনকেও তো দেখলাম না মাকে সেবা করাতে। যে মানুষটা সারাটা জীবন তোমাকে এত কষ্ট দিয়ে গেছে তাকে তুমি কিভাবে ক্ষমা করে এত যত্ন নিচ্ছো!

রত্নার কথা শুনে মেঘলা বলে, কাকিমা আপনি আমাকে বিয়ে থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছেন। আমি যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি, মানুষের শিক্ষাটা পরিবার থেকে শুরু হয় বিশেষ করে মা হচ্ছে একমাত্র মৌলিক শিক্ষার কারিগর, আমার ঠাকুরমা পাঁচ বছর বিছানায় শোয়া ছিলো মৃত্যু অবধি। ছোট থেকেই আমার শিক্ষা আমি পেয়েছি। আজ আমার মা আমার ঠাকুরমার আশীর্বাদে ছেলে-মেয়ে, নাতিনাতনী নিয়ে অনেক ভালো আছে। আমি মনে করি প্রতিটি জিনিসের দান-প্রতিদান আছে। আজ তুমি যেটা করবে কাল সেটাই তোমার কাছেই ফিরে আসবে। কাকিমা, আমরা শুধু ছেলের বউদের দোষ দেই, বলি বৃদ্ধ শশুর, শাশুড়ি যত্ন করেনা, আমরা কি একবারও কাউকে দোষ দেওয়ার আগে চিন্তা করি বা ভেবে দেখেছি যে একটা মেয়ে যখন একটা পরিবার থেকে অন্য একটা পরিবারে গেলে তার সেই পরিবারে খাপ খেতে সময় লাগবে! না শুধু কথায় কথায় দোষ খোঁজে বেড়ায়। যাকে তুমি সারা জীবন কষ্ট দিবে আবার যখন তুমি বৃদ্ধা হবে তখন তুমি সবটাই আশা করবে। আমরা সবাই মানুষ এত সহজেই কি সবকিছু মেনে নিতে পারি! একসময় আমার ননদ ননাশ মায়ের চোখের মনি ছিলো, কিন্তু কোথায়! এখনতো মাসের পর মাস কেউ খবর নেয় না। কেন মায়েরটা নেওয়ার সময় ঠিকমতে পেরেছে, আর এখন মায়ের সেবায় নাক সিটঁকায়; এরাই হলো সন্তান। ❐

কাকিমা এই বাড়িতে আমার স্বামীই আমার একমাত্র বন্ধু। আমার স্বামী আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। আমি চাই আমি ও আমার স্বামী ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হতে। আরেকটা লাভ তো আছেই আমাদের সন্তানরা আমাদের দেখে শিখুক বৃদ্ধ বাবা-মাকে কিভাবে সেবা করতে হয়, যেন পরর্বতীতে আমি ও আমার সন্তানদের সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়। যখন আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো আমার সাথে যা হয়েছে তার বিপরীত করবো যেন আমার ছেলের বউ বুড়ো বয়সে আমাকে সন্তানের মতো আনন্দ নিয়ে যত্ন করে।

পথভ্রষ্ট

উইলিয়াম রনি গমেজ

কষ্টের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে
জীবনের চলার সবগুলো
পথ বন্ধ হয়ে এলে
নির্বাক থমকে যাওয়া জীবনের
কোন গতি না পেলে
সহসা তোমার পানে হাত বাড়াই প্রভু
কত নিকৃষ্ট, কতটা পাপে জর্জরিত
কত ভাবে তোমাকে কষ্ট দেই
অবহেলা করি, ভর্ৎসনা করি
তবুও তুমি কাছে টেনে নাও
আশ্রয় দাও তোমার পরম আশ্রমে
আগলে রাখ সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে
ভয়ংকর বিপদে পাশে এসে দাঁড়াও
তবুও -তোমাকে ভুলে, বারে বারে
চলে যাই অন্য পথে
হে ত্রাণকর্তা, হে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টরাজ
পথ দেখাও, তোমার আলোর বিভায়
আলোকিত কর
আমি যেন আর কখনো পথভ্রষ্ট না হই।

বন্ধুটি ছিলো বড়ই দুষ্ট

সাগর কোড়াইয়া

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান মানুষদের সাথে। সব বাড়িতেই ছিলো আমার অবাধ যাতায়াত। থাকা-খাওয়া সবই ছিলো নিজের বাড়ির মতো। কতশত সময় যে হিন্দু-মুসলিম বাড়িতে কেটেছে তার হিসাব নেই। পূজার সময় আমার জন্য প্রসাদ ছিলো অবধারিত। আর ঈদের সময় বন্ধুদের সাথে ঈদগাহ্ ময়দানে চলে যেতাম। তারপর বন্ধুর বাড়িতে দলবেঁধে ঈদের সেমাই ছিলো যেন অমৃতসম।

একইভাবে বড়দিনে বন্ধুরা সবাই আমাদের বাড়িতে আসতো। বিবিক্কা, ফিলিস, পাটিসাপ্টা ও চিতই পিঠার ঘ্রাণ বন্ধুদের মুখে যেন এখনো লেগে আছে। মাঝে মাঝে সবাই একসাথে হই; সোনালী স্মৃতিগুলোর ঝাঁপি খুলে বসি।

আমার ধর্মের সমবয়সীদের সাথে আমি কম মিশেছি। এর পিছনে কারণ আছে। আমাদের বাড়ির পাশের সমবয়সীরা অনেকটা ঝগড়াটে টাইপের ছিলো। যে কোন ধরণের খেলায় জোর করে হলেও জয়ী তাদের হতেই হবে। অনেক সময় শরীরের শক্তি দেখাতেও কার্পণ্য করতো না। কতবার যে মারামারি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে ওদের পাড়া মারানোই ছেড়ে দিয়েছি।

তখন সবেমাত্র আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের একজন বন্ধু ছিলো। অল্প বয়স থেকেই ও ডানপিঠে। পড়াশোনায় একেবারে লবডঙ্ক যাকে বলে। ওকে নিয়ে বাবা-মায়ের বেশ সমস্যা পোহাতে হয়। তবুও ওর আদরের শেষ নেই। একমাত্র ছেলে বলে কথা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ খবর এলো কে বা কারা যেন আমাদের বন্ধুকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। কোন রকম প্রাণে বেঁচে ও' বাড়িতে এসে পৌঁছায়। আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়িতে যাই। বিছানায় শোয়ানো অবস্থায় দেখি। শরীরে বেশ ক্ষতের চিহ্ন। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে দেখেই বুঝতে পারলাম। সেদিন রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

বন্ধুটি হাসপাতালে থাকতে থাকতেই আসল খবর রটে যায়। লোক মুখে শুনি- বন্ধু গোপনে অন্য ধর্মের এক মেয়ের সাথে প্রেম করতো। চিঠি চালাচালি হতো প্রতিনিয়ত। মাঝে মাঝে সবার অগোচরে দেখাও করতো। আর একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্বনির্ধারিত স্থানে ওরা দেখা করতে গিয়ে ধরা খেয়ে যায়। আর যায় কোথায়। উত্তম মাধ্যম খেয়ে তবেই কোনমতে ছাড়া পায় বন্ধুটি।

লোকের মুখে এই কথা শুনে আমাদের চক্ষু তো চড়কগাছ। একি শুনি? বন্ধুটিতো ঘুণাক্ষরেও কখনো বলেনি।

বন্ধুটি তখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একদিন আরেক বন্ধুকে নিয়ে বন্ধুটির বাড়িতে গেলাম। সেই বয়সেই বন্ধুটি একা ঘরে ঘুমাতো। ঘরে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিলো সব সময়। নির্বাধায় ঘরে প্রবেশ করলাম। বসে বসে ভাবছি, বন্ধুটি ওর প্রেমপত্রগুলো কোথায় রেখেছে। নিশ্চিয় ঘরের কোথাও লুকানো আছে।

গুপ্তধন খোঁজার মতো চিঠিগুলো খুঁজতে লাগলাম। কিছুক্ষণ খোঁজার পর পেয়েও গেলাম। একটি মোটা বইয়ের মাঝখানে পৃষ্ঠা কেটে গর্ত করা হয়েছে। গুনে গুনে পনেরটি চিঠি গর্ত থেকে উদ্ধার করলাম। দুইবন্ধু চিঠিগুলো পকেটে ভরে পাশের বিলের মাঝখানে গিয়ে বসলাম। সন্তর্পণে চিঠিগুলোর ভাজ খুলি।

চিঠির সে কি ভাষা! চিঠি পড়ি আর দুইবন্ধু মিলে হাসি। মনে মনে ভাবি, চিঠি লিখতে গিয়ে ও যে শ্রম দিয়েছে, এই শ্রম যদি পড়াশুনার দিতো তাহলে বন্ধুর ভালো রেজাল্ট কেউ আটকে রাখতে পারতো না।

বহু বছর পর স্মৃতিগুলো চিন্তা করে একাকী হেসে উঠলাম। বন্ধুটি এখন বিয়ে করে সংসারী। তবে প্রেম করা মেয়েকে নয়। পরে নিজ ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করে এখন চাকুরী সুবাধে দেশের বাইরে আছে।

একদিন বাড়িতে গিয়েছি। হঠাৎ রাস্তায় ঐ বন্ধুর সাথে দেখা। শরীরে মাংসের স্পর্শ লেগেছে। বুঝাই যাচ্ছে, বিদেশে আয়-রোজগার মন্দ না। কুশলাদি করে চলে আসবো; জোর করে পাশের হোটেলে নিয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত ওর একগুঁয়েমি স্বভাবটা যায়নি।

মনে পড়ে, প্রতিদিন বিকালবেলা আমাদের বয়সী সবাই মিলে খেলাধুলা করতাম। কখনো ফুটবল, ক্রিকেট ও মার্বেল। তবে বন্ধুটি বিপক্ষ দলের হলে মুশকিলে পড়তাম। তাই কেউ ওকে খেলায় নিতে চাইতো না। মার্বেল খেলার বেলায় হতো বিপদ। বন্ধুটি প্রায়ই খেলায় হারতো। কিন্তু ওর নাছোড়বান্দা স্বভাবের কারণে খেলা চালিয়ে যেতে হতো। যতবার হারে ততবার মার্বেল কিনে। ওর সাথে খেলা চালিয়ে যেতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেলেও কোন উপায় নেই। খেলতেই হবে। এমনও হয়েছে- একবার বাড়ি থেকে হারিকেন নিয়ে আসে। পিছনে পিছনে ওর মাও এসে হাজির। ছেলেকে কোনভাবে বুঝাতে পারছে না। অগ্যতা খেলতে হয়েছে। মা হারিকেন নিয়ে ছেলের খেলা শেষ হবার আশায় দাঁড়িয়ে।

বন্ধুই চায়ের অর্ডার দেয়। একথা সেকথার পর আসল কথায় ফিরে আসি। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম- কেমন আছিস্?

বন্ধু হেসে বললো, খুব ভালো আছি। বিদেশে না গেলে দেশে ভিক্ষা করে খেতে হতো। সংসারে সুন্দরী বউ আছে; আর কিইবা লাগে।

বিদেশী মেয়ে দেখে তো বিয়ে করতে পারতি- জিজ্ঞাসা করতেই বললো, তা পারতাম। তবে আমার পোষাতো না। প্রথমবার বিদেশে যাওয়ার প্রাক্কালে আমি তো অবিবাহিত। বাড়ি থেকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলো। আমি রাজি হইনি। বিদেশে যাবার পর মালিকের সুন্দরী মেয়ে আমাকে বিয়েও করতে চেয়েছিলো।

বন্ধুর কথা শুনে আমি নড়েচড়ে বসলাম। ভাবলাম- ও যে ইচ্ছড়েপাকা! এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

আমার আগ্রহ দেখে বন্ধু স্বপ্রণোদিত হয়ে বলা শুরু করলো, বিদেশে যাবার আগেই আমার চাকুরি প্রস্তুত। মালিকের বিশাল বাগানবাড়ি। বিদেশে গিয়ে সবেমাত্র চাকুরি শুরু করলাম। দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিলো।

একদিন দেখি বাড়িতে বিশাল এক গাড়ি ঢুকছে। কৌতুহলবশত বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি থেকে সুন্দরী একটি মেয়ে নেমে এলো। যাকে বলে একেবারেই আধুনিক। ভাবলাম- এমন দেশে এতো আধুনিক মেয়ে তো মানানসই নয়। গাড়ি থেকে নেমেই মেয়েটি সোজা ঘরে ঢুকে গেল। রাতে ডাইনিং

টেবিলে খাবার দিতে এসে জানতে পারলাম- মেয়েটি মালিকের একমাত্র সন্তান। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা শেষ করে ফিরে এসেছে।

বন্ধুর কথা শুনে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম- এতক্ষণ যা বলেছে তা একেবারে সত্য। কিন্তু এখন যা বলবে সেখানে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব শুরু হবে।

আর হলোও তাই। বন্ধুটি বলতে শুরু করলো, দুইদিন না যেতেই দেখি মেয়েটি আমার ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। একদিন হুট করে সবার অগোচরে আমার ঘরে ঢুকে গেল। আমি তখন দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি। চোখ দুটো লেগে এসেছে মাত্র। খুট করে ঘরে আওয়াজ হলো। চোখ খুলে দেখি মালিকের মেয়ে দাঁড়ানো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বললো, তোমাকে আমার ভালো লাগে।

আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। মনে হলো- এই বুঝি আহত সিংহের মতো মেয়েটি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর একটু হলে তাই হতো বোধহয়। আমি আলগোছে মেয়েটির পাশ কাটিয়ে ঘরের বাহিরে চলে এলাম।

কি করবো ভাবছি। দাঁড়িয়ে আছি। দরদর করে ঘেমে একাকার। আমার শরীর কাঁপছে। পালিয়ে যাবো কিনা ভাবছি- দেখি মেয়েটি ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল। দেখেই বুঝা যায় ক্ষেপে আছে। অপমানিত হয়েছে খুব।

সারারাত আমার আর ঘুম ধরে না। ভয় হচ্ছে- মিথ্যা দোষে না আবার ফাঁসিয়ে দেয়। চাকুরিটা বুঝি আর বাঁচানো গেল না। আরেকদিন কাজ করছি। মেয়েটি সরাসরি আমার কাছে এলো। আমি দেখেও না দেখার ভান করে কাজ করতে থাকি। মেয়েটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

এরপর সামনে এসে চোখে চোখ রেখে বললো, আমি তোমাকে পছন্দ করি। তুমি চাইলে আমাকে বিয়ে করে এদেশে থেকে যেতে পার। এবার তো আমি হতবিহ্বল! কোন রকম মেয়েটিকে ম্যানেজ করি।

পরদিন মালিকের কাছে হাজির হই। মালিক আমাকে দেখেই বললো, সারারাত ঘুম হয়নি বুঝি? মালিকের এই কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। মেয়েটি তাহলে কিছু জানায়নি। নির্ভার হওয়া গেল।

আমি বললাম, বাড়িতে যেতে হবে। বিয়ের আয়োজন চলছে।

আমার কথা শুনে মালিক খুশি হয়ে তিনমাসের ছুটি মঞ্জুর করলো। এরপর আমিও দেশে চলে এলাম। বিয়ে করলাম। তিনমাস ছুটি কাটিয়ে আর মালিকের বাড়িতে ফিরে যাইনি। অন্যদেশে চলে গেলাম।

এই পর্যন্ত বলে বন্ধু থামলো। বন্ধুটি বুঝতে পারলো- আমি আগ্রহ নিয়ে ওর ঘটনা শুনেছি।

সেদিন বন্ধুর সত্যমিথ্যা মিশ্রিত কথা শুনে ফিরে আসছি। আর ভাবছি- ও যেভাবে সিনেমাটিক ভঙ্গিতে ঘটনা বললো তাতে যে কেউ বিশ্বাস করতে বাধ্য। কিন্তু আমি তো জানি অন্যরকম। এই ঘটনায় ভেজাল আছে। মালিকের মেয়ের সাথে বন্ধুটি অশালীন আচরণ করায় বিদেশে জেল খাটতে হয়েছে। তারপর মালিকই ওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

এদিক দিয়ে ওর ভাগ্যই বলতে হবে- সারা জীবনের জন্য জেলের ঘানি টানতে হয়নি। ❐

প্রকৃত আনন্দের খোঁজে

ভেরোনিকা পিংকি গমেজ

আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। গাছে গাছে আম, কাঁঠাল ও পিচ ফলের মুকুল এসেছে। এখন প্রায়শ্চিত্তকাল চলছে। প্রায় শোনা যায় প্রার্থনা ও কষ্টের গান। আমি অভি থাকি একাই। আমার আপন বলতে কেউ নেই। মা বাবা আগেই মারা গেছে। বিয়ে এখনো করা হয়নি। আমার টাকা সম্পত্তির কোন অভাব নেই। আমার বাড়িতে নিজস্ব পুকুর আছে ওইখানে মাছ চাষ করা হয়। ব্যাংক ব্যালেন্সও যথেষ্ট আছে। সবই আছে কিন্তু সুখ নেই। ইস্টার আসছে। এইবার চিন্তা করলাম নাগরী মিশন যাব ইস্টার করতে। ওইখানে গিয়ে সবচেয়ে গরিব পরিবারে গিয়ে ইস্টার পালন করব। যেই ভাবা সেই কাজ। পুণ্য সপ্তাহে চলে গেলাম নাগরী। ওইখানে গিয়ে এক গরীব পরিবার পেলাম। ওদের বললাম আমি আপনাদের সাথে ইস্টার করব। ওরা আমাকে দেখে অনেক খুশি হল। ওরা খুবই আন্তরিক ছিল। ওদের এই সুন্দর মন মানসিকতা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। আমি যে পরিবারে গেলাম ওই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন। ওদের ব্যবহার দেখে আমার কাছে মনে হল আমি ওদের অনেক আপনজন। ওদের খাবার-দাবার ছিল খুবই সাধারণ কিন্তু খুবই সুস্বাদু। পুণ্য সপ্তাহটা এভাবেই গেল। আজ ইস্টারের দিন, চিন্তা করলাম বাজারটা আমি করব। বাজার থেকে দই, মিষ্টি, পোলাও, মাংস ভালো-মন্দ সবই নিয়ে আসলাম। ওদের দেখে কেন জানি মনে হল, অনেকদিন হয় ওরা ভালো মন্দ কিছু খায়নি। আমার এই বাজার সদাই দেখে ওরা অনেক খুশি হল। আমরা সবাই অনেক মজা করে খাওয়া-দাওয়া করলাম ও অনেক আনন্দ করলাম। আমার কাছে মনে হল আমার জীবনে প্রকৃত আনন্দটা আমি ওদের মাঝেই খুঁজে পেলাম। যাবার আগে ওদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গেলাম যেন ওরা কিছুদিন স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে। এখন থেকে আমি চিন্তা করলাম, আমার বিশেষ দিনগুলো আমি এরকম গরিব অসহায় পরিবারের সাথেই কাটাবো। এইভাবে অসহায় মানুষদের পাশে থেকে প্রকৃত আনন্দ খুঁজে নেওয়া সম্ভব। ❐

মৃত্যুঞ্জয়

রক্সি গমেজ

মৃত্যুঞ্জয় উঠেছেন আজ
ছেড়ে আঁধার কবর,
সরিয়ে দিয়ে সকল আঘাত
তিমির বেলার ঘোর।
স্বর্গ মর্তে দূতেরা তাই
গাইছে সুখের গান,
দিকে দিকে বইছে আজি
শান্তি অফুরাণ।
মুছে গেল সকল ভয়
গ্লানি ও যন্ত্রণা,
চলো সবাই প্রভু যিশুর
করি বন্দনা।

লুসির জীবনে যিশুর পুনরুত্থান

নব কস্তা

ছোট্ট মেয়ে লুসি। সে ছোটবেলা থেকেই যিশুর কথা শুনে আসছে। যিশু খুব ভালো আর সকল অসুস্থদের সুস্থ করে তুলেছেন, পঙ্গু অন্ধদের সারিয়ে তুলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন। তাই তার খুব ইচ্ছে যিশুকে এক নজর দেখবে। একদিন সে শুনল, যিশু নাকি আসবেন আর এই কথা শুনে লুসি খুব খুশি। সে বেরিয়ে পড়ল যিশুকে দেখার জন্য। সে পথে যেতে যেতে দেখতে পেল, সবাই খেজুর পাতা বিছিয়ে দিচ্ছে এবং মহোল্লাসে যিশুর জয়গান করছে। কিন্তু মানুষের এত ভিড়ের কারণে সে যিশুকে ভালভাবে দেখতে পেল না। শুধু পিছন থেকে দেখল, একটি গাধার পিঠে করে যিশু সামনের দিকে যাচ্ছেন। লুসি সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু মানুষের এত ভিড়, সে যিশুকে ভালোভাবে সামনে থেকে দেখতেই পেল না। আর এদিকে যিশুও তখন অনেক দূর চলে গেলেন।

লুসির খুব মন খারাপ হল। সে যিশুকে দেখতে না পেয়ে ঠিক করল আবার বাড়ি ফিরে যাবে। তার খুব অভিমান হল যিশুর উপর। কিন্তু পথের মধ্যে সে শুনতে পেল, একজন আরেকজনকে বলছে, কিছুদিন আগে নাকি যিশু মৃত লাজারকে জীবিত করেছেন। অন্যজন বলল, যিশু নাকি একজন অন্ধ লোককে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। এছাড়া তিনি পাপীদেরকে খুব ভালোবাসেন যেন পাপীরা মন পরিবর্তন করে। তার পাশেরজন বলল, "আরে! আমার ভাই তো হাঁটতেই পারত নাহ্। যিশু নিজে তাকে স্পর্শ করে সুস্থ করেছেন।" সবাই যিশুর জয়গান করতে করতে চলে গেল।

এসব কথা শুনে লুসির মন থেকে যিশুর প্রতি অভিমান চলে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগলো, যিশু, আমি তোমাকে দেখতে না পেয়ে তোমার উপর রাগ করেছি। তার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। আমি আর কখনো তোমার উপর রাগ করব নাহ্। এরপর লুসি বাড়ি চলে গেল।

কিছুদিন পর লুসি শুনতে পেল, গেৎসিমানী বাগান থেকে যিশুকে নাকি তার শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে তাকে বিনাদোষে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তাই সে দেরি না করে বেরিয়ে পরল যিশুকে ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে। কারণ যিশু তো কোন দোষ করেননি। বরং তিনি মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাই লুসি প্রথমে গেল গেৎসিমানী বাগানে। কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই। সেখান থেকে সৈন্যরা নাকি যিশুকে ধরে নিয়ে গেছে পিলাতের কাছে তার বিচারের জন্য। তাই লুসি দেরি না করে পিলাতের দরবারে যায় কিন্তু গিয়ে দেখে যিশু

সেখানেও নাই। লোক মুখে শুনতে পেলো, যিশুকে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে, চাবুক দিয়ে মারা হয়েছে, মাথায় কাটার মুকুট পড়ানো হয়েছে। তাঁকে কালভেরী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রুশে দেওয়ার জন্য। লুসি দেখল, যিশু যে পথ দিয়ে গেছে সে পথে জায়গায় জায়গায় রক্তাক্ত হয়ে আছে। লুসি দেরি না করে কালভেরীর দিকে যেতে থাকল। পথে দেখা হল ভেরুনিকার সাথে। ভেরুনিকা কান্নারত অবস্থায় হাতে একটি কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে যিশুর রক্তাক্ত মুখের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। লুসি তাকে জিজ্ঞেস করল, কালভেরীর রাস্তাটা কোনদিকে। ভেরুনিকা লুসিকে পথ দেখিয়ে দিল। লুসি আরো এগিয়ে যেতে থাকল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল যিশুর প্রতি। যিশু কত কষ্ট করে দূর্বল শরীরে ভারী ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে এবার দেখা হল শিমনের সাথে। শিমন তাকে জানাল, সেই যিশুকে ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এইকথা শুনে শিমনের প্রতি লুসির মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। লুসি তাড়াতাড়ি যেতে লাগলো কালভেরীর দিকে। সে দেখল, অনেক মানুষজন ফিরে আসছে কালভেরী থেকে আর মুখে মুখে বলছে যিশুর কথা, তাঁকে ক্রুশে হত্যার কথা। অনেক নারীরা কান্না করছে। তাহলে যিশুকে তারা মেরেই ফেললো! খুব কান্না পাচ্ছে লুসির। কিন্তু তবুও সে থামলো না। সে অবশেষে পৌঁছালো কালভেরীতে। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে শুধু তিনটি ক্রুশ মাটিতে গাঁথা। যিশুর মৃতদেহটি কবর দেয়ার জন্য ক্রুশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যিশুকে যে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিলো সেখানে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। লুসির খুব কষ্ট হচ্ছে। সে যিশুকে ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে পারল নাহ্। বরং তার পাপের জন্য; সবার পাপের জন্য যিশুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সে ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল, যিশু আমি আমার পাপের জন্য অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত।

সেখান থেকে চলে যাবার সময় সে জানতে পারল যিশুকে একটি পাথরের গুহার মধ্যে সমাধি দেয়া হয়েছে। এছাড়া এটাও জানতে পারলো, যিশু জীবিত থাকতে বলেছিলেন যে তিনি মৃত্যুর তিনদিন পর পুনরুত্থান করবেন। তাই লুসি অপেক্ষা করতে লাগলো পুনরুত্থিত যিশুকে দেখার আশায়।

তিনদিন পরে লুসি যিশুর কবরের সামনে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখল কবরের বড় পাথরের ঢাকনাটি একদিকে সরানো আর ভিতরে শুধু সাদা কাপড় পরে আছে।

দূরেই দেখল একজন নারী খুশিতে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, "তিনি পুনরুত্থান করেছেন, তিনি এখানে নেই, আমি তাকে দেখেছি; তিনি সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন।"

লুসির মন খুশিতে ভরে উঠলো। যিশু তাহলে এখানে নেই। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন। কিন্তু সে তো যিশুকে দেখতে পেল না। তাই তার মন একটু খারাপই হল। এরপর সে বাড়ি ফিরে গেল। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় যিশুর কথা বারবার তার মনে হতে লাগলো আর পরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সে স্বপ্নে দেখল, একজন লোক যার চারপাশে উজ্জ্বল আভায় ভরে আছে আর তাকে নাম

ধরে ডাকছে। সে লোকটির ডাকে সাড়া দিতেই লোকটি তাকে বলল, লুসি, তুমি কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে দেখতে চাও? লুসি বলল, হ্যাঁ! আমি তাকে দেখব। বলো আমাকে, আমি কিভাবে তাকে দেখব? তাকে দেখতে হলে আমাকে কি করতে হবে? তিনি তো পুনরুত্থান করেছেন। লোকটি বলল, আমিই সেই পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট। লুসি খুশিতে বলল, যিশু! তুমি আমাকে দেখা দিলে! অবশেষে আমি তোমাকে দেখতে পেলাম! আমার যে কি ভাল লাগছে! যিশু বললেন, "হ্যাঁ, আমিই সেই পুনরুত্থান। আমি জানি তুমি আমাকে দেখার জন্য কত আকুল হয়ে আছো। আমাকে দেখার জন্য তুমি কালভেরী পর্যন্ত গেছো। এই দেখো আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।" যিশু লুসির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। লুসি যিশুকে বলল, "তুমি আমার পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। আমি আর কখনো পাপ করবো না। তোমাকে আর কষ্ট দিব না।" যিশু হাসিমাখা মুখে বললেন, "এবার যাও পুনরুত্থিত খ্রিস্টের বাণী প্রচার করো।" এই বলে যিশু স্বপ্নেই মিলিয়ে গেলেন আর সাথে সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং সে খুশিতে চিৎকার করে বলল, "যিশু পুনরুত্থান করেছেন; আমি তাকে দেখেছি!"

শান্ত হও!

একবার এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী গভীর বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলছিল। হঠাৎ একদল ডাকাতের সর্দার তাকে ধমক দিয়ে বলল, "কে তুই? থাম!" বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাসিমুখে বলল, "আমি তো থেমে আছি। এবার ভাই, তুমি একটু থাম।"

সে এত নির্ভীকভাবে এভাবে কথা বলতে কাউকে কখনও দেখেনি। সে ভীষণ অবাক হলো তার কথা শুনে। তার কথা ডাকাত সর্দারের অন্তরে আঘাত করল। এমনিভাবে শান্ত, নির্ভীক অথচ দৃঢ়তার সাথে কেউ তার সাথে কখনও আলাপ করেনি। সে যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল।

সর্দার প্রশ্ন করল, "আপনি থেমেই আছেন, এর অর্থ কী?" বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলল, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে যা দেখছ, যত সম্পদ, অর্থ, টাকা, জমি সব কিছু অস্থায়ী। তোমার মৃত্যুকালে এসব কোন কিছুই সঙ্গে নিতে পারবে না। মানুষকে হত্যা করে, আঘাত করে তাদের কাছ থেকে এসব কিছু লুট করে তুমি তাদের অভিশাপের পাত্র হচ্ছ। তোমার জীবনটাকে অস্থিরতা, অশান্তিতে ভরিয়ে তুলছ। কাজেই এবার তুমি একটু থাম। তোমার জীবনের কথা একটু চিন্তা কর। আজকে তুমি এতো শক্তিশালী, আগামীকাল তুমি নিথর হয়ে মাটির নীচে শুয়ে থাকবে। এত সম্পদ আহরণ করে, যদি তুমি নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেল তাতে তোমার লাভ কী?" এতে ডাকাত সর্দার তার মন পরিবর্তন করল এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে ধ্যান-সাধনায় মনোনিবেশ করল।

উৎস: গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা

-ফাদার জর্জ কমল সিএসসি

বালিকার প্রেম

রনি ম্যাগডেলিনা পেরেরা

খেলার বয়সে শুনেছি, তুমি আমার প্রেমিক যিশু।
হৃদয়ে তোমায় স্থান দিয়ে নিয়েছি তোমার পিছু।
জীবনের বাঁকে বার বার প্রলোভনে পড়ে, তোমাকে
হারিয়েছি বারবার।
প্রলোভন জয় করে বুকে তুলে নিয়েছি আবার।
শৈশবে শুনেছি কত তোমার কথা,
তুমি ছিলে দয়া ও ক্ষমতাবান।
অন্ধকে দিলে দৃষ্টি, মৃতকে দিয়ে জীবন,
নিজের জীবন করলে দান।
আমি শিশু সহজ সরল নিয়েছি জন্ম,
শুনেছি তুমি প্রেমিক যিশু।
ভালোবেসে হৃদয়ে তোমার স্থান দিয়ে,
নিয়েছি তোমার পিছু।
অকাতরে ভালোবেসে দিয়েছো জীবন,
করেছো আমাদের মায়া।
তোমাকে শৈশবেই বন্ধু মেনেছি,
থেকো আমার হয়ে ছায়া।
পাপীরে তুমি করেছ ভালো,
তোমার হৃদয়ে ছিলো যে কত আলো
তোমার প্রেমে আকুল হৃদয়,
আরো আমায় করলে ভালো।
খেলার বয়সে শুনেছি তুমি আমার প্রেমিক যিশু।
হৃদয়ে তোমায় স্থান দিয়ে,
ভালোবেসে নিয়েছি তোমার পিছু।
তুমি আমার মহান প্রেমিক যিশু,
বেঁচে আছি তোমার দয়ায়।
তোমার প্রশংসা ও গৌরবের জন্য
ছাড়তে পারি পৃথিবীর মায়া।
তোমার মত প্রেমিক বন্ধু পাওয়ার
ভাগ্য কাহার জুটে।
তোমার ভালোবাসা অবজ্ঞা করে
আজ সবাই সম্পদের মায়ায় ছুঁটে।
যুগে যুগে ধন্য তুমি,
তুমিই আমার প্রেমিক যিশু।
শত সংকটে তুমি আমার পাশে আছো জানি,
ভয় পায় না কভু।
তুমি আমারই মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা।
তোমায় প্রভু যিশু ভালোবাসি,
বাসবো জীবনময়।
তোমার জয়গানে করে আজ মনের ভাব
লিখিলাম খাতায়।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

নাম : ম্যাগডেলিন অঙ্গরী রোজারিও
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ
শ্রেণী : অষ্টম

কথা গমেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্ককে পুণ্য সমাধির গির্জায় প্রবেশে ইসরায়েলি পুলিশের বাধা

জেরুজালেমের ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্কেট এবং পুণ্যভূমির তত্ত্বাবধায়ক এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, তালপত্র রবিবারের সকালে জেরুজালেমের ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্ক কার্ডিনাল পিয়েরবাত্তিস্তা পিজ্জাবাল্লা ও পুণভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাবধায়ক ফাদার ফ্রান্সেসকো ইয়েলপো পুণ্য সমাধি গির্জায় তালপত্র রবিবারের পুণ্য উপাসনা করতে যাওয়ার সময় তাদেরকে গির্জায় প্রবেশে বাঁধা দেওয়া হয়।

রবিবার (২৯/৩) প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, মণ্ডলীর এই দুই ধর্মনেতা কোন শোভাযাত্রা বা ধর্মীয় কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শুধু ব্যক্তিগতভাবে যাবার সময়েই ইসরায়েলি পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, "শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম চার্চের শীর্ষ নেতাদের তালপত্র রবিবারের পুণ্য উপাসনায় পবিত্র সমাধির গির্জায় উপাসনা উদ্‌যাপন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।" এই ঘটনাটি একটি গুরুতর নজির হয়ে থাকবে যা 'বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন মানুষের অনুভূতিকে উপেক্ষা করছে, যারা এই সপ্তাহে জেরুজালেমের দিকে তাকিয়ে থাকে।'

নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার পরও বাধা

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই প্যাট্রিয়ার্ক এবং পুণ্যভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাবধায়ক যথাযথ দায়িত্বশীল আচরণ করে চলেছেন। তারা সকল বিধিনিষেধ মেনে চলেছেন–যার মধ্যে রয়েছে জনসমাগম বাতিল করা, উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা এবং "যারা এই পুণ্য দিনগুলোতে জেরুজালেম এবং পবিত্র সমাধির গির্জার দিকে তাকিয়ে থাকে" বিশ্বজুড়ে সেই শত কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

চরমভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ

বিবৃতিতে বলা হয়, কার্ডিনাল পিজ্জাবাল্লা এবং ফাদার ইয়েলপো, তারা কাথলিক মণ্ডলী ও পুণ্য স্থানগুলোর তত্ত্বাবধানের অন্যতম প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন। তাই তাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া "স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং চরমভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়, "তড়িঘড়ি এবং মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত, যা অনুপযুক্ত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত, তা যুক্তিসঙ্গততা, উপাসনার স্বাধীনতা এবং প্রচলিত 'স্ট্যাটাস কো' (Status Quo)-এর প্রতি সম্মানের মৌলিক নীতিমালা থেকে চরম বিচ্যুতি নির্দেশ করে।"

খ্রিস্টীয় উপাসনার অন্যতম পবিত্র দিনে প্রার্থনা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় প্যাট্রিয়ার্ক এবং পুণ্যভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাবধায়ক; উভয়েই পুণ্যভূমি এবং বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে তাদের 'গভীর দুঃখ' প্রকাশ করেছেন।

কার্ডিনাল পারোলিন ও ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
পুণ্য সমাধির গির্জার ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ

সোমবার, ৩০ মার্চ ভাটিকানের সেক্রেটারি অফ স্টেট কার্ডিনাল পিয়েত্রো পারোলিন, রিলেশনস উইথ স্টেটস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস এর সেক্রেটারি আর্চবিশপ পল আর. গ্যালাঘারকে সাথে নিয়ে ভাটিকানে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ইয়ারন সাইডম্যানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ভাটিকানের প্রেস অফিস জানায়, পারস্পরিক আলোচনায় যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করাসহ ঘটনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং জেরুজালেমের ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্ক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতাটি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে, যা জেরুজালেমের ব্যাসিলিকা অফ দ্য হোলি সেপালকারে ত্রিদিবসীয় বিশেষ উপাসনা সহ ইস্টারের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

পুণ্য ভূমির খ্রিস্টানদের সাহায্য করে আশার আলো জিইয়ে রাখতে সহায়তা করুন

পবিত্র সপ্তাহ (Holy Week) শুরু হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র ভূমির মানুষের মনে এখন পুণ্য শুক্রবারের বিশেষ দান সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে পবিত্র ভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাধায়ক ফাদার ফ্রান্সেস্কো ইয়েলপো বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টানদের কাছে মানবিক আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন:

যেইদিনে, "যখন আমরা ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে স্মরণ করি, তখন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, যারা আমাদের মুক্তির এই পুণ্য স্থানগুলোতে সুসমাচারের (Gospel) সাক্ষী হয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের এই নৈকট্য হবে আমাদের জন্য আশা ও শান্তির এক বাস্তব নিদর্শন।"

পোপ মহোদয়ের আহ্বানে বিশেষ উদ্যোগ

'গুড ফ্রাইডে কালেকশন' বা পুণ্য শুক্রবারের বিশেষ দান সংগ্রহ; প্রভু যিশুর দুঃখভোগকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুণ্য ভূমিতে বসবাসরত মানুষদের সাহায্য করার একটি বাস্তব উপায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বিশ্বের সকল বিশপ, যাজক এবং বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা সাধু পোপ ষষ্ঠ পলের প্রৈরিতিক পত্র 'নোবিস অ্যানিমো' (Nobis Animo)-এর মাধ্যমে এই সংগ্রহ প্রক্রিয়াটি চালু করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টানদের সাথে পুণ্যস্থানগুলোর বন্ধনকে আরও গভীর করা। আজও এটি কাথলিক চার্চের অন্যতম আনুষ্ঠানিক সংগ্রহ হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

এ বছর ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য 'গুড ফ্রাইডে কালেকশন' হলো পুণ্য ভূমির দৈনন্দিন জীবন ও পুণ্য স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান উৎস। বিভিন্ন ধর্মপল্লী এবং বিশপদের দ্বারা সংগৃহীত এই দানগুলো ফ্রান্সিসকান যাজকরা (যাঁরা পবিত্র ভূমির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন) সরাসরি 'পুণ্যভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাবধায়ক'-এর কাছে পৌঁছে দেন।

এই অনুদানগুলো মূলত দুটি কাজে ব্যয় করা হয়: ১) পুণ্য স্থানগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ এবং ২) স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে সহায়তা করা, যাদের প্রায়ই ওই অঞ্চলের "জীবন্ত পাথর" (living stones) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে

ওই অঞ্চলে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তবে এই দান সংগ্রহ কেবল জরুরি সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ বপন করে।

চলমান সংঘাতের কারণে এ বছর পবিত্র সপ্তাহের উদযাপন অনেকটাই সীমিত করা হয়েছে। 'গুড ফ্রাইডে কালেকশন' সরাসরি যা যা পরিচালনা করে: আবাসন: প্রায় ৬৩০টি অভাবী পরিবারের ঘরবাড়ি, শিক্ষা: ১৫টি স্কুল এবং ১২,০০০ শিক্ষার্থী, কর্মসংস্থান: ১,১০০টি কর্মসংস্থান, সেবা ও মিশন: ২৭০ জন মিশনারি, ৫৫টি পুণ্যস্থান (Shrines) এবং ৬টি তীর্থযাত্রী নিবাস, মানবিক সহায়তা: ৫টি অনাথ আশ্রম ও অসুস্থদের সেবা কেন্দ্র এবং ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, ইসরায়েল, জর্ডান, সাইপ্রাস, সিরিয়া, লেবানন, মিশর,

- তথ্যসূত্র : *news.va*

ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, তুরস্ক, ইরান এবং ইরাকের অসংখ্য মানুষ বিশ্বের খ্রিস্টানদের এই উদার দান থেকে উপকৃত হন।

পুণ্যভূমির মাণ্ডলিক তত্ত্বাবধায়ক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সংগ্রহ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা 'দানের মাধ্যমে আশাকে জিইয়ে রাখতে পারি এবং শান্তি প্রসারের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি'।

পুণ্য সপ্তাহে খ্রিস্টের সাথে কষ্টভোগ করা মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিস্টানদের স্মরণ করলেন পোপ

ভাটিকানে তালপত্র রবিবারের খ্রিস্টযাগ শেষে পোপ চতুর্দশ লিও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক খ্রিস্টান এ বছর পুণ্য সপ্তাহের (Holy Week) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে পারছেন না। মণ্ডলী যখন প্রভুর দুঃখভোগের রহস্য (Mystery of the Lord's Passion) নিয়ে প্রার্থনা করছে, তখন পোপ মহোদয় সবাইকে সেই অসংখ্য মানুষের কথা মনে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন, যারা বর্তমানে খ্রিস্টের দুঃখকষ্টের অংশীদার হচ্ছেন।

পোপ মহোদয় বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে 'শান্তির রাজপুত্রের' (Prince of Peace) কাছে এই মিনতি জানায় যে, "তিনি যেন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জাতিগুলোকে শক্তি যোগান এবং পুনর্মিলন ও শান্তির সুনির্দিষ্ট পথ খুলে দেন।"

যিশুর ক্রুশের মৃত্যুই আলো

নির্মল এল. গমেজ

কালভেরীতে রক্তিম আকাশে
ঝুলে আছো তুমি,
কষ্ট যাতনা নিঃশব্দ বেদনার এক দীর্ঘ ছায়া।
কাঁটার মুকুটের আঘাতে ক্ষত,
রক্ত ঝরছে অঝোরে,
তবুও চোখে তোমার দিগন্তজোড়া মায়া।
তবুও করনি কোনো প্রতিবাদ,
তোমার হাত দুটি প্রসারিত ক্ষমার ভাষায়,
ভালোবাসার স্বরে বললে–পিতা,
তুমি ওদের ক্ষমা করো।
বুকের ভেতর বিদীর্ণ অশ্রু ভরা নদী,
বর্শার আঘাতে রক্ত ঝরে,
নিভে যায় তোমার প্রাণ।
পৃথিবীর পাপে নত তোমার দেহ,
তবুও ভালোবাসায় অটল তোমার ঐশ জ্ঞান।
ধীরে ধীরে দেহ হয় দুর্বল,
সূর্য লুকায়, পৃথিবীটা হয় নীরব,
শোকের ভারে কেঁপে ওঠে,
বালিকণা, ঘর-বাড়ি, পাহাড়-পর্বত,
গর্জে ওঠে নদী-নালা, সমুদ্র-সৈকত,
নিঃশব্দে বিদায়,
মৃত্যুর মাঝে জন্ম নেয় আশা।
তোমার ক্রুশীয় মৃত্যুর যন্ত্রণার ব্যথা,
তোমার জীবনদান জ্বালায় আলোর দ্বীপ,
রক্ত ঝরা যন্ত্রণা, যাতনা,
মৃত্যুর বিনিময়ে শেখালে, ভালোবাসা,
প্রেম, ক্ষমাই পরম সত্য,
চির অম্লান, পুনরুত্থানের অবিচল পথ॥

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে––
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

প্রকৃতির অমোগ বিধান, "জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অনেক সময়, তোমরা চলে গেছ পরপারে, স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমাদের স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমাদের শূন্যতা। তোমাদের অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তোমরা ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-

ছেলে ও ছেলে বউ: পলাশ ও লিজা
মেয়ে: লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই: প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি: স্ট্রীগ,রিদম ও পিটার- পার্থিব
নাতনি: স্ক্যাবি,স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা
জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর,১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ ফেব্রুয়ারি,২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.: কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত লতিকা জার্লেট কস্তা
জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.: কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

বিজ্ঞ/৭৯/২৬

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই পাস্কা পর্বের শুভেচ্ছা ॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

Happy Easter

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশাল এভারিশ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

নব কস্তা
সম্পাদনা সহযোগী

অর্ঘ্য রোজারিও
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

প্রান্ত গমেজ
সার্কুলেশন সহযোগী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

পরেশ রোজারিও
সেলস্ ইনচার্জ

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

জ্যোতি কম্যুনিকেশন

সুনীল পেরেরা
সহযোগী, পরিচালক ও সম্পাদক

বাণীদীপ্তি

ফাদার নিখিল গমেজ
কো-অর্ডিনেটর, আরভিএ

সিস্টার লাইলী আরএনডিএম
কো-অর্ডিনেটর বাণীদিপ্তী

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক,আরভিএ

এছনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
কম্পিউটার অপারেটর

সাম্য টলেন্টিনু
কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাফিক্স

লিটন
সহযোগী, জেরী প্রিন্টিং

মো: হেমায়েত উদ্দীন
মেশিনম্যান

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মারাক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

নিলুফা

প্রভুর অনন্তধামে যাত্রা

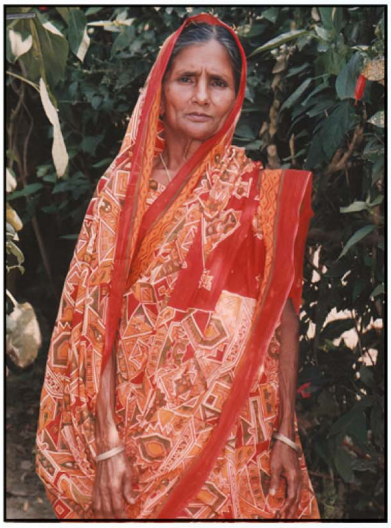

স্বর্গীয়া মার্গারেট পেরেরা
জন্ম: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

স্বর্গীয় যোসেফ গমেজ
জন্ম: ১৬ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

মা ও বাবা/দাদু ও বড়মা,

তোমরা ছিলে, তোমরা আছ, তোমরা থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে তোমরা হারিয়ে যাওনি আর যাবেও না কোনদিন। তোমাদের শিক্ষা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমাদের অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা তোমাদের ভুলিনি, ভুলবোনা কোনদিন। তোমাদের স্মৃতি চিরভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাদের হারিয়ে আমরা বড় নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তোমরা পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

দেখতে দেখতে কতটি বছর পার হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। ইতিমধ্যে কত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের সংসারে নতুন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। নাতি-নাতনিদের দেখে গেলেও তোমরা পুতি ও পুতিনদের দেখে যেতে পারনি। তোমাদের এখন ৬ জন পুতি ও ৪ জন পুতিন হয়েছে। তোমাদের আদর, ভালবাসা থেকে ওরা বঞ্চিত। অন্যদিকে বড় ছেলে খ্রীষ্টফার সমীর ও মেয়ের জামাই মন্টু বেঞ্জামিন তোমাদের মত পরম পিতার আশ্রয়ে স্থান নিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে যোসেফ ও মার্গারেট খুবই সহজ, সরল, বিনয়ী, কষ্টসহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। দু'জনেই সেনা সংঘের সদস্য/সদস্যা ছিলেন। উভয়েই নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও প্রতিদিন একাধিকবার রোজারীমালা প্রার্থনা এবং পরিবার পরিদর্শন করতেন। যদিও নিজেরা তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখে যেতেও পেরেছেন। আমরা আনন্দিত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তোমাদের মেঝো ছেলে, **ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছেন। আবার তোমাদের নাতি, ফাদার অমিত খ্রীষ্টফার গমেজ গত বছর ৩১ অক্টোবর যাজক হিসাবে তোমাদেরই মেঝো ছেলে, বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ কর্তৃক রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে অভিষিক্ত হয়েছেন।**

স্বর্গধাম থেকে তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমাদের দেখানো পথে আমরা সর্বদা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমাদের আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমাদেরই আদরের

মেয়ে-মেয়ে জামাই : লিলি-প্রয়াত মন্টু
ছেলে-ছেলে বৌ : প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা
নাতি-নাতনি : শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন,অনিক, ফাদার অমিত, অর্ণব
পুতি-পুতিন : সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দূরন্ত, দুর্জয়, আরিয়া, আয়ান, আইমান।

বিজ্ঞ/৫৭/২৬

স্বল্প খরচে আবাসন সংকট নিরসনে

নিবাস-০১

কালাচাঁদপুর স্কুলের পাশে

স্বপ্নের বাড়ি

- প্রকল্পের সামনে ১০ ফিট প্রসস্থ রাস্তা
- ডাবল লিফ্‌ট ও নিজস্ব জেনারেটর সুবিধা
- নিজস্ব ট্রান্সফরমার ব্যবস্থা
- সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সু-ব্যবস্থা
- তুলনামূলক সুলভ মূল্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ের সুবিধা
- ৬০% কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ
- এককালীন মূল্য পরিশোধে মূল্য ছাড়
- সম্পূর্ণ বিল্ডিং সি সি ক্যামেরার আওতাভূক্ত
- অডিটোরিয়াম ব্যবস্থা
- অতিথিদের জন্য ওয়েটিং রুমের সু-ব্যবস্থা
- পার্কিং ব্যবস্থা
- নিজস্ব অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা

প্রতি বর্গফুট
৬,৫০০/-

এখনই সুযোগ নিন, পরে নয়।
আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৭৫-৫২৪৩৬৩ ০২-৮৪১৪৭২১
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.
ক-৪৭/১, নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

বিজ্ঞ/৬০/২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট

ফান্ডামেন্টালস ল্যাব

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাসরুম

শিরাবরণ অনুষ্ঠান

ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব

এনাটমি এন্ড ফিজিওলজি ল্যাব

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
01321-138706, 01618-873253
/Divine Mercy Nursing Institute
divinemercyni@gmail.com
মঠবাড়ি, উলুখোলা, কালিগঞ্জ, গাজিপুর।

A Concern of
DHAKA CREDIT

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল
Love Care Compassion

৩০০ শয্যাবিশিষ্ট সর্বাধুনিক হাসপাতাল

হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে
ফ্রি শাটল সার্ভিস চালু আছে

সাশ্রয়ী খরচে বিশ্বমানের সেবা এখন হাতের নাগালে

আমাদের সেবাসমূহ
- ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি সেবা
- সর্বাধুনিক আইসিইউ (ICU)
- এনআইসিইউ (NICU)
- সর্বাধুনিক সিটি স্ক্যান
- আল্ট্রাসনোগ্রাম (USG)
- ইসিজি (ECG), ইকো (ECHO), ইটিটি (ETT)
- সর্বাধুনিক ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ল্যাব
- সর্বাধুনিক রেডিওলজি বিভাগ
- সর্বাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার
- ডায়ালাইসিস সেন্টার
- ডায়াবেটিস সেন্টার
- ফিজিওথেরাপি সেন্টার
- অপটিক কেয়ার সেন্টার
- ভ্যাকসিনেশন সেন্টার
- ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী সেবা
- ব্লাড ব্যাঙ্ক
- মর্গ সুবিধা

পূর্বাচলের উত্তর পাশে
মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ
গাজীপুর, বাংলাদেশ।

/divinemercyhospitalbd
info@divinemercyhospital.com
www.divinemercyhospital.com

HOTLINE 24/7
09678777895

স্ক্যান করুন

A Concern of
DHAKA CREDIT

বিজ্ঞ/৬২/২৬

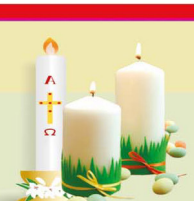

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

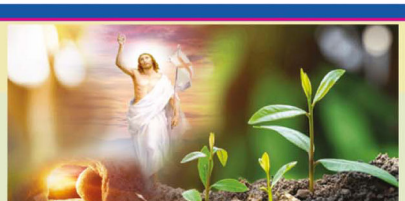

NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH

PROGRAMS

Undergraduate

BBA, CSE, BA (Hons.) in ENGLISH, LL.B, BSS (Hons.) in ECONOMICS, MICROBIOLOGY

Graduate

MBA, EMBA, LL.M, MA in ENGLISH, MSC in CSE

Apply online at: https://admission.ndub.edu.bd/

E-mail us at: info@ndub.edu.bd

SPECIAL FEATURES

- Discipline and safety
- Campus job opportunity
- Attractive waiver and scholarship
- Research, seminar, and workshop
- Indoor and outdoor sports facilities
- VC and Pro-VC are renowned American scholars
- Co-curricular activities by different clubs
- Talented and experienced faculty members
- Well-equipped 10 specialized labs and library
- Permanent green campus with multipurpose building

ADMISSION OPEN

APPLY NOW!

BE A GRADUATE, BE A NOTREDAMIAN

SPRING SEMESTER
JANUARY TO JUNE

FALL SEMESTER
JULY TO DECEMBER

5-Minute Walking Distance from Motijheel MRT Station

Waiver up to 80%
Golder A+ and A+ Holder
Missionary institute students

SCHOLARSHIPS BASED ON:
Merit, Need, Missionary, Sibling, Physically challenged, Spouse

COLLABORATION
Martin Luther Christian University
University of Notre Dame

Apply Online

NDUB

For Details Contact
2/A, Arambagh, Motijheel, GPO Box-7, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: +880-2-41070719, +880-2-41070720, +8801781910129
ADMISSION HELPLINE 01708661555
VISIT NDUB WEBSITE www.ndub.edu.bd

বিজ্ঞ/৬৮/২৬

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

"ওরা মহাঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস্ নে রে আর, কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ করে দে সবার।"

প্রয়াত সিলভেস্টার ডি' রোজারিও (সিলু মাষ্টার)

জন্ম: ৮-১০-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৬-১০-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

প্রাক্তন চেয়ারম্যান: তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৫৭-১৯৫৯)
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান: তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: (১৯৬৪, সদস্য নং ১)
ক্যাপ্টেন: তুমিলিয়া ইউনিয়ন বঙ্গীয় গৃহরক্ষীদল (২য় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪২-১৯৪৫)
প্রাক্তন শিক্ষক: তুমিলিয়া জুনিয়র হাই স্কুল (১৯৪২-১৯৫১)
প্রাক্তন শিক্ষক: তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫২-১৯৬৮)
প্রাক্তন শিক্ষক: নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৭-১৯৬৮)
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সহ-প্রধান শিক্ষক: তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৯-১৯৮৩)
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: গভীর নলকূপ স্থাপন ও দড়িপাড়া-বান্দাখোলা সবুজ বিপ্লব (১৯৭৩-১৯৮৫)

প্রয়াত মার্থা পালমা

জন্ম: ১৩-১২-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩-৮-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

১ম নারী সদস্য: তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: (১৯৬৪, সদস্য নং ২)
জমিদাতা: তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারী রেজিষ্ট্রেশন বা অনুমোদন লাভ করার জন্য (১৯৭৩)
পরিচালিকা: পূর্বপাড়া মহিলা প্রার্থনা দল
সেবাদান ও আতিথেয়তা: দড়িপাড়া উপধর্মপল্লীতে আগত বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, শিক্ষক ও সেমিনারীয়ানদের

স্নেহভরা স্মৃতিতে সিলভেষ্টার ডি' রোজারিও ও মার্থা পালমা

গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা আমাদের প্রিয় পিতা-মাতা, সিলভেস্টার ডি রোজারিও এবং মার্থা পালমা-কে স্মরণ করছি, যাঁদের জীবন ছিল বিশ্বাস, পরিবার, শিক্ষা, চার্চ ও মানবসেবায় নিবেদিত।

আমাদের পিতা ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং নীতিবান সমাজনেতা, যিনি তাঁর প্রজ্ঞা, শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জীবন গড়ে তুলেছেন। তিনি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজে ও মণ্ডলীতে কাজ করেছেন। সামাজিক ন্যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। একজন শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ ও জনসেবক হিসেবে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়।

আমাদের মাতা ছিলেন আমাদের পরিবারের নীরব শক্তি– গভীর বিশ্বাস, মমতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তিনি আমাদের ভালোবাসা দিয়ে লালন করেছেন, ধৈর্যের সঙ্গে পথ দেখিয়েছেন এবং পিতার সকল কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁর স্নেহময় হৃদয় ও নিবেদন আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

তাঁরা একসঙ্গে বিশ্বাস, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও সেবার ভিত্তিতে একটি পরিবার গড়ে তুলেছিলেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন সততা, বিনয়, কঠোর পরিশ্রম ও সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

যদিও তাঁরা শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই, তাঁদের আত্মা বেঁচে আছে তাঁদের রেখে যাওয়া মূল্যবোধ ও উত্তরাধিকারে। এই পবিত্র ইস্টার ২০২৬ উপলক্ষে আমরা, তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনিরা, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। "ভালো করেছ, হে বিশ্বস্ত ও উত্তম দাস তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।"

- তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনীরা

ছেলে ও ছেলে বউ: প্রয়াত রবীন ও প্রণতি, রঞ্জন ও শিখা, মিল্টন ও সঞ্চিতা এবং ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও
মেয়ে ও জামাতা: ছবি ও প্রয়াত প্যাট্রিক, রুবি ও সেন্টু এবং সকল নাতি-নাতিনী ও তাদের পরিবারবর্গ-আত্মীয় স্বজন।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ ৮৬ ✤ সংখ্যা-১১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Easter Issue - 11
পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৬
Regd. No. DA-33
৫ - ১১ এপ্রিল, ২২ - ২৮ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র মাধ্যমে সকল পাঠক-লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে জানাই পুণ্যময় পাস্কা পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি...

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

হাউজিং সোসাইটি সদস্যদের কল্যাণে দৃশ্যমান আয়বর্ধকমূলক প্রকল্প

নীড় ফ্ল্যাট ও প্লট প্রকল্প ০৯৬২৩২২২৫৫৫

নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট ০৯৭০৯০৯০৯৪৯

শান্তির নীড় গেস্ট হাউস ০৯৭০৯০৯০৯৯৯

নীড় ছাত্রী হোস্টেল ০৯৩২৯৬৪৮৫৫৫

নীড় থীমপার্ক এন্ড রেস্টুরেন্ট ০৯৬২৩২২২৫৫৫

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ,
মুনাফা অর্জন করুন, স্বাবলম্বী হোন !!!

৫½ বছরে দ্বিগুণ — স্থায়ী আমানত — ৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৪.০০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১১.৫০%	১১.০০%	১০.০০%

- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000X12)	12,000/=	Total Deposit (1,000X24)	24,000/=	Total Deposit (1,000X36)	36,000/=
Interest 5%	585/=	Interest 9.50%	2,375/=	Interest 9.75%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Diposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

[এছাড়াও ৫/১০ বৎসর মেয়াদী এইচডিপিএস ও ২৫ বছরে ২৫গুণ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার সুযোগ]

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ☎ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৬১-৬৪ ✉ info@mcchsl.org 🌐 www.mcchsl.org

চলতি সংখ্যার মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885 Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org